চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 223 Thursday, 13 July, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২২৩ সংখ্যা ❋ ২৭ আষাঢ়, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ১৩ জুলাই, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

বাজারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। পঞ্চায়েত ভোটের ফলপ্রকাশের ঠিক পরদিনই এই বোমা উদ্ধার ঘিরে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিল নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

শেষ হাসি হাসলেন বিজেপি প্রার্থী সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়। তিনি হারিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাইয়ের স্ত্রী পম্পা মুখোপাধ্যায়কে। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

প্রায় গোটা দেশে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে টমেটো। এই পরিস্থিতিতে আমজনতাকে স্বস্তি দিতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

লাল-হলুদে এ বার বড় চমক। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে বিরাট অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে প্রভসুখন সিং গিলকে দলে নিল ইস্টবেঙ্গল। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

গ্রাম বাংলায় সবুজ সুনামি!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নির্বাচনে সুইপ তৃণমূলের! গ্রাম পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতির পরে জেলা পরিষদেও জয়যাত্রা অব্যাহত শাসকদল তৃণমূলের। চমকে দেওয়া ফল উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম। বিরোধীদের চিন্তা বাড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝোড়ো ইনিংসের সামনে বাংলায় ফের একবার মুখ থুবড়ে পড়ল প্রধান বিরোধীদল বিজেপি থেকে শুরু করে নয়া চ্যালেঞ্জের দাবিদার বাম-কংগ্রেস জোট। নির্বাচনে ক্লিন সুইপ তৃণমূলের! জেলা পরিষদের ফল প্রকাশ্যে আসতেই দেখা গেল একের পর এক জেলা পরিষদে ঘাসফুল ঝড়। কোথাও কোথাও দাঁত ফোটাতেও পারেনি বিরোধীরা। রাজ্যের আট আটটি জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য। রাজ্যের ১৩ জেলায় শূন্য বিজেপি। উত্তরবঙ্গের ৪ জেলায় শূন্য বিজেপি। দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় খাতাই খুলতে পারেনি গেরুয়া শিবির। লোকসভায় ভাল ফলের পরেও বিধানসভা ও বর্তমান পঞ্চায়েত নির্বাচনে এসে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে প্রধান বিরোধী দল। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানে জেলা পরিষদ পায়নি বিজেপি। আর উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরেও একই অবস্থা। এখানকার জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের উপরই ভরসা রেখেছেন। আর ২০টি জেলা পরিষদের মধ্যে ২০টিতেই জিতে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক

জেলা পরিষদে বিরোধীরা কোনও আসন জিততে পারেনি। তবে কোনও কোনও জেলা পরিষদে বিরোধীরা দুটো অথবা তিনটে আসনে জিতেছেন। অনুব্রত মণ্ডল ছাড়া বীরভূম, শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং অধীর চৌধুরীর মুর্শিদাবাদেও ঘাসফুলের দাপট দেখা যাচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা পরিষদের ৭০টি আসনের মধ্যে ১৪টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। কিন্তু বাকি সব আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান-জেলাগুলি বিরোধী শূন্য জেলা পরিষদ জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সুতরাং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই ফলাফল যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায়। আর তারই মধ্যে বাংলার পঞ্চায়েতের ফলাফল। শাসকদলের তুমুল জয় নিঃসন্দেহে উদ্বেগ বাড়াবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। বিশেষ করে বিজেপিকে চিন্তায় ফেলে দিল উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল ও মতুয়া ঠাকুরনগর। উত্তর থেকে সাতটি আসন গত লোকসভা ভোটে পেয়েছিল গেরুয়া শিবির। একুশের বিধানসভা ভোটে খানিকটা ধাক্কা খেলেও গড় পুরোপুরি ভেঙে পড়েনি। কিন্তু পঞ্চায়েতের ফল প্রকাশ্যে আসতেই দেখা গেল ভরাডুবি দশা। অন্যদিকে এই জয় নিঃসন্দেহে অক্সিজেন যোগাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে। বিধানসভায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল বাম-কংগ্রেস। তা নিয়ে কম কটাক্ষ করেননি বিজেপি নেতারা। এবার অবশ্য রাজ্যের ১৩টি জেলায় নিজেরাই শূন্য হয়ে গেল বিজেপি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল বলছে, রাজ্যের ১৩টি জেলায় জেলা পরিষদে খাতাই খুলতে পারেনি বিজেপি। তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গের চার জেলাও। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফল দেখিয়েছিল, রাজ্যের জঙ্গলমহল এবং উত্তরবঙ্গে শাসক দলকে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল গেরুয়া শিবির। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য জঙ্গলমহল অনেকটাই পুনরুদ্ধার করে ফেলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলও দেখিয়ে দিল, জঙ্গলমহল সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গেই লোকসভা নির্বাচনের বিজেপি-র শক্তি প্রশ্নের মুখে। ঝাড়গ্রামের মতো জঙ্গলমহলের জেলা সহ দক্ষিণবঙ্গের ৯টি জেলায় জেলা পরিষদে বিজেপি-র প্রাপ্তি শূন্য। শুধু দক্ষিণবঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গের চার জেলাতেও খাতা খুলতে ব্যর্থ বিজেপি। গত বিধানসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গই বিজেপি-র মুখ রক্ষা করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। নিজেদের শক্তিশালী সেই ঘাঁটিতেই চারটি জেলায় জেলা পরিষদের কোনও আসনে জয় পায়নি গেরুয়া শিবির। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির মতো জেলায় বিজেপি-র সাংসদ রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের চা বলয়ে তৃণমূলের সংগঠনই বরং প্রশ্নের মুখে ছিল। সেই জেলাতেও কেন জেলা পরিষদে খাতা খোলা গেল না, তা বিজেপি-র কাছে চিন্তার কারণ। উত্তর দিনাজপুরেও লোকসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করেছে গেরুয়া শিবির। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নিজের জেলা। সেখানেও বিজেপি শূন্য।

ভোট হিংসায় নিহত ১৯, দাবি মমতার! মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, চাকরির ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলায় জেলায় এখন ঘাসফুল ঝড়। গ্রামবাংলার মাটি এখন সবুজ আবিরে ভরে গিয়েছে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র ভাল ফল করেছে। কিন্তু এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাঁদের প্রাণ গিয়েছে হিংসায় তাঁদের পরিবারের কী হবে? এই প্রশ্নও এখন ঘুরপাক খাচ্ছে গ্রামবাংলার বেশ কয়েকটি ঘরে। তবে প্রাণ ফিরিয়ে দিতে না পারলেও নিহতের পরিবারগুলি যাতে ভেসে না যায় তাই পাশে দাঁড়ালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিঁধেছেন বিজেপিকেও। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ১৯ জন মারা গিয়েছেন। তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীই সবচেয়ে বেশি। প্রায় ১১ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মারা গিয়েছেন। বাকি সব বিরোধী দলের। এমন অবস্থায় আজ, চোট লাগা পা নিয়ে নবান্নে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই ঘোষণা করেন, ‘‘ভেদাভেদ না করে নিহত ১৯ জনের পরিবারকে হোমগার্ডের চাকরি ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।’’ পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের নানা প্রান্তে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। গুলি-বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। একইসঙ্গে তার জেরে প্রাণও গিয়েছে। এদিকে নির্বাচন মিটতেই ভোটের হিংসায় মৃতদের পরিবারদের পাশে দাঁড়ানোর কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘দলমত নির্বিশেষে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে। সব মৃত্যুই দুঃখজনক। ভোট ঘোষণার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমি শুধু নিজের দলের কথা বলছি না। তবে এই ১৯ জনের মধ্যে আমাদের দলেরই ১০-১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।’’ একইসঙ্গে আজ, বুধবার মৃতদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া মৃতদের পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে আজ, বুধবারই প্রথম নবান্নে আসেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে চোট লাগার পর ১৫ দিন পর এলেন তিনি। আর বিকেলে নবান্নের সভাঘরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে মোট ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তার মধ্যে বেশিরভাগই আমাদের কর্মী। হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম বর্ধমান, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর, বীরভূম-সহ বেশিরভাগ জেলাতেই কোনও অশান্তি-হিংসা হয়নি। পূর্ব বর্ধমানে একজন হৃদরোগে মারা গিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে। সব মৃত্যুই দুঃখজনক। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। মানবিক কারণেই নিহতদের পাশে দাঁড়াচ্ছি আমরা।’’ এদিন ভাঙড়ের অশান্তি-হিংসা নিয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘‘ভাঙড়ে গত ২৫-৩০ বছর ধরেই ঝামেলা চলছে। বাইরে থেকে লোক এনে ঝামেলা পাকানো হয়েছে। পুলিশের উপর আক্রমণ হয়েছে। ভাঙড়ে আরাবুল

আদতে হারেনি। কিন্তু দেখানো হয়েছে আরাবুল হেরেছে। সব জেনেও তৃণমূল কিছু বলেনি। সব মৃতদের পরিবারদের প্রতি আমার সমবেদনা আছে। আমি দুঃখপ্রকাশ করছি। ৬০ হাজারের বেশি বুথে ভোট হয়েছে। তার মধ্যে ৬০টি বুথে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। আমি দুঃখিত রাম-বাম-শ্যাম ও আর একজন জোট বেঁধেছিল। প্ল্যান করে করেছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদ্বেষমূলক আচরণ করছে। তারপরও এত মিথ্যে বলছে! ত্রিপুরায় ৯৩ শতাংশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি। আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম। অসমে এনআরসি নিয়ে আমাদের টিমের ওপর হামলা হয়েছে। মণিপুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা দল পাঠাচ্ছি। বাংলার বদনাম করতে আবার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম পাঠিয়েছে।’’ এদিন নবান্ন থেকে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘২১ জুলাই আমরা উদযাপন করব না। আমাদের অনেক লোক ভোট-পরবর্তী হিংসায় মারা গিয়েছে। বিএসএফ অনেককে গুলি করেছে। তাই আমরা ওই দিনটাকে ‘শ্রদ্ধা দিবস’ হিসাবে পালন করব। শহিদ পরিবারের জন্য বেলা ১২ টায় সময় শহিদ দিবস পালন করা হবে। যে মানুষগুলো বিজেপির আমলে সিপিএমের আমলে মারা গেছেন সবার জন্য।’’

রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ আইন-শৃঙ্খলা সামলাতেই পারেনি রাজ্য। নাগরিকদের সুরক্ষা দিতেও ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চায়েত ভোট সংক্রান্ত মামলায় এমনই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ভোটে হিংসার ঘটনার অভিযোগ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মামলা করেছেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। গণনার দিন রাতে যে ভাঙড়ে যে ঘটনা ঘটেছে, পুলিশ যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে হাইকোর্টে। বুধবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। মনোনয়ন পর্বে অশান্তি, ভোটে অশান্তি, গণনাতেও অশান্তি। কেন সামলাতে পারল না রাজ্য! এই ছবিতে বিস্ময় প্রকাশ বিচারপতিদের। প্রধান বিচারপতি বলেন, এতে আদালত অবাক হয়েছে। রাজ্যের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ‘‘রাজ্য যদি নিজের নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে না পারে, তাহলে সেই বিষয়টা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।’’ অভিযোগ ওঠে, ভোটের সময় অনেক জায়গাতেই মোতায়েন ছিল না কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ‘‘শুরুতেই তো দেরি হয়েছে’’। নির্দেশ দেওয়ার পরও কাজ না হওয়া দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মঙ্গলবারই মামলা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার রাতেই ভাঙড়ে অশান্তি চরম আকার নেয়। বুধবার শুনানির শুরুতেই সেই পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, ‘‘জিনিসপত্র নষ্ট হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছেন পুলিশ, কেন হচ্ছে এসব? কেন মানুষ মার খাচ্ছেন?’’

বেঙ্গালুরুর বিরোধী বৈঠকে ২৪ দলকে ডাক কংগ্রেসের, এবার থাকবেন সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ জুন মাসে পটনায় ১৭টি বিরোধী দল একত্রিত হয়েছিল। বিজেপি বিরোধী জোট গড়ার লক্ষ্যে প্রথম ধাপ নিয়েছিল দলগুলি। দ্বিতীয় ধাপে বেঙ্গালুরুতে বাড়ল দলের সংখ্যা। জানা গিয়েছে, বেঙ্গালুরুর বিরোধী বৈঠকে ২৪টি দলকে ডাক দেওয়া হয়েছে। পটনার বৈঠকে দিল্লি অধ্যাদেশ নিয়ে আম আদমি পার্টির সঙ্গে বিরোধ হয়েছিল কংগ্রেসের। তা সত্ত্বেও বেঙ্গালুরুতে ডাকা হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে রক্তাক্ত পঞ্চায়েত ভোটে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কংগ্রেস, বাম ও তৃণমূল। গোটা দেশে বাংলার ভূবমূর্তি নষ্ট হয়েছে এই ভোটে। তাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ডাক পেয়েছেন এই বৈঠকে। এদিকে আগের বৈঠকে কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বেঙ্গালুরুর বৈঠকে আবার সোনিয়া গান্ধিও অংশ নিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে আমন্ত্রিত বিরোধী নেতাদের জন্য বিশেষ নৈশভোজের

আয়োজন করা হবে। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, পটনার বৈঠকে যোগ দেওয়া ১৭টি দলের পাশাপাশি এই বৈঠকে নতুন ৭টি দল ডাক পাচ্ছে। সেই দলগুলি হল-মারুমালারচি দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজগাম (এমডিএমকে), কঙ্গু দেশা মক্কাল কাচ্চি (কেডিএমকে), বিদুথালাই চিরুথাইগাল কাচি (ভিসিকে), বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল (আরএসপি), অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আইইউএমএল), কেরল কংগ্রেস (জোসেফ), এবং কেরল কংগ্রেস (মণি)। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেডিএমকে এবং এমডিএমকে বিজেপির জোটসঙ্গী ছিল। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস, লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি, শরদ পাওয়ারের এনসিপি, নীতীশ কুমারের জেডিইউ, উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনার নেতারা ছিলেন আগের বৈঠকে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবও ছিলেন সেই বৈঠকে। তবে বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হননি কেজরিওয়াল। এদিকে বিরোধী দলগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকের মধ্যকার এই এক মাসে রাজনৈতিকভাবে অনেক কিছু ঘটেছে দেশে। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি শরদ পাওয়ার এবং অজিত পাওয়ারের মধ্যে বিভক্ত হয়েছে। উভয়ই নিজেদেরকে ‘আসল’ এনসিপি বলে দাবি করেছে। এরই মাঝে শরদ পাওয়ার বিরোধীদের একত্রিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এদিকে অজিত পাওয়ার শিবিরের নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল প্রথম বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। বিরোধীদের সেই সভাকে উপহাস করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, সমস্ত দলের আলাদা আলাদা লক্ষ্য ছিল যা রীতিমতো হাস্যকর। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বড় জয় পেয়েছে। তবে তৃণূলের বহু কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বাম ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় ‘প্রতিরোধের’ নামে হিংসা হয়েছে শাসকদল ও বাম-কংগ্রেসের।

রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা ৬ তৃণমূল প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলার মধ্যেই, বুধবার (১২ জুলাই), আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছয় প্রার্থী। সুখেন্দু শেখর রায়, দোলা সেন এবং ডেরেক ও ব্রায়েনদের মতো পোড় খাওয়া সাংসদদের সঙ্গে ছিলেন নবাগত প্রার্থী প্রকাশ চিক বড়াইক, সামিরুল ইসলাম এবং সাকেত গোখলে। উপস্থিত ছিলেন

শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাও। মোট ৬টি আসনে নির্বাচন হচ্ছে। এছাড়া, ২০২১ সালেই তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ হওয়া, গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেরিও পদত্যাগ করায় তাঁর আসনে পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে সাকেত গোখলেকে। উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকাশ চিক বড়াইক এবং সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত না থাকা সামিরুল ইসলামকে প্রার্থী করে বড় চমক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যসভার নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই কে টিকিট পাবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায়, দোলা সেন এবং ডেরেক ও ব্রায়েনদের ফের টিকিট দেওয়া হয়। তবে টিকিট দেওয়া হয়নি পুরনো মুখ শান্তা ছেত্রী এবং সুস্মিতা দেবকে। তাদের বদলে রাজ্যসভার টিকিট দেওয়া হয় প্রকাশ চিক বড়াইক এবং সামিরুল ইসলামকে। চা বাগানের শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন প্রকাশ চিক বরাইক। ক্রমে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনে তাঁর গুরুত্ব বেড়েছে। এবার তাঁকে রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রার্থী করেছে দল। তবে সবথেকে বড় চমক সামিরুলকে প্রার্থী করা। আদতে বীরভূমের ছেলে হলেও, রসায়নের এই অধ্যাপক চাকরি করেন গড়িয়ার দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে। চাষীর ঘরের ছেলে সামিরুল স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করেছেন কলকাতার মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে, তারপর স্নাতকোত্তর হয়েছেন দিল্লি আইআইটি থেকে। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনে অরাজনৈতিক মুখ হয়ে উঠেছিলেন সামিরুল। জুলাই ও আগস্ট মাসে, গুজরাট, গোয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট ১০টি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। ২৪ জুলাই এই আসনগুলিতে নির্বাচন হবে। ১০ জুলাই থেকে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। শেষ তারিখ, ১৩ জুলাই। বাংলা থেকে রাজ্যসভার এক আসনে জয় নিশ্চিত বিজেপির। বুধবারই, এই আসনের প্রার্থী হিসেবে অনন্ত মহারাজের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। দীর্ঘদিন ধরেই গ্রেটার কোচবিহারের দাবিতে সরব এই রাজবংশী নেতা। উত্তরবঙ্গে ক্রমে জমি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি। উত্তরের ভোটে রাজবংশী উপজাতকির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাজবংশী ভোটারদের কথা মাথায় রেখেই অনন্ত মহারাজকে প্রার্থী করেছে গেরুয়া শিবির, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

নির্দলদের দলে ফেরানো নয়

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলে অ্যাডভান্টেজ তৃণমূল কংগ্রেস। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে সবুজ ঝড়ের প্রভাব যে ২৪-এর লোকসভায় ইতিবাচক ভাবেই পড়বে তা নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই তৃণমূল কংগ্রেসের। লোকসভা ভোটের আগে তাই স্বস্তিতে শাসক দলের শিবিরে। সব সাংসদ এলাকায় এগিয়ে রয়েছে শাসকদল। তবুও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাছাই করা বুথের পর্যালোচনা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালাবে শাসক শিবির। এর পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোটের ফল বেরনোর পরে নির্দল নিয়ে নজরদারি বাড়াচ্ছে তৃণমূল। নির্দল প্রার্থীদের দলে ফেরানো হবে না বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্দলদের দলে ফেরানো নয়, আরও একবার জেলা সভাপতিদের বার্তা দিয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

‘দ্যাখ কেমন লাগে’, শুভেন্দুকে টুইটে খোঁচা কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হতে শুরু করে মঙ্গলবার। তখন থেকেই সকলের চোখ ছিল নন্দীগ্রামের দিকে। কারণ এখানে তৃণমূল কংগ্রেস কুণাল ঘোষকে ফেলে রেখেছিল। যিনি সরাসরি টক্কর দিচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে। এরপর ফল আসতে শুরু করে। নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকে ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলাফল প্রকাশ হতেই শুভেন্দু অধিকারী সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন, এখানে বিজেপি ছিলই না। নন্দীগ্রামে পদ্ম ফুটেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯টি আসনে জিতেছে বিজেপি। আর বাকি ৮টিতে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ভোট গণনা শুরু হতেই দেখা গেল শুভেন্দুর হাঁকডাকই সার। তারপর গণনা যতই এগিয়েছে ততই বিজেপির পক্ষে হতাশা তৈরি করেছে। চুপ করে গিয়েছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। এমনকী তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘আমি এই ভোট মানি না। এতে মানুষের রায়ের প্রকৃত প্রতিফলন ঘটেনি।’’ এবার আজ, বুধবার সকাল থেকে একের পর এক টুইট করে শুভেন্দুকে নিশানা করে চলেছেন কুণাল ঘোষ। তিনি সকালে লিখলেন, ‘লোডশেডিং বিধায়ক শুভেন্দু তো ব্লক স্তরের নেতা হয়ে গেলেন! নন্দীগ্রাম সহ পূর্ব মেদিনীপুরে বেইমান বিধ্বস্ত। সুতরাং ১৯৫৬ ভোটে ভেসে ওঠা লোডশেডিং বিধায়ককে আবর্জনায় ফেলে দেওয়া উচিত।’ নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত সমিতির দুটি আসনের মধ্যে একটিতে জিতেছে বিজেপি এবং তৃণমূল জিতেছে একটি। কিন্তু জেলা পরিষদের ৫টি আসনের লড়াইয়ে তৃণমূলই এগিয়ে। নন্দীগ্রামের ১ নম্বর ব্লকে জেলা পরিষদে তিনটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর ২ নম্বর ব্লকের দুটি জেলা পরিষদ আসন বিজেপি জিতেছে। একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৯৫৬ ভোটে

হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই জয় নিয়ে শুভেন্দু খোঁচা দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তার পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস বলে, লোডশেডিংয়ের ১৯৫৬। সেদিন গণনার সময় লোডশেডিং করে ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন শুভেন্দু বলে তাঁদের দাবি। তবে এবার তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপক অক্সিজেন পেল। জেলা পরিষদের ৫টি আসনের মোট ফলাফল বিচার করে দেখা যাচ্ছে, নন্দীগ্রাম বিধানসভায় ১০,৪৫৭ ভোটে পিছিয়ে পড়েছে বিজেপি। ব্যস, এটা নিয়ে আর একটা টুইট। সেখানে লেখা হয়েছে, ‘লোডশেডিং চক্রান্তের জবাব, নন্দীগ্রামে তৃণমূলের লিড ১০ হাজার ৪৫৭। দেখ কেমন লাগে।’ নন্দীগ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি অন্তত ১৩টি আসন জিতবে বলে দাবি করেছিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সেটা হয়নি। তার মধ্যে জেলা পরিষদের ফল বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘এই ফলাফলেও আমার আফশোস রয়েছে। আমাদের কিছু কর্মী ভোটে অন্তর্ঘাত করেছে। সিপিএম ভোট কাটুয়ার কাজ করেছে। জেলা পরিষদে ভোট দেওয়ার সময়ে মানুষ শুধু প্রতীক দেখেছে। তাই তৃণমূল আর বিজেপির প্রতীকের মধ্যে বেশি সংখ্যক মানুষ জোড়াফুলকেই বেছে নিয়েছেন।’ নন্দীগ্রামে বিধানসভা নির্বাচনে শুধু ভেকুটিয়াতে শুভেন্দু তথা বিজেপি ৪৮০০ ভোটের লিড পেয়েছিল। এবার জেলা পরিষদের ফলাফলে দেখা গিয়েছে ঘাটতি ৭১৮ ভোট। পূর্ব মেদিনীপুরে জেলা পরিষদের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে ৫৬টি আসন জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি জিতেছে ১৪টি আসনে। এদিন রাজ্যপালেরও সমালোচনা করেন কুণাল। তিনি টুইটে লেখেন, ‘মানুষের এই রায় দেখার পর রাজ্যপালের আর পদে থাকা উচিত নয়। অবিলম্বে পদত্যাগ করে বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। কারণ তিনি বিজেপির এজেন্ট হয়ে কাজ করেছেন। অনৈতিক পথে বিরোধীদের উস্কানি দিয়েছেন। বাংলাকে অপমান করেছেন। তাঁর কোনও অধিকার নেই রাজ্যপাল হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার।’

দিল্লিতে মহিলার দেহাংশ উদ্ধার, পুলিশ জানাল তদন্ত শুরু হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ ফের ভয়াবহ ঘটনা রাজধানী দিল্লিতে। এবার দিল্লির গীতা কলোনি ফ্লাইওভার এলাকা থেকে এক মহিলার টুকরো করা দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার ওই এলাকা থেকে পুলিশ মৃত মহিলার দেহাংশ উদ্ধার করেছে বলে খবর। মহিলার পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশ মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা শুরু করেছে।সেন্ট্রাল রেঞ্জ, জয়েন্ট সিপি পরমাদিত্য বলেছেন, দু'টি কালো পলিথিন ব্যাগ পাওয়া গিয়েছে। একটি পলিথিনে শরীরের মাথা ছিল এবং অন্য পলিথিনে শরীরের অন্যান্য অংশ ছিল। লম্বা চুলের উপর ভিত্তি করে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা মহিলার শরীর। দেহটি এখনও শনাক্ত করা যায়নি, তদন্ত চলছে।

ফুটবলেও ছিল অ্যাশেজের দ্বৈরথ

লন্ডন, ১২ জুলাই ঃক্রিকেটের মতো ফুটবলেও ছিল অ্যাশেজের দ্বৈরথ।ক্রিকেটের মতো ফুটবলের এই লড়াইয়ে নেই ইংল্যান্ড। ফুটবলের অ্যাশেজে অজিদের দ্বৈরথটা তাদের প্রতিবেশী দেশ নিউজিল্যান্ড। কালের গর্বে হারিয়ে যাওয়া ফুটবলের অ্যাশেজ আবার ফিরছে। এবং ফিরছে এ বছরের অক্টোবরে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে এই ল।াইয়ের ভেন্যু হবে লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম।

ধানবাদে আরএসএস কর্মীকে গুলি করে হত্যা

ধানবাদ, ১২ জুলাই ঃ ধানবাদের পূর্ব টুন্ডি থানা এলাকার ডুমা কবরস্থানের কাছে আরএসএস কর্মী ও গ্রাম রক্ষা দলের সদস্য শঙ্কর প্রসাদকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে।ডুমা গ্রামের বাসিন্দা

দিল্লিতে মাহিন্দ্রার সার্ভিস সেন্টারে ভয়াবহ আগুন

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে আগুন লাগল একটি অটোমোবাইল শোরুম সার্ভিস সেন্টারে। বুধবার সকালে দিল্লির মায়াপুরী ফেস-১ এলাকায় মাহিন্দ্রার সার্ভিস সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত না হলেও, শোরুমের ভিতরে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল।পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, বুধবার সকালে দিল্লির মায়াপুরী ফেস-১ এলাকায় মাহিন্দ্রার সার্ভিস সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট ১২টি ইঞ্জিন। দিল্লি দমকলের ডিএফও অশোক কুমার জয়সওয়াল বলেছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এটি মাহিন্দ্রার সার্ভিস সেন্টার। আগুন দোতলায় লাগে। আগুনে বেশ কয়েকটি গাড়ি পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগার কারণ এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কোনও আহত বা হতাহতের খবর নেই।

করিমগঞ্জে অস্ত্রশস্ত্র সহ ৬ কুখ্যাত ডাকাত আটক

সুজন চক্রবর্তী, আসাম (ভারত) ঃ আসামরাজ্যের করিমগঞ্জ পুলিশের পৃথক পৃথক অভিযানে সেনা পোশাক, পিস্তল, তাজা কার্তুজ, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র সহ ৬ কুখ্যাত ডাকাত আটক করা হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলা সদর ডিএসপি গীতার্থ দেবশর্মা সাংবাদিকদের জানান, ডাকাতদলটি সোমবার (১০ জুলাই) রাতে কালীগঞ্জ এলাকার এক বা।িতে ডাকাতি করবে বলে পরিকল্পনা করলে খবরটি পুলিশের কাছে পৌঁছে যায়। ওই খবরের ভিত্তিতে রাত ৮ টায় পুলিশের একটি দল কালীগঞ্জের বা।িতে পৌঁছে ঘরের লোকজনদের বাইরে রেখে বাড়িটি কর্ডন করে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এমন সময়ে ডাকাতরা ডাকাতি করতে এলে পুলিশ তাদের চ্যালেঞ্জ জানায়। এতে ডাকাতরা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন পুলিশের পক্ষে বিভিন্ন সড়কে ফন্দি পেতে রাখে। রাতাবাড়ি পুলিশের হাতে পিস্তল, ৪ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, সেনা পোষাক ও বেশকিছু ধারালো অস্ত্র, হাতুড়ি সহ ডাকাত তছরুফ আলি, আসাব উদ্দিন, মনির আলি এবং নুরুল হক ধরা পা।ে। বাকি ২ জনকে আটক করা হয় কালীগঞ্জ এলাকা থেকে। এদের মধ্যে রয়েছে দাগি ডাকাত খয়রুল ইসলাম ও আব্দুল লতিফ। বাকি ডাকাতরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় একাধিক ডাকাতি কান্ডের অভিযোগ ও রয়েছে। বর্তমানে আটককৃত ডাকাতদের পুলিশি হেফাজতে রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

জাল সংস্থার মাধ্যমে ১২৭ কোটি টাকার আইটিসি-র দাবি জানানো ১৯টি রাজ্যে সক্রিয় সিন্ডিকেট ফাঁস করল ডিজিজিআই আধিকারিকরা

কলকাতা,১২জুলাইঃভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কাজ চালানো সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ জিএসটি ইন্টেলিজেন্স (ডিজিজিআই)-এর কলকাতা আঞ্চলিক শাখা ১৯টি রাজ্যে সক্রিয় একটি বা(স অপরাধী চক্র ফাঁস করল। এই সিন্ডিকেটে একজন ব্যক্তি ভুয়ো সংস্থা তৈরি করত যার মাধ্যমে কোনও পণ্য বা পরিষেবা না দিয়েই জাল ইনভয়েস তৈরি করা হত এবং জাল আইটিসি দাখিল করা হত কমিশনের ভিত্তিতে। মোট ১২৭টি জাল কোম্পানি তৈরি করা হয় এবং প্রায় ১২৬.৯ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণের জাল আইটিসি দাখিল করা হয় ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য। ডিজিজিআই-এর আধিকারিকরা চক্রের মূল পান্ডার খোঁজ পেয়েছেন এবং তাকে আটক করা হয়েছে। অভিযুক্ত তার জাল কার্যকলাপের কথা স্বীকার করেছে।এই মামলায় চক্রের পান্ডা নকল সংস্থা তৈরি করত এবং জিএসটি রেজিস্ট্রেশন পেত ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে। কম খরচে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে আধার, প্যান, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হত। জাল ই-ওয়ে বিল দেওয়া হত ভুয়ো গা।রি নম্বর দিয়ে স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে এবং সেখানেই ইনভয়েসের সেই নম্বর ঢোকানো হত জাল ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটকে আ।াল করতে। এইভাবে তারা সাহায্য করত ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পেতে। তিনটি মোবাইল ফোন এবং দুটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।এই চক্রের পান্ডাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এখন শিয়ালদহের অতিরিক্ত মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হলে আদালত তাকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ভুয়ো আইটিসি ধরতে সামনের সারিতে আছে ডিজিজিআই কলকাতা জোনাল ইউনিট এবং ডিজিজিআই (এসএনইউ) ইস্ট। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ডিজিজিআই ২৪২.৪৭ কোটি টাকার ভুয়ো আইটিসি-র ৩২টি মামলা দায়ের করে যার মধ্যে ১৬.৫৯ কোটি টাকা উদ্ধার করা গেছে এবং ঐ মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ বছরে চার মাসের কম সময়ে জাল ইনভয়েসের চারটি সিন্ডিকেট চক্রের ঘটনা ফাঁস করা হয়েছে। খোঁজ পাওয়া গেছে ৫৩৫ কোটি টাকার। ১৫৬টি ভুয়ো কোম্পানি এর সঙ্গে জড়িত ছিল। মূল পান্ডা পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিজিজিআই এই ধরনের সিন্ডিকেট এবং তাদের পান্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে যারা জাল বিলের মাধ্যমে জিএসটি প্রশাসনকে ধোঁকা দিচ্ছে। জাল আইটিসি কান্ড সম্পর্কে যাঁরা তথ্য দেবেন তাঁদের উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে সিবিআইসি-র নির্দেশিকা মেনে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সীতা প্রয়াত, শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপন মোদীর

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ১২ জুলাইঃ প্রয়াত হয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল-এর স্ত্রী সীতা দাহাল। বুধবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সীতাদেবী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। সীতা দাহাল, যিনি কমিউনিস্ট পার্টি অফ নেপালের উপদেষ্টাও, বুধবার সকালে থাপাথালির নরভিক হাসপাতালে চিকিসাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁর।দীর্ঘদিন ধরে পারকিনসনিজম, ডায়াবেটিস মেলিটাস-২ এবং হাইপারটেনশন-সহ প্রোগ্রেসিভ সুপ্রানিউক্লিয়ার পালসিতে ভুগছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী সীতাদেবী। বুধবার সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিসক অধ্যাপক ডাঃ যুবরাজ শর্মা জানিযেছেন, বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হন সীতা দাহাল। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি, সকাল ৮.৩৩ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।নেপালের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার দুপুরে এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, শ্রীমতি সীতা দাহালের মৃত্যুতে দু ঃখিত। আমি প্রধানমন্ত্রীকে আমার আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি এবং বিদেহী আত্মার চির শান্তি কামনা করচি। ওম শান্তি।

কাছাড়ে আসাম রাইফেলসের অভিযানে উদ্ধার ২ কোটি টাকার হেরোইন, গ্রেফতার চার

শিলচর (অসম), ১২ জুলাইঃদক্ষিণ অসমের কাছাড়ে আসাম রাইফেলসের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইন। হেরোইন পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে চারজনকে।আজ বুধবার এ খবর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন আসাম রাইফেলস-এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। দাবি, মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের আরেক সাফল্য। গতকাল আগরতলা সেক্টর-এর আসাম রাইফেলসের শ্রীকোণা ব্যাটালিয়ন কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমা থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার হেরোইনের ২৪টি সাবান কেস উদ্ধার করেছে।বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, গত সোমবারও চার ব্যক্তিকে মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ওই সব চোরাকারবারি মণিপুর থেকে অসমে মাদক পাচার করার চেষ্টা করছিল। উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্য এবং আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনি প্রক্রিযার জন্য রাজস্ব গোয়েন্দা অধিকরণে হস্তান্তর করা হযেছে, বিবৃতিতে যোগ করা হযেছে।গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলের কাছাকাছি থাকায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদক পাচার উদ্বেগের একটি প্রধান কারণ। আসাম রাইফেলস 'উত্তরপূর্বের সেন্টিনেল' হিসাবে যথাযথভাবে নামকরণকৃ মাদক-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মাদকই এই অঞ্চলে জঙ্গি কার্যকলাপকে উসাহিত করছে। তাই আসাম রাইফেলস মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, বলা হয়েছে বিবৃতিতে।

একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা চালুর পরিকল্পনা বিভিন্ন আইআইটি-র

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃভারতের বিভিন্ন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) একটি একক জাতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক ছাত্রদের ভর্তি করার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করছে। এটি এ ব্যাপারে চালু দুই-পরীক্ষা পদ্ধতিকে প্রতিস্থাপন করবে।সূত্রের খবর, আইআইটি ভুবনেশ্বরে আইআইটি কাউন্সিলের একটি বৈঠকের পর, প্রতিষ্ঠানগুলির শীর্ষ সংস্থা, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। উপদেষ্টা সংস্থা ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরামের চেয়ারম্যান অনিল সহস্রবুদ্ধে আইআইটি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর) এর মত সমস্ত কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থায়িত কারিগরি প্রতিষ্ঠানের এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইআইআইটি)জন্য একটি সাধারণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য একটি উপস্থাপনা করেছেন।এখন বিভিন্ন এনআইটি এবং আইআইটি জয়েন্ট এন্ট্রান্সএক্সামিনেশন মেনের মাধ্যমে বিটেক পড়ুয়াদের ভর্তি করে। আই আইটিগুলি জেইই অ্যাডভান্সড-এর মাধ্যমে এই ভর্তির প্রক্রিয়াটি করে। এটি শুধুমাত্র শীর্ষ জেইই প্রধান পরীক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। আর, আইআইএসইআর তাদের সমন্বিত বিএস-এমএস পাঠক্রমের জন্য তাদের নিজস্ব ভর্তি পরীক্ষা করে।বর্তমানে, বিভিন্ন এনআইআইটি এবং আইআইটি জয়েন্ট্র এন্ট্রান্স এনইপি (জাতীয় শিক্ষা নীতি) এবং সারা দেশে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণের দাবির আলোকে সমস্যাটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা করছে। একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হচ্ছিল শিক্ষার্থীদের। সূত্রের খবর, সহস্রবুদ্ধের মতে, একজন শিক্ষার্থীকে বিচার করার জন্য একটি পরীক্ষাই যথেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, (বিশ্ববিদ্যালযগুলি) স্কলাস্টিক অ্যাপটিটিউড টেস্ট এবং গ্র্যাজুযেট রেকর্ড পরীক্ষার মতো সাধারণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে ছাত্রদের ভর্তি করে।সহস্রবুদ্ধে জানিয়েছেন, আমাদের নয়া প্রস্তাবিত পরীক্ষাটি বছরে বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রদের তাদের মান উন্নত করতে একাধিকবার এটি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অনেক বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এখন জেইই মেইন এর মাধ্যমে স্নাতক ছাত্রদের ভর্তি করে। যদি এটি বাস্তবে পরিণত হয় তবে কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের জন্য একক প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে তারা তা করতে পারবে।সহস্রবুদ্ধে বলেন, কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট (কুযেট)-এর বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্রগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণ স্নাতক পাঠক্রমে ছাত্রদের ভর্তি করে - ভবিষ্যতে বি টেক ভর্তির জন্য প্রস্তাবিত একক পরীক্ষার সাথে একত্রিত হতে পারে। উচ্চশিক্ষা নিযন্ত্রক ইউজিসির একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করে বলেন, অনেক শিক্ষার্থী এখন সাধারণ পাঠক্রম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমের মধ্যে তাদের বিকল্পগুলি খোলা রাখার জন্য কুয়েটের পাশাপাশি জেইই মেইন-এ বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র চান। পরীক্ষার দুটি সেট একত্রিত করলে এই শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র একবার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।২০১২ সালে, কপিল সিবাল মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা) মন্ত্রী থাকাকালীন আইআইটি কাউন্সিল আইআইটি সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় টেক স্কুলে ভর্তির জন্য জেইই মেইনকে একটি একক প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরিণত করার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। কিন্তু সে সময় সেটি রূপায়িত করা যায়নি।

রাজ্যপাল ও বিরোধী দলনেতাকে নিশানা কুণালের

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ দিলীপ ঘোষ, শান্তনু ঠাকুররা নিজেদের বুথেই পরাজিত। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সাংবাদিকদের কাছে একযোগে রাজ্যপাল ও বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম - সর্বত্রই সবুজ ঝড়। এমনকী উত্তরবঙ্গে লোকসভা ভোটে যেটুকু জমি মজবুত হয়েছিল বিজেপির, তারও অনেকটা হাতছাড়া হয়েছে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে। নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতা নিজের বুথে জয় পেলেও সামগ্রিক ফলাফলে তৃণমূলের সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারেনি বিজেপি।পঞ্চায়েত ভোট পর্বে লাগাতার অশান্তির খবর পেয়ে রাজ্যপাল কার্যত রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন। যেখানেই কেউ আক্রান্ত হচ্ছেন, সেখানেই ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। তৃণমূলের অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আবহে রাজনৈতিক নেতাদের মতো ভূমিকাতেই তাঁকে দেখেছেন রাজ্যবাসী।বারবার হিংসা প্রতিরোধ, সুষ্ঠুভাবে জনরায় গ্রহণের প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। ভোটের দিন, এমনকী ভোটের ফলপ্রকাশের দিনও তিনি ছিলেন পথে। ঘুরে দেখছিলেন পরিস্থিতি। তৃণমূল বারবার তাঁর এই ভূমিকাকে বিরোধীদের সঙ্গে তুলনা করেছিল। এবার পঞ্চায়েতের ফলাফলে বিপুল ভোটে জিতে ফের গ্রামবাংলার দখল নিতেই তাঁর পদত্যাগ দাবি করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। কুণালের দাবি, এই ফলাফল দেখার পর তাঁর উচিত, পদ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া।একইসঙ্গে কুণাল সাংবাদিকদের কাছে বিরোধী দলনেতাকেও নিশানা করেছেন। নন্দীগ্রামের পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ফলাফল উল্লেখ করে কুণাল ঘোষের শ্লেষ, ' বিধায়ক শুভেন্দু তো ' স্তরের নেতা' হয়ে গেলেন!

বাংলাদেশের আগামী দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুত জানতে চেয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল

শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) কাছে জানতে চেয়েছে সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রতিনিধি দল।রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে আজ নির্বাচন কমিশনের সাথে ইইউ প্রতিনিধি দলের বৈঠক শেষে ইসি সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ সাংবাদিকদের জানান, ' দ্বাদশ ভোটের প্রস্তুত সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। কমিশন ফেয়ারলি নির্বাচন করতে সক্ষম কিনা- তা জানতে চেয়েছেন। আমাদের জবাবে তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন।'অশোক কুমার বলেন, ' ভোটার, ভোটকেন্দ্র, পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয় ও সিসি ক্যামেরার বিষয়েও তারা জানতে চেয়েছেন। তাদের একটা টেকনিক্যাল টিম আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাদের সঙ্গে ১৮ অথবা ১৯ তারিখ বৈঠক করবেন।'পর্যবেক্ষক পাঠানোর প্রসঙ্গে অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, ' আমাদের পরিস্থিতি দেখেছে। আমাদের প্রস্তুতি দেখেছে। যত খুশি পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারবে, তাতে কোনও লিমিটেশন নাই। সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনগুলো আসলে ভালো হয়। আরও কিছু ফর্মালিটিস আছে। সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স দরকার হবে। সেক্ষেত্রে তারা যদি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক পাঠায় যতখুশি তত,তাতে কোনও আপত্তি নেই নির্বাচন কমিশনের।'তিনি জানান, ' কমিশন বলেছে, ৯১১টা নির্বাচন করেছে। সেক্ষেত্রে তারা সন্তুষ্ট। পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট। তারা আরও বিস্তারিত আলোচনা করবে।'নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কোনও কথা হয়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ' দলগুলোকে নির্বাচনে আনা নিয়ে তারা আমাদের কাছে কিছু জানতে চায়নি। তারা জানতে চেয়েছে ভোটার সংখ্যা কত।'আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ মূল্যায়ন করতে রিকার্ডো চেলেরির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ৬ সদস্যের নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল রোববার ভোরে ঢাকায় এসে পৌঁছায়। দুই সপ্তাহের সফরে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত ইইউ প্রতিনিধি দল সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন,নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে।নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে দুই সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশ সফরে এসেছে এই ইইউ'র প্রাক-নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল।

১৩-১৪ জুলাই প্যারিস সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, যাবেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীও

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর আমন্ত্রণে প্যারিস সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরকালে আগামী ১৪ জুলাই বাস্তিল ডে প্যারেডে প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রান্সের পাশাপাশি তিনি যাবেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতেও। ১৫ জুলাই আবু ধাবিতে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর।বুধবার সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, ১৩-১৫ জুলাই ফ্রান্স ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁর আমন্ত্রণে ১৪ জুলাই বাস্তিল ডে প্যারেড অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বাস্তিল ডে প্যারেডে ভারতের তিন-বাহিনী কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন। এরপর ১৫ জুলাই আবু ধাবিতে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

উত্তর-পূর্ব দিল্লি হিংসাঃপাঁচটি মামলাতেই জামিন পেলেন প্রাক্তন আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেন

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ উত্তর-পূর্ব দিল্লি হিংসা মামলায় দিল্লি হাইকোর্ট স্বস্তি দিল আম আদমি পার্টি (আপ)-র প্রাক্তন কাউন্সিলর তাহির হুসেনকে। বুধবার তাহির হুসেনকে পাঁচটি মামলাতেই জামিন দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। উত্তর-পূর্ব দিল্লি হিংসা মামলায় তাহির হুসেনের বিরুদ্ধে ২০২০ সালে দিল্লির দয়াল পুর থানায় সমস্ত মামলা দায়ের হযেছিল।দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার প্রাক্তন আপ কাউন্সিলর তাহির হুসেনকে ২০২০ সালের উত্তর-পূর্ব দিল্লি দাঙ্গা সম্পর্কিত পাঁচটি মামলায় জামিন প্রদান করেছে। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনীশ দয়ালের সমন্বয়ে গঠিত একক বিচারকের বেঞ্চ তাহির হুসেনকে জামিন দিয়েছে। বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে হাইকোর্ট।হুসেনকে হেফাজতে রাখা হবে, কারণ তার বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের বৃহত্তর ষড়যন্ত্র মামলা-সহ অন্যান্য মামলা রয়েছে। যেখানে তাকে কঠোর বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের অধীনে মামলা করা হয়েছে।

উধমপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত ৪ অমরনাথ পুণ্যার্থী, জখম চালকও

জম্মু, ১২ জুলাই ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন অমরনাথ পুণ্যার্থী। জখম হয়েছেন ওই গাড়ির চালকও। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, উধমপুর জেলার সানরোলির কাছে গাড়ির চালক নিযন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এরপর গাড়িটি ডিভাইডারে মারে।ওই গাড়িতে ৪ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী ছিলেন, দুর্ঘটনায় ওই ৪ জন আহত হয়েছেন এবং গাড়ির চালকও চোট পেয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের চোট খুব বেশি নয় বলেই জানা গিয়েছে।

কৃষক সংগঠনের সদস্যদের ওপর লাঠিচার্জ পুলিশের, ধুন্ধুমার পরিস্থিতি পাটনায়

পাটনা, ১২ জুলাই ঃ নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে বিহার বিধানসভার দিকে যাচ্ছিলেন কৃষক সংগঠনের সদস্যরা। কিন্তু, তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। পরে সকলকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। বুধবারের এই ঘটনায় ধুন্ধুমার পরিস্থিতি বিহারের রাজধানী পাটনায়। এসডিএম (পাটনা) শ্রীকান্ত খান্ডেকার বলেছেন, এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়েছিল, তাই বাধ্য হয়েই তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে হয়েছে আমাদের। সিআরপিসি ১৪৪ ধারা কার্যকর রয়েছে, কেউ বিধানসভার আশেপাশে কোনও ধরনের প্রতিবাদ করতে পারবে না।এসডিএম (পাটনা) শ্রীকান্ত খান্ডেকার আরও বলেছেন, প্রতিবাদের জন্য গর্দানীবাগের প্রতিবাদস্থল নির্ধারণ করা হযেছে। তাঁদের গর্দানিবাগে যাওযার অনুমতি দেওয়া হযেছে। তবুও, তাঁরা এখানে জড়ো হযেছিলেন... সিআরপিসি ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করায় ৪-৫ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে...তাঁরা এখন চলে গিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

সাংবাদিক উপল বরাকে নিগ্রহের ঘটনায় উদ্বিগ্ন জুয়া ও বিইউএসএস, দোষীদের শাস্তির দাবি

গুয়াহাটি, ১২ জুলাই ঃ গুয়াহাটির অন্যতম প্রথমসারির নিউজ চ্যানেল প্রাগ নিউজ-এর আপার আসামের বুরো চিফ উপল বরাকে গত সোমবার যোরহাটে সংবাদ প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ের সামনে কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রমণের ঘটনায় জার্নালিস্ট ইউনিয়ন অব আসাম (জুয়া) এবং বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থা (বিইউএসএস)-র সভাপতি হারাণ দে তীব্র নিন্দা করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।জুয়া-র সভানেত্রী সামিম সুলতানা আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক ধনজিকুমার দাস এক যৌথ বিবৃতিতে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি দিতে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি দাবি জানিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তাঁরা অসমে যেভাবে একের পর এক সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, তা রোধ করতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হযেছে।বরাক উপত্যকা সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি হারাণ দেও বিবৃতিতে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনিও রাজ্যে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দিতে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩জুলাইঃবুধবার, ২৭ আষাঢ় মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩জুলাই ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৭ আষাঢ়মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ আষাঢ় মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৭ আষাঢ়মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৪শতকরা এবং ৪৩শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার। জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে।
বৃষভ রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। যারা নিজের ঘনিষ্ঠজন বা আত্মীযদের সাথে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন তাদের আজ খুব সতর্ক থাকা দরকার।
মিথুন রাশিঃযদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।শুভদিন
কর্কট রাশিঃকেউ আপনার মেজাজ বিপর্যস্ত করতে পারে কিন্তু এই বিরক্তিগুলিকে আপনার নাগালে আসতে দেবেন না। এই অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগগুলি আপনার শরীরে হীন প্রভাব আনতে পারে এবং ত্বকের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।
সিংহ রাশিঃএকটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্ত্বাবধান করবে।
কন্যা রাশিঃপরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে একলা এবং একাকীত্বের অনুভূতি
তুলা রাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।
বৃশ্চিক রাশিঃব্যবসায় সাফল্য। সংসারে শান্তি হতে পারে আজ।
ধনু রাশিঃপ্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। সংসারে শান্তি হবে
মকর রাশিঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তা হবে।
কুম্ভ রাশিঃনিজের মত জানাতে দ্বিধা করবেন না। আত্মবিশ্বাসের অভাব আপনার পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয় ব। বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে।
মীন রাশিঃনিজেরআপনার ঘরে অতিথি সমাগম একটি আনন্দময় এবং চমকার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে সুবিধাজনক করবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে হুগলি জেলার ৯ নং জেলা পরিষদ আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থী ডঃ সুবীর মুখার্জী শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের হাত থেকে বিজয়ীর সংশাপত্র গ্রহন করলেন। নিজস্ব চিত্র।

রায়দিঘিতে তৃণমূল কর্মী খুন, বিজেপির দিকে আঙুল শাসকদলের

রায়দিঘি, ১২ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘিতে খুন হলেন এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। রায়দিঘি থানার কাশীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাশা এলাকার ১০৫ নম্বর বুথের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী বিপ্লব হালদারকে (৪০) কুপিয়ে খুন করে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার ভোরে সেই দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কাশীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এ বার দখল করেছে বিজেপি। এই ঘটনায় অভিযোগের তিরও বিজেপির দিকেই। পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে বারেবারে অশান্ত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত, হিংসা-হানাহানিতে প্রাণ হারিয়েছেন কয়েকজন। এবার রায়দিঘিতে খুন হলেন শাসকদলের এক কর্মী। বছর ৩৫-এর এই তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদে ৮৫ আসনের মধ্যে ৮৪টিতেই জয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নিজেদের আদিপত্য বজায় রাখল শাসক দল। এই জেলায় জেলা পরিষদের মোট ৮৫টি আসনের মধ্যে ৮৪টিতেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। মাত্র একটি আসনে জয় পেয়েছে আইএসএফ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলেই থেকে গেল। শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা নয়, একের পর এক জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে চলে যাচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমানে জেলা পরিষদও দখলে রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। এই জেলার জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য। ১৮টি আসনের সব ক'টিতেই শাসকদল জয় পেয়েছে। এ ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯৭১টি আসন এবং পঞ্চায়েত সমিতিতে ১৬৫টি আসনে জয় পেয়েছে তৃণমূল। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা পরিষদও তৃণমূলের দখলে। এই জেলায় মোট জেলা পরিষদের সংখ্যা ২১। সব ক'টিতেই নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে শাসকদল। দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা পরিষদ বিরোধীশূন্য। এ ছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতির ১৮৭টি আসনের মধ্যে ১৬৪টিতে তৃণমূল জয় পেয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩০৮টি আসনের মধ্যে ৮৭১টিতে জয়ী তৃণমূল।

ভোট গণনার পরের দিনেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সাক্ষী থাকল আরামবাগ

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১২ জুলাই ঃ ভোট গণনার পরের দিনেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সাক্ষী থাকল আরামবাগ। চলল গুলি, ফাটল মাথা, ভাঙল বর্ষীয়ান নেতার গাড়ি। এবার অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের মলয়পুরের পূর্ব পাড়ায়। জানা গিয়েছে, এদিন আরামবাগের মলয়পুর এক নম্বর অঞ্চলের মলয়পুর গ্রামের তৃণমূল প্রার্থী শ্যামসুন্দর গোয়ালের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বেধড়ক মারধর করে ও তাঁর বাবা নিমাই গোয়ালকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা অভিযোগ এমনই। এমনকি মাথা দিয়ে অঝোরে রক্ত বের হওয়ায় চিকিৎসা না করাতে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। বাড়িতেই কোনওরকমে তিনি বসেছিলেন মাথায় কাপড় বেঁধে। এই খবর জানতে পেরে আরামবাগের তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী তড়িঘড়ি গাড়ি নিয়ে মলয়পুরের পূর্বপাড়া যান। তৃণমূল নেতার গাড়িকে লক্ষ্য করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা প্রথমে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তারপরই বিজেপি কর্মী সমর্থকরা গাড়ি ভাঙচুর করে। সেখান থেকে কোনওরকমে তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী ও তাঁর গাড়ির ড্রাইভার পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। তারপর তৃণমূল অনুগামীরা ওই এলাকায় গেলে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কোনওরকমে গুরুতর আহত শ্যাম সুন্দরের বাবাকে গাড়ি করে নিয়ে এসে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই বিষয়ে গুরুতর আহত তৃণমূল প্রার্থীর বাবা নিমাই গোয়াল বলেন, 'পিছন থেকে লাঠি না রড দিয়ে মারল বুঝতে পারিনি। ছেলে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিল বলে মারধর করে। ১৫ - ১৬ জন মিলে মারধর করে'। অপরদিকে আরামবাগের তৃণমূল নেতা স্বপন নন্দী বলেন, 'আমাদের তৃণমূল প্রার্থীর বাবাকে মারধরের খবর পাই। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধা দেয় বিজেপি। তাই তাঁকে উদ্ধার করে আনার সময় বিজেপির কর্মীরা আমার গাড়ি ভাঙচুর করে। উদ্ধার করে আহতকে হাসপাতালে ভর্তি। আমি গাড়ির ভিতরে ছিলাম। রড, বন্দুক, লাঠি বাঁশ দিয়ে আক্রমণ করা হয়'। অন্যদিকে আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'সন্ত্রাসের বাতাবরনে ভোট হয়েছে। আরামবাগেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আজকের ঘটনার সঙ্গে আমাদের দলের কোনও সম্পর্ক নেই। সম্পুর্ন ভাবে মানুষের প্রতিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে'। স্বপন নন্দীর গাড়ি ভাঙচুর প্রসঙ্গে বলেন, 'কি হয়েছে জানি না।

শিক্ষক পদে বাংলাদেশি নাগরিককে নিয়োগ কেন, সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ নথি জাল করা এক বাংলাদেশি নাগরিককে চাকরি দেওয়া হয়েছে, এমনই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই সংক্রান্ত মামলায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ১৪ সেপ্টেম্বর মধ্যে এনিয়ে সিআইডি, ডিআইজিকে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অভিযোগ ছিল, বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে নাগরিকত্ব ও স্কুল পাশের শংসাপত্রের নথি জাল করে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে চাকরি করছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা উৎপল মণ্ডল। আইনজীবী সৌমেন দত্ত ও সব্যসাচী ভট্টাচার্যের সওয়ালের ভিত্তিতে কর্মরত ওই বিতর্কিত শিক্ষকের বেতন বন্ধের পাশাপাশি, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক যাতে স্কুলে ঢুকতে না পারেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্কুল পরিদর্শককে, তাও নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। মঙ্গলবার সেই নির্দেশই বহাল রাখল আদালত।

হুগলিতে তৃণমূলের ঝড়ে উড়ে গেল বিরোধীরা জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতিতে

বনস্পতি দে, হুগলি, ১২ জুলাই ঃ হুগলি জেলা জুড়ে সবুজ ঝড়। গ্রাম দখলের লড়াইয়ে. বিরোধীদেরদের অনেকটাই পেছনে ফেলে জয় লাভ করেছে তৃণমূল। তবে জেলার বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে নজর কাড়ার মত ফল করেছে বিরোধীরা। জেলা পরিষদের ৫৩ টি আসনের মধ্যে ২টি হাত ছাড়া হয়েছে শাসক দলের। একটি পঞ্চায়েত সমিতি ও পেয়েছে বিরোধীরা। ১৮ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মত ফল করতে পারেনি শাসক দল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৭ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ১৮৯ টি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি। ৯ টি আসন পেয়ে তার পরেই রয়েছে বামেরা। তাদের আসন সংখ্যা ৩। বাকি ৬ টি আসন ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি ১৮

টির মধ্যে ১৭ টি নিজেদের দখলে রেখেছে শাসক দল। তবে একটি সমিতি দখল করতে পেরেছে বিজেপি। জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে থাকলেও ৫৩ টি আসনের মধ্যে ২ টি আসন নেই তাদের হাতে। ১৮ এর পঞ্চায়েতে ৫৩ টির মধ্যে ৫৩ টি আসনে দখলে ছিল শাসক দলের। তবে এইবারে দুটি আসনে জয়লাভ করেছে বিজেপি। গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফলে অক্সিজেন পেয়েছে বামেরা। পন্ডুয়ায় একটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে করেছে লাল পার্টি। অন্যদিকে জেলার রাজনীতিতে উত্থান করেছে আইএসএফ ও। হুগলির রিষড়া থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনের ৩ টি তে জয় লাভ করেছে সেকুলার ফ্রন্ট। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিত ও জেলা পরিষদ সব জায়গাতেই মানুষ মমতা বদ্যোপাধ্যায় উন্নয়নের শরিক হয়েছেন। রাজ্যের মত জেলা জুড়ে সবুজ ঝড় অব্যাহত। ব্যালট গোনা চললো দুই দিন ধরে

ফের অশান্ত ভাঙড় পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, মৃত্যু এক আইএসএফ কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ১২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের ফলপ্রকাশের রাতেও অশান্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। মঙ্গলবার গভীর রাতে পঞ্চায়েত ভোট গণনার শেষ পর্বে কাঁঠালিয়া স্কুলে গণনা কেন্দ্রের সামনেই বোমাবাজি হয়, চলে গুলিও। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় এক আইএসএফ কর্মীর। গুরুতর আহত আরও এক আইএসএফ কর্মী। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে জড়ালেন আইএসএফ কর্মীরা। অভিযোগ, পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা নিয়ে হামলা করেন কয়েক জন আইএসএফ কর্মী। গন্ডগোলে পুলিশের পদস্থ কর্তা আহত হয়েছেন বলে খবর। পাশাপাশি আইএসএফের কয়েক জন কর্মীও জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বোমার আঘাতে জখম হয়েছন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টার মাকসুদ হাসান। গুলি লেগেছে তাঁর দেহরক্ষীর পায়ে। অভিযোগ, জেলা পরিষদের আসনে আইএসএফ এগিয়ে থাকায় পুনর্গণনার দাবি জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। এই নিয়ে গন্ডগোল চরমে ওঠে। সেইসময় গণনা কেন্দ্রে ছিলেন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম ও তাঁর ছেলে হাকিমুল। এর মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় আইএসএফ কর্মীদের। শুরু হয় বোমাবাজি। জমায়েত ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছোড়ে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে এক আইএসএফ কর্মীর। বুধবার সকালে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে যান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সিদ্ধিনাথ গুপ্ত।

জয়নগরে তৃনমূলের বিপুল জয়ের পরেও পথের কাঁটা হয়ে থাকলো নির্দলেরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,১২ জুলাই ঃ এবারের পঞ্চায়েত ভোটে শাসক তৃণমুল কংগ্রেসের পক্ষে আসলেও বিরোধী দলের ঝুলিতেও বহু আসন গিয়েছে।আর জয়নগরের

দুটি ব্লকে তৃনমূলের কাঁটা ছিলো এবারে বিক্ষুব্ধ তৃনমূল নির্দল।এবারে জয়নগরের বেশির ভাগ ক্ষেএে তৃনমূলের জয় আটকে জয়ী হয়েছে এই নির্দল।জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু ক্ষেএ পঞ্চায়েতে এই বিক্ষুব্ধ নির্দলের কাছে তৃণমূলের প্রধান, উপপ্রধান পরাজিত হয়।একই ভাবে উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান পরাজিত হন নির্দলের কাছে।শ্রীপুরের প্রধান ও উপপ্রধান পরাজিত হন। জয়নগর ১ নং ব্লকের ১২ টি পঞ্চায়েতের ১০ টিতেই একক ভাবে ক্ষমতা পেয়েছে তৃনমুল।বহড়ু ও শ্রীপুর ত্রিশংকু হয়েছে।এই ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ৩৬ টি আসনের মধ্যে ৩১ টি তৃনমুল ও ৪ টি বিজেপি ও ১ টি নির্দল পেয়েছে।জেলা পরিষদের তিনটি আসনই তৃনমূলের দখলে গেছে। আবার জয়নগর ২ নং ব্লকের ১০ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯ টিতেই তৃনমূলের দখলে এবং মায়াহাউড়ি পঞ্চায়েত ত্রিশংকু হয়েছে।পঞ্চায়েত সমিতির ৩০ টি আসনের মধ্যে ২৯ টি তৃনমুল ও ১ টি বিজেপির দখলে গেছে।জেলা পরিষদের তিনটি আসনই তৃনমুল কংগ্রেসের ঝুলিতে গেছে।এবারে জয়নগর ১ নং ব্লকের বহরু ক্ষেএ পঞ্চায়েতে ১৬ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ৭ টি,নির্দল ৭ টি ও বিজেপি ২ টি আসন পায়।বামুনগাছি পঞ্চায়েতের ২৪ টি আসনের মধ্যে ২২ টি তৃনমুল, ১ টি বিজেপি ও ১ টি নির্দল আসন পায়।চালতাবেড়িয়া পঞ্চায়েতের ১৮ টি আসনের মধ্যে ১৩ টি তৃনমুল, ২ টি সিপিআইএম, ২ টি বিজেপি ও ১ টি নির্দল পায়।দক্ষিন বারাশত পঞ্চায়েতের ২৮ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ২৬টি, সিপিআইএম ও এস ইউ সি আই ১ টি আসন পায়।ঢোষা চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের ২৮ টি আসনের মধ্যে ১৮ টি তৃনমুল, ৬ টি বিজেপি, ২ টি সিপিআইএম ও ১ টি করে নির্দল ও এস ইউ সি আই পায়।হরিনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের ২১ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১২ টি, বিজেপি ৬ টি,সিপিআইএম ২ টি ও নির্দল ১ টি আসন পায়।জাঙ্গালিয়া পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১০ টি,বিজেপি ৪,সিপিআইএম ১,নির্দল ১টি আসন পায়।খাকুড়দহ পঞ্চায়েতের ১৮ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১৭ ও সিপিএম ১ টি আসন পায়। নারায়নীতল্লা পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১৪ ও নির্দল ১ টি আসন পায়।রাজাপুর করাবেগ পঞ্চায়েতের ২৩ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১৪, বিজেপি ৪,নির্দল ৩,এস ইউ সি আই ২ টি আসন পায়।শ্রীপুর পঞ্চায়েতের ১৯ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ৮,বিজেপি ৮, কংগ্রেস, নির্দল ও অন্যান্যরা ১ টি করে আসন পায় এবং উত্তর দূর্গাপুর পঞ্চায়েতের ২১ টি আসনের মধ্যে তৃনমুল ১৫, কংগ্রেস ২,নির্দল ও এস ইউ সি আই ২ টি করে আসন পায়।

ব্যাগে তাজা বোমা, নিউটাউনে সিপিএম-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১২ জুলাই ঃ বাজারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। পঞ্চায়েত ভোটের ফলপ্রকাশের ঠিক পরদিনই এই বোমা উদ্ধার ঘিরে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিল নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরে। বুধবার সকালে নতুন পল্লির সাহা মার্কেটের কাছে একটি ঝোপের মধ্যে পড়েছিল বাজার করার একটি ব্যাগ। দেখা যায়, ব্যাগের ভিতরে তাজা বোমা! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন থানার পুলিশ। বম্ব স্কোয়াডকেও খবর দেওয়া হয়। এ নিয়ে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের পাশাপাশি তৃণমূল-সিপিএমের মধ্যে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন জ্যাংড়া-হাতিয়াড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি ক্লাবের ২৬৬ ও ২৬৭ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণ চলছিল। সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার বাসিন্দারা বুথে ভাঙচুর করে ব্যালট বাক্স ফেলে দেন বলে অভিযোগ। এরপরেই পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। সোমবার সেখানে ফের ভোটগ্রহণ হয়, মঙ্গলবার গণনা ও তারপর বুধবার সকালে বুথের কিছুটা দূরেই উদ্ধার তাজা বোমা। সিপিএম নেতা পরিমল মিস্ত্রির অভিযোগ, পুনর্নির্বাচনের দিন প্রচুর তৃণমূল আশ্রিত বহিরাগত জমায়েত করেছিল। পুরো এলাকায় ঘিরে রেখেছিল তারা। অভিযোগ, তাঁরাই এই কাজ করেছে। সিপিএমের তরফ থেকে এলাকাবাসীদের অনুরোধ করা হয় যে নিজেদের বাড়ির আশেপাশে খুঁজে দেখুন কোথাও বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে আছে কিনা। অন্যদিকে, তৃণমূলের পাল্টা অভিযোগ সিপিআইএম বিজেপি এই কাজ করেছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই।

নওশাদের হাইকোর্ট স্বস্তি, বিধায়ককে রক্ষাকবচ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে ধর্ষণের মামলা। সেই মামলায় আগাম জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আইএসএফ বিধায়ক। সেই মামলাতেই বুধবার নওশাদকে রক্ষাকবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার শুনানির পর এই নির্দেশ বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাসের ডিভিশন বেঞ্চের। সূত্রের খবর, এই মামলায় আপাতত ১৮ জুলাই পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না বলে বুধবার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। তাঁকে এখন গ্রেফতারও করা যাবে না। বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাস ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। নওশাদকে আপাতত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ আছে নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে। যদিও তাঁর তরফে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছে।

লেভেল ক্রসিংয়ে ত্রুটি, দমদমে ট্রেন চলাচলে ব্যাপক দেরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ লেভেল ক্রসিংয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি। ব্যাপক সমস্যা দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। বুধবার শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ, বসিরহাট শাখায় অত্যন্ত বিলম্বিত হল ট্রেন চলাচল। বুধবার সকাল ১০টা থেকে এই সমস্যা শুরু হয়েছে। দুপুর গড়িয়েও সমস্যার সমাধান হয়নি। অফিসের ব্যস্ত সময়ে এত দেরিতে ট্রেন চলায় খুব সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। বুধবার সকাল প্রায় ১০টায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে লেভেল ক্রসিংটি খারাপ হয়ে যায়। যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে রেলকর্মীদের হাতে কাজ করতে হয়। যার জেরে কাজে অত্যন্ত দেরি হয়। ট্রেন চলাচল কার্যত থমকে যায়। বিভিন্ন স্টেশনে একের পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। শিয়ালদহ-বনগাঁ, শিয়ালদহ-বসিরহাট শাখার আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। নিত্যযাত্রীরা সময়মতো ট্রেন না পেয়ে অসুবিধায় পড়েন। যন্ত্রের বদলে হাতে লেভেল ক্রসিংয়ের কাজ করায় রেলকর্মীরাও আচমকা সমস্যার মধ্যে পড়েন। শুধু ট্রেন চলাচল নয়, এভাবে লেভেল ক্রসিং খোলা-বন্ধ করায় রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচলেও সমস্যা হয়। যানজটে আটকে পড়ে বহু গাড়ি। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে লেভেল ক্রসিংয়ে যান্ত্রিক ত্রুটি সারানো সময়সাপেক্ষ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় দমদম ক্যান্টনমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। সেখানে যান্ত্রিক ত্রুটি হলে একাধিক দিক থেকে যাতায়াতে সমস্যা হওয়াই স্বাভাবিক।

হাওড়ায় ২০১৮-র থেকেও ভালো ফল শাসক দলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ জুলাই ঃ হাওড়ায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে অতীতের থেকেও এবার ভালো ফল করলো রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। শাসক দল একক আধিপত্য নিয়েই এবার জেলা পরিষদের ৪২টি আসনের সবকটিই দখল করেছে। ফলে জেলা পরিষদ বিরোধী শূন্য হয়েছে। ২০১৮ এর নির্বাচনে ৪০ আসনের জেলা পরিষদে ৩৯টি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এবার জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা বেড়ে হয় ৪২। ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে সবকটি আসনেই জয়লাভ করেছে তৃণমূল। সেখানে বিরোধীরা একটি আসনও জিততে পারেনি। জেলা পরিষদের বিদায়ী বোর্ডের সভাধিপতি কাবেরি দাস এবং সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য জয়ী হয়েছেন। বালি জগাছা ব্লক থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক তুষার ঘোষ। বালি জগাছা ব্লক থেকে জয়ী হয়েছেন। এর পাশাপাশি ২০১৮ এর পর এবারেও হাওড়া জেলার ১৪টি পঞ্চায়েত সমিতির সবগুলিই গেছে তৃণমূলের দখলে। সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৪৭০টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেয়েছে ৪৫৭টি আসন। এছাড়া বিজেপি ৭টি, সিপিএম ১টি, কংগ্রেস ২টি, নির্দল ২টি এবং অন্যান্যরা ১টি আসন পেয়েছে। হাওড়া জেলার ১৫৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৫২টিতে একাই জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ১টি পঞ্চায়েত পেয়েছে বিজেপি। বাকি ৪টি পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩,১০২টি আসন। এর পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। ২০১৮ এর তুলনায় ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবার বেশি জিতেছে তৃণমূল। সেক্ষেত্রে অনেকগুলো পঞ্চায়েতই হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির।

ছাত্র ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীদের ফিস বৃদ্ধি করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ রাজ্য সরকার বিভিন্ন সরকারি এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র ছাত্রী ও পরীক্ষার্থীদের ফিস বৃদ্ধি করেছে। রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে ছাত্রছাত্রীদের নাম নথিভুক্তকরন, কেন্দ্র পরিবর্তন, লেট ফিস সহ সব ক্ষেত্রেই ফিস তিন থেকে দশগুন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়েছে। আগামী কুড়ি তারিখ থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর করা হবে।

বহড়ু থেকে মারপিটের অভিযোগে ধৃত এক বুধবার

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ জুলাই ঃ জমি জমা নিয়ে মারপিটের অভিযোগে বহরু থেকে ধৃত একজনকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।মঙ্গলবার জয়নগর থানার বহরুর উত্তর মিঠানি এলাকায় জমি জমা নিয়ে বচসা ও পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়েরের পরে ওদিন রাতেই বহড়ুর উত্তর মিঠানির বাড়ি থেকে চয়ন মন্ডল নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ । ধৃতকে বুধবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

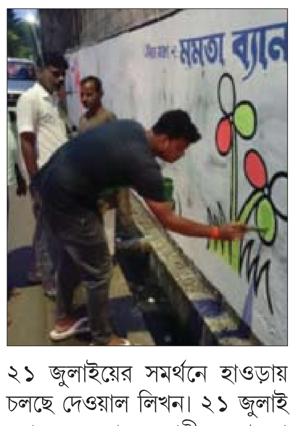

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে হাওড়ায় চলছে দেওয়াল লিখন। ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশ উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতে দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের আন্দুল রোডে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজনে এক দেওয়াল লিখন কর্মসূচি নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রিতম দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও যুব কর্মীরা।

গোঘাটে চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হল অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর বলে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ১২ জুলাই ঃ রোগীকে নিয়ে বাড়ির লোকজন হাসপাতালের এমারজেন্সি গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চিৎকার করে 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকছেন রোগীর আত্মীয় পরিজনের কিন্তু কোনও ডাক্তার থেকে শুরু করে হাসপাতালের কর্মীদের কোনও সাড়াশব্দ নেই। অভিযোগ, চিকিৎসার গাফিলতিতেই মৃত্যু হল অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর। এমনটাই অভিযোগ হুগলি জেলার গোঘাট এক নম্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম ফিরোজা বেগম (২৭)। বাড়ি গোঘাট থানা এলাকায়। জানা গিয়েছে, বহু ডাকাডাকির পর হাসপাতালে একজন কর্মী ঘুম থেকে উঠে এলেন তারপর এমারজেন্সির চাবি খুললেন। তখনও দেখা পাওয়া যায়নি এমারজেন্সিতে কর্তব্যরত চিকিৎসকে। যন্ত্রণায় কাতড়াতে থাকা রোগী একেবারে মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েন। কিন্তু চিকিৎসকের দেখা নেই বলে অভিযোগ। প্রায় ৩০ মিনিট পর চিকিৎসক ঘুম থেকে উঠে রোগি দেখেন। কিন্তু তখন সব শেষ। তাঁদের আরও অভিযোগ বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায় গৃহবধূটি। পেটের যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগী চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হয় গর্ভবতী মহিলার বলে অভিযোগ। যদিও বিষয়টি নিয়ে. অভিযুক্ত চিকিৎসকের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এমারজেন্সিতে ডিউটিতে ছিলেন ডাক্তার শুভ ভট্টাচার্য নামে এক চিকিৎসক। তাঁর বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগের আঙুল তোলে রোগীর আত্নীয়রা। পাশাপাশি হাসপাতালে রোগীর মৃতদেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃত ফিরোজা বেগমের আত্নীয় সাইফুল মন্ডল বলেন, 'পেটের যন্ত্রণা হওয়ায় ওঁকে গাড়ি করে এই হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিছুতেই হাসপাতালে গেট খোলেনি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর গেট খোলা হয়। বহু ডাকা ডাকি করি।' রোগীর পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে জানানো হয় আরামবাগ নিয়ে চলে যান বলে। পরে আবার গাড়ি ফিরিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে বলে। নয় মাসের গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করায় বিপত্তি হয়েছে। মৃতের কাকা নজরুল মণ্ডল বলেন, 'ডাক্তার তালা দিয়ে ঘুমাচ্ছে। বহু চেঁচামেচি করে ডাক্তার ঘুম থেকে উঠে বললেন রোগী কি মারা গিয়েছে?

আমরা আরামবাগ নিয়ে যাব বললাম। কিন্তু নিয়ে যেতে দেয়নি।' অন্যদিকে, গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ অভিজিৎ ঘোষ বলেন, 'একজন রোগী এসেছিলেন, ডাক্তারবাবু দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর পোস্টমর্টেমের জন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু রোগীর পরিবার তা মানতে চাইনি।' এমারজেন্সি গেটে চাবি দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার কাছে এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ জমা পড়লে তদন্ত করে দেখব।' সবমিলিয়ে আবারও একবার গোঘাট এক নম্বর ব্লকের স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল চিত্র ক্ষুব্ধ রোগীর পরিবারের লোকজন।

হরিপালের সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েত পেল তৃণমূল কংগ্রেস

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, ১২ জুলাই ঃ বিগত দিনে হরিপালের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষের কাছে মমতা ব্যানার্জি র উন্নয়নের জোয়ার পৌঁছে দিয়েছিলেন হরিপালের পূর্বের বিধায়ক বর্তমান মন্ত্রী বেচারাম মান্না। বর্তমানে তার ই সহধর্মিনী ডাক্তার করবি মান্না হরিপালের বিধায়িকা। বেচারাম মান্নার সাথে তাকেও হরিপালের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নে সামিল হতে দেখা গেছে। কিভাবে মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য তারা দলীয়ভাবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতেন এমনকি জনতার দরবারের মাধ্যমে তিনি সবসময় এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তাদের সুবিধা অসুবিধাগুলির খোঁজখবর নিতেন। তারই ফলস্বরূপ হরিপালের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের ঝুলিতে এসেছে। বিরোধীদের শত অপপ্রচার সত্ত্বেও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি উল্টে বিরোধীরা খড় কুটোর মত উড়ে গেছে। হরিপালের পনের টি গ্রাম পঞ্চায়েত যেমন তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছে তেমনি হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির ৪৫ টি আসন তৃণমূল কংগ্রেসের ঝুলিতে এসেছে। হরিপাল ব্লক টি চিরকালই শান্তিপূর্ণ এলাকা বলে চিহ্নিত তাই এখানে বিরোধীরা সন্ত্রাসের অভিযোগ আনতে পারেনি। তাই এখানকার মানুষ উন্নয়নকে সামনে রেখে ব্যালট বক্সে ভোট দিয়েছেন। তারা চান আগামী দিনে এই

উন্নয়নের ধারা বজায় থাকুক।

ভোটের আগে বিরোধীরা সংঘবদ্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন, এমনকি মমতা ব্যানার্জির মস্তিস্ক প্রসূত লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পটিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কিন্তু এখানকার মানুষ সমস্ত অপপ্রচারকে নস্যাৎ করে দিয়ে উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এমনকি হরিপালের ১৫টি পঞ্চায়েতের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিরোধী শূন্য বলে জানা গেছে। অন্যদিকে হরিপালের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬ টি আসনের মধ্যে একটি আসন সিপিএম প্রার্থীর কাছে মাত্র দুই ভোটে হেরে যান বিগত বোর্ডের উপপ্রধান সাইদুল মল্লিক। তার এই হেরে যাওয়ার পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কাজ করেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত। তৃণমূলের এই জয়ে সবুজ আবিরে রঙিন হয়ে এলাকার মানুষ বেরিয়ে পড়েন রাস্তায়। রাজ্যের মন্ত্রী তথা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না এই জয়ে জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২২৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ আষাঢ়, ১৪৩০

শাসক দলে জয় নিশ্চিত

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের যেখানে জয় নিশিচত ছিল সেখানে সত্যিই কি কোনও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেওয়াটা উচিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা। তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত ভোটে জিতবে এটা নিশ্চিত ছিল। তবুও কেন সন্ত্রাস সৃষ্টি হল তার জবাব কেউ দিতে পারছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন ভোট লুট করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলেও আরও বেশি করে সন্ত্রাস দেখা দিত। শাসক দল হিসাব অঙ্ক কষে বুঝতে পেরে গিয়েছিল যে তারাই এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ফলাফলের দিকে এগিয়ে থাকবে যতই বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএম প্রচার করুক না কেন। কিন্তু শাসক দল যেখানে বুঝতে পেরেছিল যে তারা পঞ্চায়েত ভোটে ফলাফলে দিক দিয়ে এগিয়ে থাকবে সেখানে সন্ত্রাসকে রাজনীতিভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটা উচিত হয়েছে। শাসক দল নেতারা বলবেন তারা সন্ত্রাস বিরোধী ছিলেন। বিরোধী দলের কর্মীরাই এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার জন্য মরিয়া হয়ে রাস্তায় লড়াই করতে নেমে ছিল। একহাতে তালি বাজে না। যেমন শাসক দলের কর্মীরা রাস্তায় নেমে লড়াই করেছে ঠিক তেমনি বিরোধী দলের কর্মীরা রাস্তায় নেমে শক্তি দেখিয়েছিল। তার ফলেই ব্যাপক সন্ত্রাস দেখতে পাওয়া গিয়েছে। রাজ্যপাল বলেছেন যে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বেশি দিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না। রাজ্য সরকারের উচিত ছিল সন্ত্রাসকে কমানোর। কিন্তু রাজ্যের শাসক দলের নেতারা এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে। যেখানে নিশ্চিত জয় সেখানে কোন শাসক দলের নেতারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করবে তা নিয়ে কথা বলা শুরু হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের রাশ তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে থাকলো। বিজেপি, সিপিএম এবং কংগ্রেস এবারে বেশ কিছু আসন লাভ করেছে। সিপিএম দল কর্মীরা যেভাবে প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল যে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম দল বেশি আসন লাভ করবে। কিন্তু কার্যত দেখতে পাওয়া গেল যে সিপিএম দল এবারে আশাতীত আসন লাভ করেনি। সিপিএম দলের সমর্থকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ভোট লুট করা হয়েছে। এবারে তৃণমূল কংগ্রেস হারতে পারে বুঝতে পেরে তারা কৌশল করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে গ্রামাঞ্চলে একটি ভীতি কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভয়ে কেউ আর প্রার্থী হতে চায়নি। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে পঞ্চায়েত বোর্ড তাদের দখলে রাখতে পেরেছে। তবুও বলতে হবে যে সিপিএম দল আগের চেয়ে বেশ ভালো ফল করেছে। এবারে সিপিএম দলের লক্ষ্য থাকবে আগামি দিনে লোকসভার নির্বাচনের দিকে। এবারে সবাই মেদিনপুরের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানকার খবর ছিল বিজেপি পঞ্চায়েত দখল করছে। পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপি ভালো ফল লাভ করলেও পূর্ব মেদিনীপুরে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসকে টেক্কা দিতে বিরোধীরা পারেনি। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে। বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে রয়েছে সিপিএম। আসলে সিপিএম দল নিজেদের দোষে সব কিছুকে হারিয়েছে। তারা যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল তাদের দাপট কম ছিল না।

আদবানি অসম্মানিত

বিজেপি দল ক্ষমতায় এসেই এমনভাবে দলের প্রাক্তন নেতা আদবানিকে কোনঠাসা করে দিল তা কিন্তু টিভির পর্দায় যারা দেখেছেন তাতে লজ্জাবোধ করবেন। সংসদে উপস্থিত হয়ে আদবানি বসার চেয়ার পর্যন্ত পাননি। তিনি কংগ্রেসের এগিয়ে দেওয়া আসনে গিয়ে বসেছিলেন। অথচ তিনি তখন বিজেপি দলের একজন নির্বাচিত সাংসদ। তাঁকে বসতে চেয়ার পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেই সব দৃশ্য লোকেরা এত সহজে ভুলে যায়নি। বিজেপি দলকে শক্তিশালী করার মূলে ছিলেন আদবানি। তিনিই বিজেপি দলকে ক্ষমতায় বসিয়ে ছিলেন বলা যেতে পারে। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধনমন্ত্রী হতে পারতেন না যদি আদবানি না থাকতেন। আসলে আদবানি আবার রাম রথযাত্রা করে বিজেপি দলকে চাঙ্গা করেছিল। সেই সময় থেকে হিন্দুত্ব নীতির ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে বিজেপি দলের নেতারা। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি আর সেই রকম নেই। পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং করোনা সংগ্রমণ সেই রাজনৈতিক অবস্থানে আর থাকছে না। ২০১১ সালের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তা আর নেই বলতে গেলে চলে। দিল্লিতে আম আদমি সরকার এসে উপস্থিত হয়েছে। পাঞ্জাবে আম আদমি দল সরকার গঠন করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শাসন করতে শুরু করেছে। ফল বিজেপির পাশে বলতে গেলে কেউই আর নেই। তবে বিজেপি দলের শক্তি রয়েছে তারা একলা চলতে পারে। মুম্বইতে শিব সেনাদলকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কর্নাটকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে গিয়েছে। উত্তর প্রদেশে বিজেপি শক্তিশালী এখনও। তার ফলে বিজেপি দল এখন সেই শক্তির ওপরে নির্ভর করে তলোয়ার ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। গুজরাতে বিজেপি সরকার রয়েছে। মোদি সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল গুজরাত এবং গুজরাতের শিল্পপতিরা। তারা আছে বলে মোদি এখনও ক্ষমতায় অটুট অবস্থান করছেন। কিন্তু মোদি যেভাবে বিরোধীরদের মুছে ফেলার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে তাঁর ভাবমূর্তিতে আঘাত লাগতে শুরু করেছে। আদানি কাণ্ড থেকে শুরু করে ললিত মোদি বা নির্বাক মোদির কথা বলা যেতেই পারে। এদের বিচার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। তারা বিলাতে বহাল তবিয়তে রয়েছে। সরকার থেকে এদেরকে আগে গ্রেফতার করারর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু তা আজকে বলতে গেলে ধামা চাপা। নোট বন্দি থেকে শুরু করে করোনার পরিযয়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা সংবাদপত্রের শিরোনামে উপস্থিত।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

ভগিনী নিবেদিতা ও তাঁর বাণী

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দেবীর কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। নিজের শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে পরাজিত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে অপশক্তিকে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তির উত্থান করতে হবে। যে শক্তি হতে উৎপত্তি সেই শক্তিকে নিজের চলার পাথেয় করতে হবে। জাগতিক শক্তির উত্থান করতে হবে। দানের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। দান করা পূণ্য কাজ। যিনি দান করেন তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে গ্রহণ করতে পারেন।

৯৩ তম জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য
বাংলার ক্রীড়া জগতে উজ্জ্বল সাংবাদিক মতি নন্দী

রবীন্দ্রকুমার শীল

খেলাধুলাকে নিয়ে যে গল্পের ছলে সংবাদ পরিবেশন করা যায় সেই পথটা দেখালেন সাংবাদিক মতি নন্দী। তিনি খেলার খবর পরিবেশন করতে গিয়ে অনুভব করেছিলেন যে শুধু খেলার জন্য সংবাদ পরিবেশন করলে সেটা পাঠকদের চোখে জনপ্রিয়তা লাভ করবে না। সেটা একেবারে জোলো হয়ে যাবে। সেই কারণে তিনি খেলার সংবাদের মধ্যে প্রাণ দিতে শুরু করলেন। সাহিত্যের রস প্রবেশ করিয়ে দিলেন খেলার সংবাদের মধ্যে। বিশ্বকাপের খেলার সংবাদ দেখতে গিয়ে সেখানকার দর্শকেরা কি করছে, কি বলছে এবং কি খাচ্ছে তার খেলায় সংবাদে পরিবেশন করা হতো। খেলোয়াড়েরা কী বলছে, কী রকম গল্পরঙ্গ রসিকতা করছে তাদের সতীর্থদের সঙ্গে সেগুলো খেলার সংবাদের মধ্যে বর্ণনা করা থাকতো। আসলে মতি নন্দী শুধু মাঠের খেলার সংবাদ পরিবেশন করে ক্ষান্ত হতে না। তিনি খেলার আশপাশে যেসব ঘটনা ঘটছে তার বর্ণনা খেলার সংবাদে মধ্যে থাকতো। তার ফলে তাঁর খেলার সংবাদ সকলের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। খেলা হচ্ছে একটি জীবনের অঙ্গ। জীবনকে বাদ দিয়ে খেলা হয় না। খেলার মধ্যে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তবেই সেই খেলার সংবাদ সমাদর লাভ করবে বলে মনে করতেন ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী।

মতি নন্দী জন্মগ্রহণ করেন ১০ জুলাই ১৯৩১ সালে কলকাতাতে। তিনি প্রয়াত হন ৩ জানুয়ারি ২০১০ সালে। ৭৮ বছরে পর্যন্ত জিনি জীবিত ছিলেন। ২০০৮ সালে তিনি লাইভ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। মতি নন্দী আনন্দবাজারে কাজ করে ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিক হয়ে। তখন অশোক সরকার এই সংবাদপত্রে সম্পাদক। তিনি মতি নন্দীকে খেলার খবর তৈরি করার জন্য বিশেষ ভাবে মনোনীত করেন। মতি নন্দী মনে করতেন খেলা খবর সংবাদ করা মতো নিরস সংবাদ আর কোথাও নেই। সেই কারণে তিনি বহু ভেবে চিন্তে খেলার সংবাদের মধ্যে সাহিত্যের রসকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। খেলার সংবাদকে একেবারে গল্পের মতো করে সাজিয়ে পাঠকদের কাছে তুলে ধরতেই পাঠকেরা তা একেবারে লুফে নিল। এমন একটি দিন গেছে মতি নন্দীর খেলার খবর না পড়তে পারলে পাঠকদের ঘুম একেবারে হতো না। সকাল বেলায় সংবাদপত্র খুললেই মতি নন্দীর খেলার খবর পাঠকদের পড়া চাই। তার জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। তিনি খেলাকে নিয়ে উপন্যাসও পর্যন্ত রচনা করেছেন। শারদীয়া দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি খেলা নিয়ে উপন্যাস রচনা করতেন পুজোর সময়ে। সেই পড়ার জন্য বাংলায় একটি পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল মতি নন্দীর। সংবাদকে কীভাবে সরস করতে হবে সেই জাদু কাঠি মতি নন্দীর কাছে ছিল। সেই কারণে তাঁর প্রতিটি খেলার সংবাদ ছিল একটি প্রাণ ভমরা। মতি নন্দীর লেখা 'কোনি' গল্পটি চলচ্চিত্র করা হয় ১৯৮৪ সালে। কোনির কাহিনীটি এই রূপ- কোনি একটি গরিব পরিবারের মেয়ে। প্রশিক্ষক ক্ষীতিশ সিনহা হচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ সুইমিং কোচ। কোনির সাঁতার দেখে প্রশিক্ষক সিনহা মনে করলেন যে কোনি হচ্ছে একজন প্রতিভাবান সাতারু। কিন্তু কোচ রাখার মতো আর্থিক অবস্থা কোনির ছিল না। কিন্তু প্রশিক্ষক কোনিকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। প্রশিক্ষক আবার নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কোনির জন্য খাবারও সংগ্রহ করে আনতেন। প্রশিক্ষকের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোনিকে জাতীয় স্তরে সেরা সাতারু করার। পরবর্তীকলে কোনি প্রথম স্থান অধিকার করে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায়। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন সরোজ দে। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীর্পনা ব্যানার্জি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধা ব্যানার্জি এবং স্বরূপ দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। সেই সময়ে এই চলচ্চিত্রে একটি কথা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল-

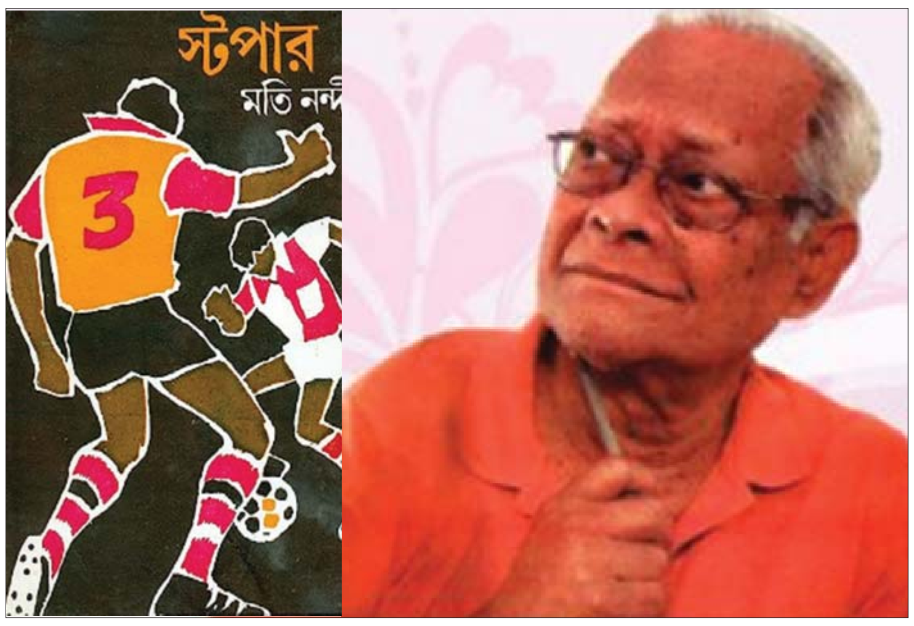

'ফাইট-কোনি-ফাইট'। এই স্লোগানটি সবার মুখে মুখে ঘুরতো। ৩২ তম জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। শ্রীপর্ণা ব্যানার্জি কোনির ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। কোচের ভূমিকায় দক্ষ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ের কোনও তুলনা হয় না। মতি নন্দী সাহিত্য জগতে প্রথম একটি উপন্যাস রচনা করে প্রবেশ করেছিলেন। সেই উপন্যাসটির নাম ছিল 'সাদা খাম'। 'দ্বিতীয় ইনিংয়ের পর' নাম দিয়ে একটি অসাধারণ উপন্যাস রচনা করেছিলেন। 'স্টপার, স্ট্রাইক, কুড়োন, দলবদলের আগে, মিনু চিনুর ট্রফি, আম্পায়ারিং, বিশ্বজোড়া বিশ্বকাপ, ক্রিকেটের অন্য কানুন, ননিদা নট আউট, তুলসী ইত্যাদি খেলাকে কেন্দ্র করে রসোত্তীর্ণ গল্প লিখে গিয়েছেন। 'কলাবতী' নামে একটি সাহিত্য চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন যা বাংলার পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯১ সালে সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৪ সালে আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। মতি নন্দীর পরিবারের সঙ্গে খেলার মাঠে পরিচয় ছিল একশো বছরের কাছাকাছি। ছোটবেলায় বড়দের হাত ধরে খেলার মাঠে যাওয়া ছিল তাঁর একটি নেশা। একেবারে পাড় মোহনবাগান সমর্থক হলেও তিনি ইস্টবেঙ্গল ভালো খেললে তারিফ করতে ভোলেন না। তার সময়ে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে উয়ারি ক্লাব থেকে শুরু করে রাজস্থান ক্লাব, এরিয়ান্স ক্লাব, মহমেডান ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল মহমেডান এবং মোহনবাগানের খেলা থাকলে চারদিন ধরে মাঠ একেবারে গমগম করতো। ঘোড়া পুলিশদের মাঠকে নিয়ন্ত্রণ করতে একেবারে কালঘাম বের হয়ে যেত। ক্লাবের সমর্থকেরা টিকিট পাওয়ার জন্য রীতিমতো মারপিঠ থেকে শুরু করে রাত জেগে লাইন দিয়ে খেলার টিকিট জোগাড় করতো। কলকাতা ময়দানে তখন ফুটবল খেলার একটি প্রাণ ছিল। সেটা হারিয়ে গেল আশির দশকের পর থেকে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সর্বকালের সেরা সচিব জে সি গুহ এবং মোহন বাগান ক্লাবের সচিব ধীরেন দে ময়দানে ফুটবল খেলায় প্রাণ এনে দিতে পেরেছিলেন। খেলার ঘোষক হিসাবে যেমন না করেছিলেন পুষ্পেন সরকার, ক্রীড়া সংবাদ জগতে প্রবেশ করে মতি নন্দী সুনাম অর্জন করেছিলেন। মতি নন্দী সাহিত্য রচনা করে প্রথম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। 'দল বদলের আগে' খেলোয়াড়দের কেনাবেচা কীভাবে হয় তা নিয়ে সরস গল্প রচনা করে গিয়েছেন। ভালো খেলোয়াড়দের লোভনীয় টাকার টোপ দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গোপন স্থানে রাখায় ব্যবস্থা করতো নামী ক্লাবগুলো। তারপরে দল বদলের দিন দলের পক্ষে নাম সই করানোর জন্য আইএফএ অফিসে দুপুর বেলায় নিয়ে এসে সেই খেলোয়াড়কে দলের পক্ষে সই করিয়ে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করতো। আইএফএ অফিসের সমানে ক্লাব সমর্থকদের ভিড়। কোন খেলোয়াড় কোন দলে নাম লেখালো তা নিয়ে আগ্রহের সীমা থাকতো না ক্লাব সমর্থকদের। তারা কেউ বা অফিস কামাই করে আইএফএ অফিসের সমানে সকাল থেকে র্ধনা দিয়ে বসে থাকতো। খেলোড়ারদের দল বদল নিয়েও একটি বড় সংবাদ থাকতো খেলার পাতায়। পাঠকেরা আগ্রহ ভরে সেই সংবাদ পাঠ করতো। ভারতের ক্রিকেট খেলা নিয়ে তিনি বহু চিন্তাভাবনা করেছিলেন। ক্রিকেটের আইন তৈরি করে একটি বইও লিখে ছিলেন। সেইগুলো আবার কোনও কোনও সময়ে সিএবি মেনে নিয়ে ছিল। ক্রিকেট খেলাকে কীভাবে সর্বাঙ্গ সুন্দর করা যেতে পারে সেই বিষয়ে তিনি বহু চিঠি লিখেছেন আইসিসিকে। তাঁর উপদেশকে গ্রহণ করার জন্য বিশ্ব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বহুবার আলোচনায় বসে ছিল। আইসিসি তাঁর ক্রিকেট নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তারিফ করে চিঠির উত্তর দিয়েছিল। ভারতের ফুটবল ফেডারেশনকে ফুটবল সংক্রান্ত উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ছিলেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। তিনি মতি নন্দীকে বরাবরই শ্রদ্ধা করতেন। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী কলকাতার জার্নালিস্ট ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, আমরা মতি নন্দীর খেলার খবর পড়ে বড় হয়েছি। তাঁর মতো এত সুন্দর খেলার সংবাদ পরিবেশন করতে আজকে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। খেলাকে কীভাবে জারক রসে নিমজ্জিত করে সরসভাবে তাকে পরিবশন করতে হবে পাঠকদের কাছে সেই জাদু তিনি অর্জন করতে পেয়েছিলেন। এটাকে বলতে পারা যেতে পারে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষমতা সবাই অর্জন করতে পারে না। তিনি ক্রীড়া জগতে কিংবদন্তি সাংবাদিক বলা যেতে পারে।

গণিতশাস্ত্রজ্ঞ কে সি নাগ

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশেষ প্রতিবেদন

কথা সাহিত্যিক শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলতেন, 'গণিতবিদ কেশবচন্দ্র নাগ হচ্ছেন গণিতশিল্পী। আমরা যেমন কথাশিল্পী হিসাবে বাংলার পাঠকদের কাছ থেকে সুনাম অর্জন করেছি। ঠিক তেমনি কেশববাবু ছাত্রদের কাছে গণিতশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। গণিতশিল্পী আখ্যাটি কেশবচন্দ্র নাগকে দিয়েছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছাত্রদের কারোর কারোর কাছে তিনি কে সি দাসের রসগোল্লার মতো মিষ্টি ছিলেন। আবার কোনও কোনও ছাত্রদের কাছে কে সি পালের ছাতার বাঁটের মতো শক্ত। কে সি নাগের অঙ্ক একটা দিকে ছিল শাস্তি। আবার সেই অঙ্কের সমাধান নিজের হাতে কষা যেন অ্যাচিভমেন্ট।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল রায়চৌধুরী বলতেন, 'কে সি নাগ সৃষ্টি না হলে বাঙালির ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান সম্পর্কে জড়তা এসে যেত। কে সি নাগের অঙ্ক ছাত্র জীবনকে শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল যার ওপর নির্ভর করে ছাত্ররা তাদের ভবিষ্যতকে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। বিদেশে বহু বাঙালি ছাত্র রয়েছে যারা কে সি নাগের বই পড়ে অঙ্ক শিখেছে। আজকে তারা জটিল অঙ্কের সমাধান করতে সক্ষম হচ্ছে কে সি নাগের অঙ্কের বই পড়ার দৌলতে। তাদের গোড়াটা

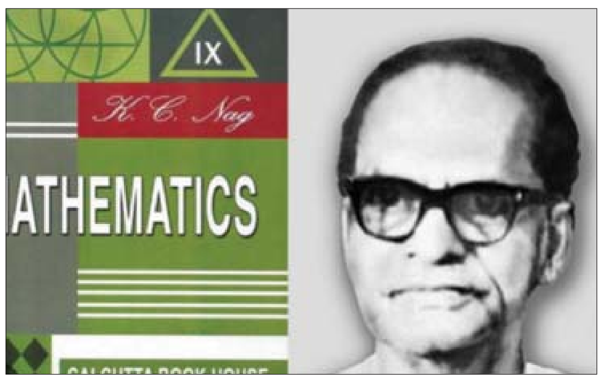

শক্ত করে দিয়ে গিয়েছিলেন কে সি নাগ। স্বামী বিবেকানন্দ যে বছর শিকাগো ধর্মসভায় বিশ্ব জয় করলেন, সেই বছরই হুগলির গুড়াপের নাগ পাড়ায় কে সি নাগের জন্ম। ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই। সেদিনটি ছিল আবার রথযাত্রা। তাঁর পিতা রঘুনাথ নাগ সন্তানের নাম রাখলেন 'কেশবচন্দ্র'। শৈশবে পিতৃহারা হলেন কেশবচন্দ্র। মাতা ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী কিশোর কেশবকে মানুষ করতে কঠিন লড়াই শুরু করলেন। গুড়াপে বেশি স্কুল তখন ছিল না। সেখানে একটি মাত্র স্কুল। নীলমনি স্কুলে ভর্তি হলেন কেশব। পরে ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলেন ভস্তারা যোগেশ্বর হাই স্কুলে। বাড়ী থেকে এই স্কুলের দূরত্ব ছিল তিন মাইল। ভোররাত থেকে হাঁটতে শুরু করতেন কিশোর কেশব স্কুলে যাওয়ার জন্য। আবার স্কুল ছুটি হলে বাড়ী ফিরতেন সূর্য তখন পশ্চিম পাটে চলে গিয়েছে। নবমশ্রেনিতে কিষেনগঞ্জ হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করলেন কলকাতার রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ১৯১২ সালে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন আইএসসি'তে।

দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রামে করতে গিয়ে তিনি যোগেশ্বর স্কুলের থার্ড মাস্টারি করতে শুরুর করলেন। কিন্তু সামান্য মাইনেতে বড় সংসার চলে না। পাশাপাশি তিনি টিউশনি করতে শুরু করলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি না হয়ে তিনি অঙ্ক, সংস্কৃত এবং কলা বিদ্যায় ভর্তি হলেন। বিএ পাশ করলেন। এরপরে কিষেনগঞ্জ স্কুলে গণিতের শিক্ষকতা করতে শুরু করলেন। মাস্টারি করেছিলেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলেও। এই সময় থেকেই তিনি গণিতের বিষয়ে ধ্যান জ্ঞান দিতে শুরু করেন। ছাত্রদের অঙ্কের ভীতি দূর করার জন্য তিনি গণিতকে আর প্রাঞ্জল করে তোলার চেষ্টায় রত থাকলেন। তাঁর পড়ানোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলায়। সাংবাদিক রবীন্দ্র কুমার শীল জানতে পারে যে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেসি নাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করতেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জি অঙ্কের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল গণিত। তিনি শিক্ষক কেশবচন্দ্র নাগকে ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউটশনে নিয়ে এলেন। সেখান থেকে প্রধান শিক্ষক হয়ে অবসর গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র।

বাংলায় গণিত চর্চার সেরা পথিকৃত

কলকাতায় এসে রসা রোডে একটি ভাড়া ঘর নিয়ে থাকতেন। পরে দক্ষিণ কলকাতায় গোবিন্দ ঘোষাল লেনে বাড়ি করেছিলেন। মিত্র স্কুলে অগ্রজ শিক্ষক ছিলেন কবি কালিদাস রায়। তাঁর বাড়িতে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসতো। সেখানে মধ্যমনি ছিলেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সাহিত্যিকদের আড্ডাখানায় কে সি নাগ উপস্থিত থাকতেন। কবি কালিদাস রায় এবং কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অঙ্কের বই রচনা করতে কে সি নাগকে উৎসাহিত করেছিলেন। এর ফলে 'ইউ এন ধর' থেকে প্রকাশিত হল 'নব পাটীগণিত'। বই প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কেশবচন্দ্র নাগ থেকে কে সি নাগ হিসাবে পরিচিতি লাভ করলেন। ক্যালকাটা বুক থেকে প্রকাশিত হল ১৯৪২ সালে 'ম্যাট্রিক ম্যাথামেটিকস'। কীভাবে অঙ্ক করলে সুবিধা হবে ছাত্রদের সেই পদ্ধতি এই বইটিতে লিখিত আছে। বিভিন্ন ভাষায় কে সি নাগের বই প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান বোর্ডের জন্য বই লিখেছিলেন তিনি। আছে ব্রেল সংস্করণও। গণিতের বইরে বহু আধ্যাত্মিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। জিতেন্দ্রলাল রায় ছিলেন তাঁর পাড়ার বন্ধু। পরে যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বিশুদ্বানন্দ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর নির্দেশ কেশববাবু খুব পালন করতেন। শ্রীশ্রী সারদা মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কে সি নাগ।

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কারাবাস বরণ করেছিলেন। পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। খেলাধূলার প্রতি তাঁর আকর্ষন ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট এবং টেনিস খেলার প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখা যায়। তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক ছিলেন। তাঁর অতি প্রিয় ছিল আইএফএ শিল্ড এর খেলাগুলি। ১৯৮৫ সালে ১ ফেব্রুয়ারি কানপুরে ভারত ইংল্যাণ্ড টেস্টে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড় মহম্মদ আজাহারউদ্দিন তৃতীয় শতরান এর ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে মস্তিকে রক্তক্ষরণ হয়। এর দুই বছর বাদে ১৯৮৭ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করলেন গণিতশাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর ছাত্রদের তালিকায় আছেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রঞ্জিত মল্লিকের মতো দিকপালরা। তাঁর বই বিক্রির টাকা চলে যায় তাঁর স্ত্রী লক্ষীমণি দেবীর ফাণ্ডে। সমাজ সেবার কাজে ও দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সেই টাকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তিনি সারা জীবন ছাত্রদের কল্যাণের জন্য জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। বইতে তিনি তাঁর নামের পাশে কোনও দিন ডিগ্রির কথা উল্লেখ করেননি। শুধু লিখতেন কে সি নাগ। চেনা বামুনের পইতে লাগে না বলে তিনি মনে করতেন। আজকের প্রচার সর্বস্ব যুগে তাঁর মতো বিরল ব্যক্তির অভাব রয়েছে।

হেরিটেজ

লালকেল্লা

দিল্লির লালকেল্লাকে সাবই রেড ফোর্ড বলেই জানে। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাচীর বেষ্টিত পুরোনা দিল্লিতে মুঘল সম্রাট সাজাহান এই দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই দুর্গটি ছিল মোঘল সম্রাজ্যের রাজধানি। ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে দিল্লি থেকে নির্বাসিত করে কলকাতাকে ভারতের রাজধানি তৈরি করে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার এই দুর্গকে সামারিক কাজে ব্যবহার করতো। এখন ভারতের সাধারণতন্ত্রের সেরা প্রতীক হিসাবে বিরাজমান। এখন থেকেই প্রতি বছর ১৫ আগস্ট এবং ২৬ জানুয়ারি ভারতের জাতীয় পতাকা ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে থাকেন। ১৬৩৮ খ্রিস্টাবে সাজাহান এই দুর্গটি নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন। নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৪৮ সালে। প্রথমে এই দুর্গাটির নাম ছিল 'কিলা-ই-মুবারক'। আর্শিবাদধন্য দুর্গ। কারণ এই দুর্গে সম্রাটের পরিবারের সদস্যরা বসবাস করতেন। দুর্গটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। দুর্গের উত্তর পূর্ব কোনের প্রাচীরে সালিমগড় নামে আর একটি দুর্গ রয়েছে। ১৫৪৬ সালে অসলম শাহ সুরি এই দুর্গাটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকলে দিল্লি থেকে আগ্রায় রাজধানি স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের পর ব্যর্থতার কারণে ১৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর লালকেল্লা পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৮ সালে ২৭ জানুয়ারি তাঁর বিচার হলে তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হয়। এরপর লালকেল্লা ব্রিটিশ সরকারের সেনাদের হাতে চলে যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজ পরাজিত হলে সেনাদের বিচার এখানেই হয়েছিল। দুর্গের দুটি দরজা। দিল্লিগেট এবং লাহোর গেট। লাহোর গেট হল প্রথম দরজা।

সম্পাদক সমীপেষু

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা কেন?

'যত মত তত পথ'-এর অপব্যাখ্যা করা ইসকনের ব্রহ্মচারী এইচজি অমোঘ লীলা প্রভুজিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে একমাসের জন্য মথুরায় পাঠানো হয়েছে। ইসকনের তরফে একথা জানানোর পরেও প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্চি, কেন তিনি এই রকম করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একাধিক বক্তব্যের যেভাবে সরাসরি বিরোধিতা করেছেন ওই ব্রহ্মচারী, তাতে বহু ভক্ত, ব্রহ্মচারী, গেরুয়াধারীরও ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। কে এই অমোঘ লীলা দাস? আজ প্রশ্ন উঠছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অত্যন্ত জনপ্রিয় এই ব্রহ্মচারী। তাঁর নানা মোটিভেশনাল ভিডিও অনেক সময়ই ট্রেন্ডিং থাকে। এহেন জনপ্রিয় এই ব্রহ্মচারী একদা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কর্পোরেট বিশ্ব ছেড়ে ঈশ্বরের সন্ধানে যোগ দেন ইসকনে। ইন্টারনেট ঘাঁটলে অবশ্য অমোঘ লীলা দাস সম্পর্কে লিখিত তথ্য খুব বেশি পাওয়া যাবে না। তবে তিনি নিজে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, একসময় এক মার্কিন সংস্থায় চাকরি করতেন ব্রহ্মচারী। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল আশিস অরোরা। বর্তমানে তার নিজস্ব ব্যাখা সাধারম মানুষ চাইছেন। তিনি তার উত্তর দিন।

অশোক ব্যানার্জি। তেঘরিয়া।

অভিমানী সুফিয়ান

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১২ জুলাই ঃ নন্দীগ্রামে দখল ধরে রেখেছে বিজেপি। একুশের বিধানসভা ভোটের পর থেকে নন্দীগ্রাম কার্যত বিজেপির দখলে চলে গিয়েছে। তারপর থেকেই সেখানে শাসক দলের অন্দরে চাপ বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটেও তার ছায়া পড়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে চাপ বাড়তে শুরু করেছে শাসক দলের উপরে। পঞ্চায়েত ভোটে মনোনয়ন জমার সময় থেকেই উত্তেজনা চড়তে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানকে নিজে জোর তরজা শুরু হয়েছিল। তাঁকেই প্রথমে টিকিট দেয়নি তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে এক প্রকার তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল নন্দীগ্রামে। প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল নেতা নিজেই। হঠাৎ করে তিনি কেন কোণঠাসা হয়ে গেলেন নন্দীগ্রামে এই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। ভোটে যথারীতি তেমন ভাল কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি তৃণমূল কংগ্রেস। নন্দীগ্রামের ১টি আসন বাদে প্রায় সবকটি কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম ছাড়েননি। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভোট করিয়েছিলেন। প্রায় সবকটি কেন্দ্রে জয়ী হয়েছে বিজেপি। নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের এই জমি ছাড়া হওয়ার নেপথ্যেই রয়েছে দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এমনই মনে করছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। সেকারণে তিনি পঞ্চায়েত ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরেই বেসুরো হয়েছেন শেখ সুফিয়ান। বুধবার তিনি এই নিয়ে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের হারের এই হারের নেপথ্যে রয়েছে দলেরই পক্ষপাতিত্ব। দলের পুরনো নেতাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি সেকারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। দলের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন শেখ সুফিয়ানের মতো নেতা। তাতে লোকসভা ভোটে আরও চাপ বাড়বে শাসক দলের তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জোড়াফুলের বাগানে পদ্মের প্রবেশ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ১২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই সবুজ আবিরে মাতলো কোচবিহার। কোচবিহারের পঞ্চায়েতের বাগানে ফুটল জোড়া ফুল। তবে এই জোড়া ফুলের বাগানে কাঁটার মত বিঁধে রইল কিছু পদ্মফুল। কোচবিহার জেলার মোট ১২৮ অঞ্চলের মধ্যে তৃণমূলের দখলে গেল ১০১টি অঞ্চল। পঞ্চায়েত সমিতির বারটি অঞ্চলের মধ্যে ১২টিতেই ফুটলো জোড়া ফুল। অপরদিকে ৩৪টি জেলা পরিষদের আসনের মধ্যে ৩২ টিতে উড়লো সবুজ আবির। জেলাজুড়ে জয়জয়কার তৃণমূল কংগ্রেসের। গোষ্ঠী কোন্দল কাটিয়ে ভালো ফলাফলে তাই উজ্জীবিত জেলা থেকে রাজ্য নেতৃত্ব। তবে জোড়া ফুলের বাগানে কোথাও যেন কাটার মত বিঁধে রইল পদ্মফুল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ২২টি অঞ্চলে দখল নিল গেরুয়া শিবির। ২০১৮ নির্বাচনে একটিমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষকাডাঙ্গায় দখল ছিল গেরুয়া শিবিরের। ১ থেকে এবার সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ালো ২২। ফলে ভালো ফল না করলেও খালি হাতে ফিরতে হয়নি গেরুয়া শিবিরকে। কোচবিহার ২ ব্লকের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২টিতে জয়লাভ করে গেরুয়া শিবির। দিনহাটা ১ ব্লকের ১৬ টিতে ৩টি যার মধ্যে ভেটাগুড়ি ১ ও ২ নং অঞ্চল রয়েছে, যা নিশীথ প্রামানিকের গড় বলে পরিচিত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভেটাগুড়ি অঞ্চলে দাঁত ফোঁটাতে পারেনি বিজেপি, তবে এবার দুটি অঞ্চল হাতছাড়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। অপরপক্ষে সন্ত্রাস কবলিত দিনহাটার ১ ব্লকের মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত ছিনিয়ে নেয় বিজেপি। যার নেপথ্যে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মূল সৈনিক অজয় রায়। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ১১টি মধ্যে সাতটিতে থাবা বসায় পদ্মফুল। তুফানগঞ্জ এক ব্লকের চারটি অঞ্চলে জয়লাভ করে বিজেপি। মাথাভাঙ্গা এক ব্লকের একটি অঞ্চলে এবং মাথাভাঙ্গা দুই ব্লকের ছটি অঞ্চল দখল নেয় বিজেপি। অপরদিকে মেখলিগঞ্জের দুটি অঞ্চল হাতছাড়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের। অর্থাৎ সবমিলিয়ে জেলাজুড়ে সবুজ ঝড়ের মাঝেই ২২টি অঞ্চল হাতছাড়া হয় শাসকদলের। যদিও পঞ্চায়েত সমিতির একটি অঞ্চলও দখল করতে সমর্থ হয়নি বিরোধীরা। জেলা পরিষদের ৩৪টি আসনের মধ্যে একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগেই জয় পায় শাসক দল, বাকি ৩৩টি আসনের মধ্যে দুটি আসন প্রথমবারের মতো দখল নেয় বিজেপি। তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের ৩২ নম্বর আসনটিতে জয়লাভ করেন বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত রাভা এবং মাথাভাঙ্গা ২ নং অঞ্চলে ৬ নং জেলা পরিষদ আসনটিতে জয়লাভ করেন বিজেপির গুরুপ্রসাদ বর্মন। বাকি সব কটি আসনে সবুজ ঝড় অব্যাহত। ২০১৮ নির্বাচনে কোচবিহারের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ জয়লাভ করেছিলেন। এবারও জেলা পরিষদের ১৭ নম্বর আসন থেকে ৩৫ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত শাসকদলের সবথেকে বেশি ভোটে জয়লাভ করেন এই আব্দুল জলিল আহমেদ। তবে পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মানুষের মধ্যে শঙ্কা ছিল হয়তো ভোট পরবর্তী হিংসায় আবারও উত্তপ্ত হবে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অংশ। তবে ফল ঘোষণার ২৪ ঘন্টা পার হতে চললেও এখনও পর্যন্ত অশান্তির খবর নেই কোচবিহারে। ফলে স্বস্তির হাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। জেলাজুড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যেভাবে বিভিন্ন দুর্নীতিকে সামনে রেখে বিরোধীরা আওয়াজ তুলছিলেন এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসেছিল সেই পরিস্থিতিতে বেশ কিছুটা ব্যাকফুটেই ছিল তৃণমূল। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর তাদের মুখে চওড়া হাসি। এরই মাঝে কিছুটা হলেও কাটার মতো বিঁধে রইল পদ্ম শিবিরের উত্থান। তবে বিরোধীরা অভিযোগ করেছেন, জেলাজুড়ে যে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট হয়েছে সেই কারণেই তৃণমূলের এই ফলাফল। যদি সমস্ত বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে স্বচ্ছ ও অবাধ ভোট সম্পন্ন হতো তাহলে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত দখলে থাকতো বিরোধীদের। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন, তার আগে একদিকে যেমন নতুন করে প্রস্তুত হওয়ার ইন্ধন পেল শাসক দল পাশাপাশি প্রথমবারের মতো পঞ্চায়েত নির্বাচনে পদ্মফুল ফুটিয়ে আগামী লোকসভায় জানান দিল বিরোধী শিবির। তবে এখনও পর্যন্ত শাসকবিরোধী কোনো শিবির বিজয় মিছিলের সংগঠিত করেনি।

খাবার ও পারিশ্রমিক চাইতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি শিক্ষকদের

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১২ জুলাই ঃ অবাধে ছাপ্পা দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল নিরাপদ স্থানে। আর নির্বাচনে গণনার পর হকের খাবার এবং পারিশ্রমিক চাইতে গিয়ে বিডিওর প্রচোনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের অমানুষিক লাঠি পেটায় জখম হলেন শিক্ষকরা। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকজন শিক্ষকের। ঘটনার প্রতিবাদের বিডিওর শাস্তির দাবিতে রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন আক্রান্ত শিক্ষকরা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের বিষ্ণুপুর রসমঞ্জরী হাইস্কুলে। ওই স্কুলে মঙ্গলবার চলছিল রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের ভোট গণনা। অভিযোগ সারাদিন খাবার ও পানীয় জল দেওয়া হয়নি গণনার কাজে যুক্ত কর্মীদের। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ গণনার কাজ শেষ করে সেইসব কর্মীরা খাবার নেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হন। পাশেই চলছিল ভোট কর্মীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার কাজ। সেই জমায়েতের মধ্যেই নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে কিছু অস্থায়ী কর্মী বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভ সামলাতে মাইকে ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ডাকা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী সাত পাঁচ না দেখে বিডিও অফিসের নির্দেশে বেধড়ক লাঠিচার্জ শুরু করে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের লাঠির আঘাতে আহত হন প্রায় কুড়ি জনেরও বেশি শিক্ষক। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। আহত শিক্ষকদের নাম ইউসুফ শেখ, সত্য প্রামাণিক সহ অনেকে। ঘটনার সুবিচার চেয়ে মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হন শিক্ষকরা। তারা রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন। শিক্ষক প্রকাশ পাটুয়া, শিবরাজ দাস বলেন, যে ঘটনা ঘটেছে সেটা নিন্দনীয়। আমরা ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। গণনার কাজে নিযুক্ত শিক্ষক বাপি বায়েন, আতিকুর রহমানরা বলেন, সকাল থেকে ছোট্ট পুপরি ঘরের মধ্যে গণনার কাজ করতে হয়েছে। জল, টিফিন ছিল অপ্রতুল। রাতে কাজ সেরে পারিশ্রমিক নিতে গিয়ে জুটলো অমানুষিক মারধর। বিডিও রাজীব পোদ্দার বলেন, আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ডাকিনি। তবে খাবারের ঘরে প্রচুর ভিড় হওয়ায় এবং বিক্ষোভ দেখানোয় দায়িত্বে থাকা কর্মীরা কেন্দ্রীয় বাহিনী ডেকেছিল। রামপুরহাট মহকুমা শাসক সাদ্দাম নাভাস বলেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরাজিত প্রার্থীর বাড়িতে হামলা ও মারধর

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ১২ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসার শিকার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী। অভিযোগ দায়ের থানায়। বিজয় মিছিলের নাম করে বাড়িতে ঢুকে অতর্কিতভাবে হামলা চালানোর অভিযোগ জয়ী বাম-কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে। যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বাম-কংগ্রেস জোট। জানা গেছে বুধবার বিকেল তিনটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের হুসেনপুর ১৬ নং বুথের বিজয়ী জোট প্রার্থী মানোয়ার আলম ও হেলি খাতুন পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী আরাধনা সরকারের বাড়ির পাশ দিয়ে বিজয় মিছিল নিয়ে যাওয়ার সময় প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ আরাধনা সরকারের বাড়িতে ঢুকে ব্যাপকহারে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। একাধিক চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও ফ্রিজ ভেঙে দেওয়া হয়। এমনকি প্রার্থী আরাধনা সরকার ও তার স্বামী অলোক পোদ্দার সহ পরিবারের সাতজনকে ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আহত অলোক পোদ্দার সহ পরিবারের সাতজনের চিকিৎসা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চলছে। অপরদিকে জয়ী জোটপ্রার্থীরা তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। জয়ী জোট প্রার্থী ও সমর্থকরা জানান, আলোক পোদ্দারের বাড়ির পাশ দিয়ে বিজয় মিছিল গেলেও তার বাড়িতে কেউ ঢুকে হামলা চালায়নি। অলোক পোদ্দার নিজেই ভাঙচুর চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। অলোক পোদ্দার নিজের হার মেনে নিতে পারছেন না বলেই মিথ্যা অভিযোগ তুলে সাধারণ মানুষকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। অলোক পোদ্দারের উঠোনে পড়ে থাকা ধারালো অস্ত্র ও পিস্তল উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

চমকে দেওয়া প্রার্থী চুমকি চমক দিতে পারলেন না ভোটের ফলে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১২ জুলাই ঃ উচ্চতা মাত্র ২ ফুট। বয়স ২৩। আর পাঁচ জন প্রার্থী থেকে অনেকটাই আলাদা চুমকি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে চেয়েছিলেন প্রশাসনে যোগ দিয়ে মানুষের সেবা করতে। এ রকম প্রার্থী চয়ণ করে চমক দিতে চেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর হেরে গেলেন। বুধবার চুমকির তাই মন খারাপ। আশা থেকেই পঞ্চায়েত ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চুমকির। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক, এক লহমায় পালটে যায় জীবন। জয়ের আশা নিয়ে গণনা কেন্দ্রে গিয়েও হতাশ হয়ে ফিরতে হয় এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সব থেকে আলোচিত প্রার্থী চুমকি ঘোষকে। বিশেষভাবে সক্ষম এই প্রার্থীকে নিয়ে জেলায় আগ্রহের অন্ত ছিল না। তারপরও মানুষের পাশে থাকতে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়েছিলেন চুমকি। কিন্তু, ৭৬ ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোৎস্না ঘোষের কাছে পরাজিত হন। ২৩ বছর বয়সী এই তরুণী হিলি থানার কনিষ্ঠ প্রার্থী ছিলেন। এমন একজনকে তৃণমূল প্রার্থী করে চমক দিয়েছিল। 'দিদি'র আদর্শকে পাথেয় করে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন হিলি গভর্নমেন্ট কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী চুমকি। বাবা চঞ্চল ঘোষ হাটের ছোট ব্যবসায়ী। মা চিত্রা ঘোষ গৃহবধূ। চুমকির এক বোন ছিল। তার বিয়ে হয়ে গেছে। পড়াশুনাতেও পারদর্শী চুমকি। হিলি ব্লকের ধলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত চকমোহনের তৃণমূল প্রার্থী চুমকি ঘোষকে নিয়েই ভোটের আগে ব্যাপক আলোড়ন পড়ে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা জয় করেই পঠনপাঠনের পাশাপাশি ভোট প্রচার করেছিলেন। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে চুমকি পেয়েছিলেন ৩৪০ ভোট। সেখানে বিজেপি প্রার্থী জ্যোৎস্না ঘোষ ৪১৬ ভোট পেয়েছেন। ৭৬ ভোটে পরাজিত হন চুমকি। ভোটে পরাজয়ের কারণে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন এই কনিষ্ঠ প্রার্থী। গণনা শুরুর আগে পর্যন্ত সকলে বলছিলেন তিনি জিতবেন। কিন্তু তা তো আর হয়নি। চুমকি বলেন, মানুষের পাশে থাকা ও তাদের হয়ে কাজ করার জন্য রাজনীতিতে নেমেছিলেন। ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু, জিততে পারেনি। মানুষই যদি আমাকে না চায় তাহলে রাজনীতিতে থেকে কী করব! বুধবার তিনি বলেন, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। আমাকে লোক ভরসা করল না। লোক চাইনি আমি জিতি। এমনকি দলের অনেকেও শেষে চাইনি আমি জয়ী হই। কারও কাছে কিছু বলার নেই। আমি আর রাজনীতি করব না।

টাকার বিনিময়ে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ায় বিক্ষোভ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১২ জুলাই ঃ যে সমস্ত কলেজ পড়ুয়াদের উপস্থিতি কম রয়েছে তাদের পরীক্ষার আগের দিন অ্যাডমিট কার্ডের বিনিময়ে মোটা টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল দিন কয়েক আগেই বর্ধমানের একটি বেসরকারি ইংরাজী মাধ্যম কলেজের বিরুদ্ধে। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকরাও। বুধবার ফের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠলো বর্ধমানের বড়নীলপুরের ওই ইংরাজী মাধ্যমের বেসরকারি কলেজের বিরুদ্ধে। এদিন থার্ড ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজের গেটের বাইরে বসে এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করেন হাতে পোস্টার-ব্যানার নিয়ে। ঘটনাস্থলে আসে বর্ধমান থানার পুলিশ তাদেরকে গেটের সামনে থেকে উঠে যেতে বললেও তারা উঠতে চায়নি। এর ফলে পুলিশের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন ছাত্র-ছাত্রীরা। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, এই কলেজে ঠিকমত অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড করা হচ্ছে না। তার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে উপস্থিতির হার কম দেখানো হচ্ছে খাতায় কলমে। উপস্থিতি কম থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের ধমকে চমকে অবৈধভাবে একটা ফাইন করা হচ্ছে। সেই ফাইনগুলোও কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নেওয়া হচ্ছে না। ফাইন দেওয়ার পরিবর্তে কুপন বা স্লিপ চাইলে তা দিতে অস্বীকার করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এটা তোলাবাজিরই নামান্তর। তিন হাজার, পাঁচ হাজার, কারোও কাছে আট হাজার ফাইন করা হচ্ছে। যদিও বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের করা এই অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কলেজের ডিরেক্টর বিশাল মহেশ্বরী। এদিন তিনি জানান, যে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে অ্যাটেনডেন্স বা উপস্থিতির হার খুবই কম, কারোর প্রায় ৫০, কারোর ৪০ শতাংশ, কারোর বা ২০ শতাংশ উপস্থিতি রয়েছে, আবার কেউ কেউ কলেজেই আসে না যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তার উপর ওদের কলেজের ফিজ কারও ১ বছরের বাকি, কারোর কারোও দেড় বছরের বাকি। এই ধরনের মাত্র ১০ থেকে ১২ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী আছে তারাই এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ করছে বলে জানিয়েছেন ওই কলেজের ডিরেক্টর। এদিন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের ওই দলটি কার্জন গেটের বিধায়ক অফিসে এসে বিধায়কের হস্তক্ষেপ দাবী করেন এবং এর পাশাপাশি তৃণমূলের ছাত্র সভাপতির কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা।

হারলেন বৌমা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১২ জুলাই ঃ গভীর রাত পর্যন্ত গণনার পর শেষ হাসি হাসলেন বিজেপি প্রার্থী সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়। তিনি হারিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামাতো ভাইয়ের স্ত্রী পম্পা মুখোপাধ্যায়কে। এই ফলাফলে রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসক দল। প্রসঙ্গত, বীরভূমের রামপুরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নম্বর আসনে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন পম্পা মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মামার বাড়ি কুসুম্বা গ্রাম। ওই গ্রাম থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন পম্পাদেবী। তার বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যার দিকে গণনা কেন্দ্রে রটিয়ে দেওয়া হয় ৬ ভোট জয়ী হয়েছেন পম্পাদেবী। এরপরেই তিনি গ্রামে ফিরে আনন্দে মাতেন। কিন্তু সেই হাসি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। গভীর রাতে জানতে পারেন তিনি বিজেপির কাছে ৩৬ ভোট পরাজিত। পুর্নগণনার দাবি জানাতে তিনি দলবল নিয়ে ভোট গণনা কেন্দ্রে যখন পৌঁছান ততক্ষণে জয়ের শংসাপত্র বিজেপি প্রার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। পম্পাদেবী বলেন, আমি ৬ ভোট জিতেছিলাম। কিভাবে হারলাম বুঝতে পারছি না। নন্দীগ্রামের মতো ঘটনা ঘটলো। সুদেষ্ণাদেবী বলেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ওরা জয়ের কথা রটিয়েছিল। কিন্তু মানুষ আমার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাই শেষ গণনায় আমি জয়ী হয়েছি। শুধু পঞ্চায়েত সমিতি নয়, কুসুম্বা গ্রামে তিনটি পঞ্চায়েতের আসনের মধ্যে দুটিতে হেরেছে তৃণমূল।

ফিরলেন নন্দীগ্রাম থানার আইসি

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটতেই ফেরানো হল নন্দীগ্রাম থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরীকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে নন্দীগ্রাম থানার এই আইসিকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল। এবার জেলা পুলিশের নির্দেশে, মঙ্গলবার মাঝরাতে আবার নন্দীগ্রাম থানার দায়িত্ব নিলেন সুমন রায়চৌধুরী। আর সুমন রায়চৌধুরীর জায়গায় আসা কাশীনাথ চৌধুরীকে ফেরানো হল তাঁর পুরনো জায়গা ডিআইবি'তে। ছুটিতে পাঠানো এবং এখন ফেরানো নিয়ে বিস্তর গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। যদিও এই নিয়ে পুলিশের কেউ মুখ খুলতে চাননি। ফলে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। এদিকে পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ঠিক আগে নন্দীগ্রাম থানার আইসি বদল নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলেছিলেন। আইসি সুমন রায়চৌধুরীর বদলে কাশীনাথ চৌধুরীকে নিয়ে আসতেই নন্দীগ্রামের বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে কারচুপির বন্দোবস্ত শুরু হয়ে গেল। তখন জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, শারীরিক অসুস্থতার জেরে ছুটি চেয়েছিলেন সুমনবাবু। তাই তাঁকে ১৫ দিনের জন্য ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল ১৫ দিন না কাটতেই সুমনবাবু ফিরিয়ে আনা হল। সূত্রের খবর, এটা একপ্রকার শাস্তি দেওয়া হল। আইসি সুমন রায়চৌধুরী এখানে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। সেটা জানাজানি হতেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আবার নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দারুণ ফলাফলের পর তাঁকে ফিরিয়ে আনা হল। সুতরাং এখন সব ক্ষেত্রেই এই অফিসারকে তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারীদের সঙ্গে কাজ করতে হবে। যা একপ্রকার শাস্তি বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের অন্যতম হটস্পট ছিল নন্দীগ্রাম।

গ্রেফতার আরও এক শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার শেষ মুহূর্তেই শুভেন্দু অধিকারী অনুগামী কণিষ্ক পণ্ডাকে গ্রেফতার করল মারিশদা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে নিজের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। আর সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কী কারণে গ্রেফতার, সে বিষয়ে পরিবারকে কিছু জানানো হয়নি পুলিশের তরফে। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথির নেতা কণিষ্ক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। ২০২১ সালে শুভেন্দু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদানের পর তিনিও গেরুয়া শিবিরের নাম লেখান। সেসময় 'দাদার অনুগামী' স্লোগান তুলে অনুগামীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কণিষ্ক পণ্ডার বড় ভূমিকা ছিল। কণিষ্কর রাজনৈতিক কেরিয়ার বেশ পরিবর্তনশীল। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। পরিবর্তনের সরকারে তৃণমূলে নাম লেখান। ২০১৮ সালে কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেন। পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এরপর একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারীর অনুগামী হয়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া। পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। ২০১৮ সালে কাঁথি ৩ পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূলের টিকিটের প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করে পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। অনুগামী হিসেবে পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা দেন। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই তাঁর অনুগামী হয়ে কণিষ্ক পণ্ডাও দলবদল করেন। এদিন তার গ্রেফতারিতে ফের জেলায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শুভেন্দুবাবুর গড়ে প্রায় সব জেলা পরিষদেই ঘাসফুল ফুটেছে। দুটি ব্লকের ১৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফল প্রকাশ হতেই উচ্ছ্বসিত দেখায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে। গ্রাম পঞ্চায়েতে নয়টি আসনে জিতেছে বিজেপি। আর জেলা পরিষদে দেখা গেল পাঁচটি আসনের মধ্যে সব কটিতেই এগিয়ে তৃণমূল।

হাতে আস্থা রাখল না অধীরের গড়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ জুলাই ঃ একদা কংগ্রেসের গড় ছিল মুর্শিদাবাদ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে সেমিফাইনাল এই গ্রাম বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন ছিল। আর সেই নির্বাচনে সেই ভাবে দাঁত ফুটাতে পারল না কংগ্রেস। বহরমপুর সংসদীয় এলাকায় নিত্যদিন প্রচার করলেও সেই ভাবে ফল পেল না তারা। জেলাজুড়ে পঞ্চায়েতে দাপটের পরে মুর্শিদাবাদের সিংহভাগ পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ দখলে রাখল তৃণমূল। যদিও লালগোলা ও ডোমকল মহকুমায় হোঁচট খেয়েছে তৃণমূল। তবে জেলাজুড়ে রয়েছে তৃণমূলের জয়ের ধারা। রাত থেকেই অকাল হোলিতে মেতেছেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। যদিও বাম দুর্গ অটুট রেখেই লাল ফিরল ডোমকল ও রানীনগরে। অন্যদিকে যাদের কোনও সংগঠন নেই সেই গেরুয়া শিবির যারা মাত্র দুটো বিধায়ক পেয়েছিল ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এবার তারাই পঞ্চায়েত দখল করল, ভোট ব্যাঙ্ক একাই বৃদ্ধি করল। কান্দি বিধানসভার মধ্যে অন্যতম সাটুই এবছর দখল করেছে গেরুয়া শিবির। পাশাপাশি বড়ঞা ও খড়গ্রাম, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ সহ বেশ কিছু জায়গায় পদ্ম শিবির বিজেপি। যদিও অনেক পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু হলেও আগামী দিনে যারাই পঞ্চায়েত গঠন করুক না কেন বিজেপিকে নিয়ে তাদের বোর্ড গঠন করতে হবে। অন্যদিকে হায়দরাবাদের মিম মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদিঘি ও লালগোলায় শক্তিবৃদ্ধি করল। পঞ্চায়েতের আসন পেল তারা। তবে মালদা জেলাতেও তাদের বেশ কিছু আসন মিলেছে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল। গত পাঁচ বছরে মুর্শিদাবাদের গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এই পাঁচ বছরে জেলার রাজনৈতিক মানচিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ২০১৮ সালের পর থেকে বিভিন্ন নির্বাচনে একটানা জয়ী হয়ে আসা শাসকদল মাস চারেক আগে সাগরদিঘি বিধানসভা উপনির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছে। সেখানে খানিক স্বস্তি মিলল এবারের নির্বাচনে। ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদে সব থেকে বেশি আসনে তৃণমূল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল। সেবার রাজ্যে তৃণমূল ৩৪ শতাংশ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের পরিসংখ্যানটা ছিল ৬৪ শতাংশ। সেবার জেলা পরিষদের ৭০টি আসনের মধ্যে ৪৮টিতে শাসকদল বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়। বাকি যে আসনে ভোট হয়েছিল তার মধ্যে একটিতে কংগ্রেস জয়ী হয়েছিল। পঞ্চায়েত সমিতির ৭৩৬টি আসনের মধ্যে ৬৯২ আসনে তৃণমূল জয়ী হয়। তার মধ্যে ৪৭২টি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (২৬টির মধ্যে ১৬টি পঞ্চায়েত সমিতি বিনা যুদ্ধে জয়) জয়ী হয়েছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪,১৭০টি আসনের মধ্যে ৩,৭২০টিতে তৃণমূল জয়ী হয়েছিল। তার মধ্যে ২,৬৭৭টি আসনে (২৫০টির মধ্যে ১৬০টি পঞ্চায়েত বিনা যুদ্ধে জয়) বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় হয়।

বৃষ্টিতে জলমগ্ন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ বুধবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টি সমতল ও পাহাড়ে। লাগাতার বৃষ্টিতে ব্যাহত জনজীবন। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলার পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাতেও বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ এবং ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের অশোকনগর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রায় হাঁটু সমান জল জমায় বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা। বেশকিছু বাড়িতেও জল ঢুকে পড়েছে। প্রত্যক বছরের মতো এবারেও এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ এই সমস্যা দীর্ঘদিনের।

রঙ্গিয়া ডিভিশনে কোচ গাইডেন্স বোর্ড এবং ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম -এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ আরএন-এসটি-০৮-২০২৩-২৪, তারিখ ঃ ০৭-০৭-২০২৩; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; টেন্ডার নং ঃ আরএন-এসটি-০৮-২০২৩-২৪, কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া ডিভিশনের [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ [illegible] টাকা; বায়না মূল্য ঃ [illegible] টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ৩১-০৭-২০২৩ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম(এস এন্ড টি), রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

N.I.T No. 04 (Sl. No.-1, 2 & 3) of 2023-2024 is invited by the Asstt. Engineer, Quality Control Sub-Division, Berhampore, Murshidabad. Last Date and Time for collection of Tender Paper:- **21.07.2023 up to 3.00 P.M (Offline)**, For more detailed please contact to the office of the undersigned on any working days.

Sd/- Assistant Engineer Quality Control Sub-Division

Burdwan Municipality
Engineering (Development) Department
E.N.I.T.-13-2023-2023
Vide Memo No:- 223/i/E.D./e-N.I.T.-13/2023-24/Sl.1-1/2023, Date- 12/07/2023.
Tender ID: 2023_MAD_546729_1

Sealed Tenders are invited from bonafide agencies for Renovation of Bardhaman Sahitya Parisha inward No.-30 within Burdwan Municipality under BEUP Scheme. Last date of submission:- **20/07/2023 up to 18.00 hrs.** For details visit:- **www.wbtenders.gov.in**, **www.burdwanmunicipality.gov.in** Further corrigendum & addendum if issued will be published on the above website.

Sd/- Chairman
Burdwan Municipality

জনস্বার্থে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশান (সিওআর) ইন্দাস লাইফ ফাইনান্স অ্যান্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড (বি.০৫.০৩৭১৭) হারিয়ে গেছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অফিস স্থানান্তর করাকালীন জেট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর সাথে মিশ্রিত হওয়ার সময়। যদি কেউ পেয়ে থাকেন আমরা তা কোম্পানি কাছে ফেরত দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং অসৎ উদ্দেশ্যে তা অপব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক করছি। যদি কেউ উল্লেখিত সার্টিফিকেট পেয়ে থাকেন তা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় ফেরত দিয়ে যান, জেট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, রুম নং-৩৩০, ৩য় ফ্লোর, গেট নং-২, পোদ্দার কোর্ট, ১৮ রবীন্দ্র সরণী, কলকাতা-৭০০০০১।

জেট (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে স্বা /-

স্থান ঃ কলকাতা — রাজীব গোয়েল
তারিখ ঃ ১২.০৭.২০২৩ — ডিরেক্টর

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য আবেদন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নোটিফিকেশন নং ঃ সি-৬৬৯/এসটিবিএ/এজিআরএ/২০২৩/০৬ তারিখ ঃ ১১.০৭.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নোক্ত সূচি অনুসারে আদ্রা ডিভিসনের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ

ক্র. স.	স্টেশনের নাম	ক্যাটিগরি	ইউটিএস কাউন্টারের সংখ্যা (শিফটার)	বায়না মূল্যের পরিমাণ	সিকিউরিটি জমা	অবস্থানের কোড
১	কুস্তাউর	এনএসজি-৬/ই	০১	২,০০০/-	১০,০০০/-	কেএসইউ

১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে টিকিট বিক্রি থেকে আয়ের ক্ষেত্রে কমিশনের হার যা আবেদনে উল্লেখ করতে হবে ঃ ৪%। মূল্যমান ঃ কমিশন ভিত্তিক। আবেদনপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। এসটিবিএ নিয়োগের অবস্থান ঃ আদ্রা ডিভিসন/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা-পুরুলিয়া শাখার মাঝে কুস্তাউর স্টেশন (কেএসইউ)। নিয়ম ও শর্তাবলী সহ আবেদনপত্র যেখানে পাওয়া যাবে ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা-র অফিসে ১২.০৭.২০২৩ থেকে ০১.০৮.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত আবেদনপত্র পাওয়া যাবে বা www.ser.indianrailways.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে। আবেদনপত্র জমার তারিখ ও স্থান ঃ ০১.০৮.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত সিনিয়র ডিসিএম/আদ্রা-র অফিসে। টেন্ডার বাক্স খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৮.২০২৩ দুপুর ৩.৩০ মিনিট বা কোন অপ্রত্যাশিত কারণবশতঃ দিনটি ছুটির দিন, বন্ধের দিন হলে পরবর্তী কাজের দিন। কাজের বিবরণ ঃ অসংরক্ষিত টিকিট, প্ল্যাটফর্ম টিকিট ও সীজন টিকিট বিক্রয়। আবেদনকারীর যোগ্যতামান ঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ser.indianrailways.gov.in দেখুন।

(PR-397) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

NOTICE FOR SALE OF ASSETS

Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation)
Reg. Office of the company: 101/1 Feedar Road Po & Ps : Belgharia Kolkata WB- 700056 IN
Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Public notice is given by the Liquidator appointed by the Hon'ble NCLT, Kolkata vide order dt.18.03.2020 (received by us on 09/06/2020) for Sale Assets of Corporate Debtors **M/s Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation)** forming part of Liquidation Estate. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform **https://www.eauctions.co.in**

Last Date to apply ,submission of Eligibility Documents	28th July 2023 till 5.00 pm
Date of Declaration of Qualified Bidder	29th July 2023
Inspection date and time information) (From 11:00 AM to 4:00 PM)	31st July to 7th August (With advance Contact person : Bhupendra Singh N Rajput Email id - cabsrajput309@gmail.com | Mobile. No.: +91 9426014155
Last Date of submission of EMD	10th August 2023 till 5.00 pm
Date and Time of E-Auction	12th August 2023, Time 12:30 pm to 3:30 pm

(In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes of each occasion unlimited)

Details of Assets for E-Auction

Asset/Location	Address/Area/ Description	Reserve Price (INR)/EMD	Incremental Value
At the shop i.e. there registered office at Kolkata	The Inventory of various types of Clothes, Readymade Garments, Dress Materials and Hosiery Materials situated at 101/1 Feedar Road Po & Ps : Belgharia Kolkata WB- 700056 IN	12.02 Lakhs / 1.202 Lakhs	Rs.0.12lakhs or in multiples of this amount

Terms and Condition of the E-auction are as under:
1. E-auction sale will be conducted on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS BASIS " AND "NO RECOURSE BASIS"** only and as such, the E-auction sale shall be without any kind of waivers, warranties and indemnities. It is to be noted that the bidder(s) cannot place a bid at a value below the reserve price.
2. The intending bidders are required to deposit EMD amount either through NEFT/RTGS/DD in the favor of M/s Rang Super Shopping Private Limited (Under Liquidation) Current Account No.: 29760200002107with Bank of Baroda, Branch:Gen Next, Law Garden, Ahmedabad- 380006 , and IFSC Code : BARB0LAWAHM
3. For detailed terms and conditions of E-Auction, BID Form and other documents are uploaded at the website i.e. http://www.eauctions.co.inbefore bidding. For any query relating to Eauction contact **Mr. Vijay Pipaliya** (Mobile No.: 7383590324/9870099713) & Email idadmin@ eauctions.co.inor Liquidator on his email cabsrajput309@gmail.com

Sd/- **Bhupendra Singh N Rajput,**
Liquidator of Rang Super Shopping Private Limited
IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P00397/2017-18/10715
Regd. Address:309, ATMA House, Opp. Old RBI, Ashram Road, Ahmedabad -380009
Date: 13th July, 2023 | Place: Ahmedabad

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর, কোড নং ঃ ১৫৩৪২
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/ ১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ রাজেশ চ্যাটার্জি, e-mail ID : rajesh.c@sbi.co.in মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৩৬২১০

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ও সময় ই-নিলামের ঃ তারিখ ঃ ২১.০৭.২০২৩

সময় ঃ ১২০ মিনিট সকাল ১১.০০ ঘটিকা থেকে দুপুর ১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সীমাহীন বর্ধিত ৫ মিনিট সময় প্রতি দরের ক্ষেত্রে।

দর-পূর্ব ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ''আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন দর-পূর্ব ইএমডি এমএসটিসি-তে ই-নিলাম বন্ধের পূর্বে। দর-পূর্ব ইএমডি জমার ক্রেডিট দরদাতারা পাবেন এমএসটিসি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মূল্যপ্রাপ্তির পর এবং ওই তথ্য ই-নিলাম ওয়েবসাইটে আপডেট হওয়ার পর। ব্যাঙ্কের পদ্ধতির জন্য এই ক্ষেত্রে কিছুটা সময় লাগতে পারে এবং দরদাতাদের নিজেদের আগ্রহ হেতু, পরামর্শ দেওয়া যায় দর-পূর্ব ইএমডি রাশি জমা করতে আগে থেকে শেষ মুহূর্তের সমস্যা থেকে বিরত থাকতে।''

এতদ্বারা জনস্বার্থে এবং বিশেষভাগে গ্রাহক এবং জামিনদারদের সূচিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী/ দায়বদ্ধ রয়েছে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে, **শ্রী রাজা দত্ত, অ্যাকা. নং. ৩৭৮৭১৮০১৪০৫,** বকেয়া রাশি **টাকা. ৮,৮৩,৫৫৫.০০ ১২.০৭.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে সুদ। যার শারিরীক অধিগ্রহণ করেছেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত ঋণদাতা, যা বিক্রয় করা হবে **''যেখানে রয়েছে'', ''যেমন রয়েছে'', এবং ''সেখানে যাকিছু রয়েছে''** ভিত্তিতে **২১.০৭.২০২৩ তারিখে।**

সংরক্ষিত মূল্য হবে **টাকা. ৪,৭৩,৫৬০.০০,** বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) করতে হবে **টাকা. ৪৭,৩৫৬.০০ এবং বর্ধিত দর হবে টাকা. ১,০০০.০০।**

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দায় সহ)

গাড়ির বিবরণ ঃ টাটা মোটরস সুমো গোল্ড, রেজি নং. **ডব্লুবি-১০ ৬২৫৫,** উৎপাদনের সাল ঃ **২০১৮।**

পরিদর্শনের তারিখ ঃ ১৫.০৭.২০২৩

বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, জানতে দয়াকরে দেখুন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত লিংক, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট - **www.sbi.co.in** ও ই-নিলাম পরিচালনার প্রক্রিয়া জানতে দয়াকরে দেখুন মে. এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিংক ঃ **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp**

তারিখ ঃ ১৩.০৭.২০২৩
স্থান ঃ বিধাননগর

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

দুরন্ত ভ্রমণ

মিনি লোনাভলা, চলে আসুন কলকাতার কাছে এই লোকেশনে মিনি লোনাভলা

বর্ষা মানেই লোনাভলা। মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় এই পর্যটন কেন্দ্র সারাবছর যাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু বর্ষাকালে যেন এই জায়গাটি আরও মোহময় হয়ে ওঠে। সেই রকমই কলকাতার কাছে রয়েছে একটি মিনি লোনাভলা। সেখানেও সারাবছর যাওয়া যায় তবে বর্ষায় তার মাধুর্য অন্যরকম। কোথায় রয়েছে এই মিনি লোনাভলা? অনেকেই অবাক হবেন শুনলে। মিনি লোনাভলা আসলে রয়েছে আমাদের পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে। যাকে ঘাটশিলা বলা হয়। ঘাটশিলা অবশ্য বাঙালির কাছে অন্যকারণে পরিচিত। জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবাদে ঘাটশিলার পরিচিতিটা একটু অন্যভাবেই হয়েছে। তার লেখা আরণ্যক উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই ঘাটশিলা। পাশের রাজ্যেই অবস্থিত পাহাড় জঙ্গল- নদী-ঝর্ণায় ঘেরা ঘাটশিলা। যার সঙ্গে লোনাভলার মিল রয়েছে। বর্ষায় যেমন মোহময় হয়ে ওঠে লোনাভলা। ঠিক তেমনই মোহময় হয়ে ওঠে ঘাটশিলা। বর্ষায় আরও সুন্দর এই জায়গায়। মাত্র তিনঘণ্টাতেই কলকাতা থেকে ঘাটশিলা পৌঁছে যাওয়া যায়। কাজেই সপ্তাহান্তের ছুটির পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। ঘাটশিলায় পা রাখলেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আরণ্যক উপন্যাসের কথা মনে পড়ে যায়। যার পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে ঘাটশিলা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ জঙ্গল। ছোট ছোট টিলার পাহাড়ে উঠলে দিগন্ত বিস্তৃত মালভূমির ছবি দেখা যায়। সুবর্ণ রেখা নদীর পাড়ে এই জায়গাটি একসময় ছিল বাঙালিদের হাওয়া বদলের জায়গা। সেইকারণে এখানে এলে অনেক বাঙালির দেখা মেলে। এখানে এলে একাধিক জায়গা রয়েছে দেখার। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। বরুডি লেক, ফুলডুংরি। গালুডি, তামার খনি সবটাই রয়েছে এখানে। অসংখ্য হোটেল রয়েছে এই ঘাটশিলায়। তাই থাকার কোনও অসুবিধা নেই। অনায়াসে এখানে থাকা যায়। অনেক কম করেছে ২ দিনের ট্যুরে ঘুরে আসা যায় ঘাটশিলা।

উইকেন্ডে চলে যান হলদিয়ার এই জায়গায়

হলদি নদীর তীরে একরাশ খোলা আকাশ। পাশেই তীর তীর করে বয়ে চলেছে নদী। পাড়ে সুন্দর সবুজে সাজানো এক টুকরো রিসর্ট। মুক্ত বাতাস। একঘেয়েমি জীবন থেকে বিরতি নিতে কার না মন চায়? রোজকার দৌড়ঝাঁপ। পরিবারকেও সময় দেওয়া হয় না। যার জেরে ক্রমশই আলগা হয়ে যাচ্ছে সম্পর্কের বাঁধন। এদিকে নিত্যদিনই দুএক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশে রোদের তেজও কম। এই যা বাঁচোয়া! উইকেন্ডে বরং ঘুরে আসুন কলকাতার কাছেপিঠে এক রিসর্টে। খুব বেশি সময় লাগবে না। ডেস্টিনেশন হলদিয়া। নদীর একপ্রান্তে গড়ে উঠেছে সুন্দর সাজানো বাগানের মতো রিসর্ট 'খোলা আকাশ'। পরিবার নিয়ে অনায়াসেই ঘুরে আসতে পারেন এখান থেকে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। শান্তিনিকেতনের খোয়াইয়ের আদলে বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বসার জায়গা। শৈল্পিক ছোঁয়ায় মন ভরে যাবে আপনার। প্রাণ খুলে শ্বাস নিতে পারবেন। কিংবা যাঁরা দু দণ্ড একা কাটাতে চান তাঁরাও ঘুরে আসতে পারেন হলদিয়ার 'খোলা আকাশ' রিসর্টে। কীভাবে আসবেন? ৪১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ব্রজলাল চক বাসস্টপেজ। সেখান থেকে বালুঘাটা যাওয়ার রাস্তায় তেরোপেখ্যা মোড় থেকে নদী পাড় বরাবর মিনিট এগোলেই 'খোলা আকাশ' রিসর্ট। থাকাখাওয়ার সুবন্দোবস্ত। ফ্যামিলি রুম, কর্পোরেট রুম আছে।

চলে আসুন, বর্ষা ভেজো গ্রামীণ হোম স্টেতে

সপ্তাহান্তের দুদিন ছুটি। শুক্রবার অফিস করে বেড়িয়ে পড়া। আবার রবিবার সন্ধেয় বাড়ি ফেরা। যাঁরা এমন কোনও ছুটি কাটানোর ঠিকানা খুঁজছেন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে চন্দ্রমনি ইকোট্যুরিজিম পার্ক। একেবারে কলকাতা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। যেতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না। জয়রামবাটি - কামারপুকুরের কাছেই কিন্তু রয়েছে একটি অফবিট লোকেশন। যার নাম চন্দ্রমণি ইকো ট্যুরিজিম পার্ক। কামারপুকুর গ্রামপঞ্চায়েতের উদ্যোগে এই ইকোট্যুরিজিম পার্কটি তৈরি হয়েছে। জয়রামবাটি এবং কামারপুকুর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে সাতবেড়িরায় রয়েছে এটি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মা চন্দ্রমনিদেবীর নামে এই পার্কটির নামকরণ করা হয়েছে। পুরো পার্কটি দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে কামারপুকুর গ্রামপঞ্চায়েত। এখানে এলেই একেবারে অন্যরম হয়ে যাবে। যাঁরা জয়রামবাটি- কামারপুকুর দেখতে চান তাঁরা অনায়াসেই এখান থেকে যেতে পারেন। কামারপুকুর- জয়রামবাটি ছাড়াও এখান থেকে গড়মান্দারণ, শ্রীহর, দেড়ে গ্রাম। শ্রী রামকৃষ্ণের পৈতৃত ভিটে রয়েছে দেড়েগ্রামে। অসম্ভব সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পার্কটি। রয়েছে একটি বাগান, একটি বড় পুকুর। কাছেই ধানের খেত। একেবারে গ্রামীণ পরিবেশে থাকার আনন্দ পাওয়া যাবে এখানে। মাটির বাড়ি আর কটেজ রয়েছে। আগে থেকে বুকিং করে আসতে হয। মাটির বাড়ির দেওয়াল জুড়ে ছবি আঁকা। মাটির ঘর হলেও সবরকম অত্যাধুনিক পরিষেবা রয়েছে এখানে। মাটির কটেজের বাইরের বারান্দায় বসেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায়। এখানে আসতে গেলে অবশ্য আগে থেকে বুকিং করে আসতে হবে। স্পট বুকিংয়ের কোনও অপশন নেই। শুধু গাড়িতে নয় ট্রেনেও এখানে পৌঁছানো যায়। ট্রেনে গোঘাট স্টেশনে নেমে টোটো বা অটো ভাড়া করে এখানে চলে আসতে পারেন। ভাড়া ১৫০- ২০০ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে।

অজানা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙবে এখানে, বেড়িয়ে আসুন নেচার ক্যাম্প থেকে

ওড়িশা মানেই পুরী আর কটক। এর বাইরে আর বেশি বাঙালি চিনতে চায় না। পুরীর আশপাশে চিল্কা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। কিন্তু জানেন কি এই পুরীর কাছেই রয়েছে অসম্ভব সুন্দর একটা নেচার্স ক্যাম্প। ভুবনেশ্বর থেকে তার দূরত্বও খুব বেশি নয়। যার নাম ডেরাস নেচার্স ক্যাম্প। বর্ষাকাল মানেই পুরীতে বেড়াতে যাওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই সঙ্গে বর্ষাকালে তো আর পাহাড়ে যাওয়া যায় না তখন সমুদ্র ছাড়া উপায় নেই। কাজেই পুরী আর দিঘা তখন হয়ে ওঠে একমাত্র বেড়ানোর জায়গা। যদিও পুরীতে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। জগন্নাথ মন্দির দর্শন করতে যান সকলে। পুরীর আশপাশেও যে অনেক অফবিট জায়গা রয়েছে সেটা অনেকেই এখনও জানেন না। যাঁরা ভাবছেন পুরী ঘুরতে যাবেন চার- পাঁচ দিনের ছুটিতে তাঁরা পুরী বেড়িয়ে চলে আসতে পারেন এই অফবিট জায়গায়। যার নাম ডেরাস নেচার্স ক্যাম্প। ভুবনেশ্বর থেকে এর দূরত্ব খুব বেশিও নয়। ভুবনেশ্বর থেকে গাড়িতে চলে আসা যায়। ডেরাস নেচার্স ক্যাম্পে থাকারও জায়গাও রয়েছে। ডেরাস ড্যামের চারপাশ জুড়ে তৈরি হয়েছে এই নেচার্স ক্যাম্পটি। বর্ষার জলে ভরে যায় ডেরাস ড্যাম। তখন আরও সুন্দর দেখায়। ডেরাস ড্যামকে ঘিরেই রয়েছে জঙ্গল। ভুবনেশ্বরের চন্দ্রকা নেচার্স ক্যাম্পের অংশ এটি। এখানে জঙ্গল সাফারিও করা যায়। তবে বর্ষাকালে জঙ্গল সাফারি না যাওয়াই ভাল। তার বদলে ওয়াচ টাওয়ারে বেশ কিছুটা সময় চুপ করে বসে থাকলে অনেক প্রাণীর আনাগোনা দেখা যায় অনেক সহজে। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে ডেরাস নেচার্স ক্যাম্প। ওড়িশা সরকার এখানকার সব ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এই নেচার্স ক্যাম্পে প্রচুর ময়ূর রয়েছে। ড্যামের উপরে উঠে যাওয়া যায়। সেখান থেকে অসাধারণ লাগে সূর্যাস্ত দেখতে। বেশ কিছুটা সময় এখানে কাটিয়ে দেওয়া যায়। নিরিবিলিতে অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া যায় এই ডেরাস নেচার্স ক্যাম্পে। বাইরে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই আরো মোহময় হয়ে ওঠে এখানকার পরিবেশ।

ইস্টওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ ইস্টওয়েস্ট মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশনের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের দিকে। মেট্রো কর্তৃপক্ষ বছরের শেষ নাগাদ এই স্টেশন থেকে অপারেশনের লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করছে বলে বাকি সমস্ত কাজ শেষ করার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ চলছে। একবার চালু হলে, এই স্টেশনটি হবে উত্তর - দক্ষিণ এবং পূর্ব- পশ্চিম মেট্রো করিডোরের একটি আদানপ্রদানকারী পয়েন্ট। সম্প্রতি শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রেলওয়ে যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তির মাননীয় মন্ত্রী এই স্টেশনটি পরিদর্শন করেছেন। এখানে এই নির্মাণাধীন স্টেশনের ঝলক রয়েছে।

দিল্লিতে যমুনার জলস্তর পৌঁছাল ২০৭.৫৫ মিটারে, এলাকায় ১৪৪ ধারা

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ রাজধানী দিল্লিতে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হরিয়ানার হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে জল ছাড়ায় যমুনার জলস্তর বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। বুধবার সকালে পুরাতন দিল্লির রেলসেতুর কাছে যমুনার জলস্তর বেড়ে ২০৭.১৮ মিটারে পৌঁছেছে। পরে দুপুরে তা বেড়ে ২০৭.৫৫ মিটারে পৌঁছে যায়, গত ১০ বছরে এই প্রথম বার এতটা জলস্তর বেড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। তবে এই জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে তারা। ফলে নিচু এলাকার পাশাপাশি আরও বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বন্যা প্রবণ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে দিল্লি সরকার। প্রতিনিয়ত গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে দিল্লি সরকারও। দিল্লির মন্ত্রী অতিশী বলেছেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিল্লি সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে। আমরা নিয়মিত যমুনা নদীর কাছে মানুষকে সরানোর কাজ পরিচালনা করছি। আমরা ক্রমাগত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের মৌন সত্যাগ্রহ

আগরতলা, ১২ জুলাই ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে সারা দেশের সাথে বুধবার গান্ধীঘাটে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা এবং সমর্থকরা মৌন সত্যাগ্রহ কর্মসূচি পালন করেছেন। মৌন সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ করে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ বলেন, বিজেপি সরকার দেশের সাধারণ মানুষের বাকস্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, দেশটি একটি ফ্যাসিবাদী সরকার দ্বারা শাসিত হচ্ছে যা গণতন্ত্রের প্রতিটি স্তম্ভ, জনগণ, সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্র আজ প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ ইডি, সিবিআই এবং আয়করের মতো এজেন্সিগুলির দ্বারা জেলে পাঠানো বা হয়রানি ছাড়া কেউ কথা বলতে, মতামত প্রকাশে এবং প্রতিবাদ করতে পারে না। তাঁর কথায়, রাহুল গান্ধী ভারতীয় গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করছেন এবং জনগণের কল্যাণে সংসদে কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু ট্রেজারি বেঞ্চ তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি এবং পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। গুজরাট হাইকোর্ট চক্রান্তের অংশ হিসাবে রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ খারিজে অংশীদার ছিল বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। বর্মণ বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত হওয়া থেকে বাঁচাতে তাঁরা সারা দেশে নীরব প্রতিবাদ করছেন। ভারতে গণতন্ত্র এতটা দুর্বল ছিল না যে এটি চক্রান্তকারীদের দ্বারা পরাজিত হবে। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেশকে পুনর্গঠন করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর বর্মণ বলেন, জনগণের সমর্থনে তিনি পাঁচ থেকে ছয়বার বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার জনগণের বক্তব্যের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, উষ্মা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

প্রবল বৃষ্টির জন্য উত্তর ভারতগামী কিছু ট্রেন বাতিল মুকুরিয়া স্টেশনে কয়েকটি ট্রেনের সাময়িক স্টপেজ

মালিগাঁও, ১২ জুলাই ঃ উত্তর ভারতের অনেক অংশে, বিশেষ করে হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানায় ক্রমাগত খারাপ আবহাওয়া এবং প্রবল বৃষ্টিপাত সেই অঞ্চলের স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ফলে, রেল যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা উত্তর-ভারত অভিগামী কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে শ্রাবণী মেলার জন্য কাটিহার ডিভিশনের মুকুরিয়া রেলওয়ে স্টেশনে কয়েকটি ট্রেনের জন্য দুই মিনিটের স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা বাবা গোরখনাথ ধামে তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে সহায়ক হবে। বাতিল হওয়া ট্রেনের বিশদ বিবরণ এবং অস্থায়ী স্টপেজ-এর তথ্য নিম্নরূপ। **ট্রেন পরিষেবা বাতিল ঃ** ১৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে ডিব্রুগড় থেকে চণ্ডীগড় পর্যন্ত যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯০৩ (ডিব্রুগড় - চণ্ডীগড়) এক্সপ্রেস-এর যাত্রা বাতিল থাকবে। ১৬ জুলাই, ২০২৩ তারিখে গুয়াহাটি থেকে উদয়পুর যাওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৫৬১৬ (গুয়াহাটি- উদয়পুর) সামার স্পেশাল-এর যাত্রা বাতিল থাকবে। **মুকুরিয়া স্টেশনে ট্রেনের অস্থায়ী স্টপেজ ঃ** তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৭১৯ কাটিহার-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ১৫৭২০ শিলিগুড়ি- কাটিহার ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে যথাক্রমে ০৬. ৫১ ঘণ্টা এবং ১৭.১৩ ঘন্টায় পৌঁছাবে ও ০৬.৫৩ ঘন্টা এবং ১৭.১৫ ঘন্টায় ছাড়বে। তীর্থযাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ট্রেন নং. ১৫৪৬৩ বালুরঘাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ১৫৪৬৪ শিলিগুড়ি- বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস মুকুরিয়া স্টেশনে যথাক্রমে ১৫.২৭ ঘণ্টা এবং ১১.০৩ ঘন্টায় পৌঁছাবে ও ১৫.২৯ ঘন্টা এবং ১১.০৫ ঘন্টায় ছাড়বে।

মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, খুশিতেই পবিত্র গুহামুখী পুণ্যার্থীরা

জম্মু, ১২ জুলাই ঃ কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে বুধবার ভোরে ৬০ হাজার ৮০০ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের দশম দলটি, বালতাল এবং পহেলগাও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। বিগত তিন দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে পুনরায় অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টিতে রামবান এলাকায় জম্মু ও শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়। এখন মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। উৎসাহ ও খুশিতেই পবিত্র গুহামুখী পুণ্যার্থীরা। এই বছরের অমরনাথ যাত্রা শুরু হয়েছিল গত ১ জুলাই, চলবে আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। এদিকে, বুধবারই জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন অমরনাথ পুণ্যার্থী। জখম হয়েছেন ওই গাড়ির চালকও। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উধমপুর জেলায় জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, উধমপুর জেলার সানরোলির কাছে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এরপর গাড়িটি ডিভাইডারে মারে। ওই গাড়িতে ৪ জন অমরনাথ তীর্থযাত্রী ছিলেন, দুর্ঘটনায় ওই ৪ জন আহত হয়েছেন এবং গাড়ির চালকও চোট পেয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের চোট খুব বেশি নয় বলেই জানা গিয়েছে।

তিনসুকিয়ায় বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন, গ্রেফতার অভিযুক্ত

অসম, ১২ জুলাই ঃ একব্যক্তি তার বন্ধুকে খুন করার চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গেছে। জানা যায়, নৃশংস ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার (১১জুলাই) রাতে আসামরাজ্যের তিনসুকিয়া জেলায়। ৩৫ বছর বয়সী একব্যক্তিকে তার বন্ধু হত্যা করেছে। লাংকাসা থানার অন্তর্গত বাবর বাড়ি গ্রামের উমাকান্ত ভূইয়া নামে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বন্ধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে বলে সূত্রে প্রকাশ। নিহতের নাম বদলু মুড়া। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পৌঁছে উমাকান্তকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তার বন্ধুকে হত্যার পেছনের কারণ এখনও জানা যায়নি। বদলু মুড়ার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরন করেন। এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের, টমেটো বিক্রি করবে মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ঃ টমেটো কিনতে গিয়ে হাত পুড়ছে মধ্যবিত্তের। প্রায় গোটা দেশে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে টমেটো। কোথাও কোথাও কেজি প্রতি দেড়শো থেকে আড়াইশো টাকা অবধি। এই পরিস্থিতিতে আমজনতাকে স্বস্তি দিতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ। তারা জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশন এবং জাতীয় সমবায় উপভোক্তা ফেডারেশনকে নির্দেশ দিয়েছে, কৃষকদের থেকে সরাসরি টমেটো সংগ্রহ করে দেশের যে এলাকায় বেশি দামে টমেটো বিক্রি হচ্ছে, সেখানে তা বিক্রি ব্যবস্থা করতে। বাজারে জোগান বাড়লেই কমবে টমেটোর দাম, মত মোদী সরকারের। গোটা দেশেই টমেটো চাষ হলেও বেশ কয়েকটি রাজ্যে উল্লেখযোগ্য হারে টমেটোর ফলন হয়ে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র। ওই তিন রাজ্য থেকে টমেটো সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ। সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবারের থেকেই দিল্লি- এনসিআরে টমেটো বিক্রি করবে মোদী সরকার। ইতিমধ্যে টমেটোর মূল্যবৃদ্ধি অনুযায়ী একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে, ওই এলাকাগুলিতে টমেটো বিক্রি করবে তারা। যদিও ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই টমেটো উৎপাদিত হয়, তথাপি দেশের প্রায় ৬০ শতাংশ টমেটো উৎপাদন হয় মূলতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে। সেখানকার উদ্বৃত্ত পণ্য ভারতের অন্যান্য অংশে সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাইছে কেন্দ্র। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে টমেটো উৎপাদনের মরশুম এক নয়। দাম বাড়ার কারণ পণ্য পরিবহণে ফসলের ক্ষতি এবং চরম জলবায়ু। বর্তমানে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে টমেটো আসছে। দিল্লি এবং আশপাশের এলাকায় যে টমেটো মিলছে তা হিমাচল প্রদেশ এব কর্ণাটকের উৎপাদন। প্রসঙ্গত, বর্ষার শুরুতেই সবজির দাম বেড়ে চলেছে। তার মধ্যেও টমেটো বিকোচ্ছে সোনার দামে। খুচরো বাজারে টমেটোর দাম রয়েছে ১৫০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা প্রতি কেজি। পাইকারি বাজারেও ৮০- ১০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে টমেটো। এই রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে বর্তমানে টমেটোর দাম ১৪০-১৬০ টাকা কেজি। আসল এখন প্রশ্ন, কেন্দ্রের উদ্যোগে কতটা লাভবান হবে মধ্যবিত্ত?

পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের জন্য মানসম্পন্ন খাবারের উপর জোর দিচ্ছে

কলকাতা, ১২ জুলাই ঃ ভারতীয় রেলওয়ে, যা জাতির লাইফলাইন হিসাবে পরিচিত, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে দেশের পরিবহন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জুড়ে বিস্তৃত তার বিশাল নেটওয়ার্কের সাথে, ভারতীয় রেলওয়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রী বহন করে, প্রত্যন্ত শহর, ব্যস্ত শহর এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অমর প্রকাশ দ্বিবেদীর দক্ষ নির্দেশনায় পূর্ব রেলওয়েতে, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন এবং শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের জন্য প্রতিদিন গড়ে ২০০০ খাবার এবং ১৫০০ খাবার প্রস্তুত ও সরবরাহ করার জন্য দুটি বেস কিচেন কাজ করছে। বন্দে ভারত, রাজধানী এক্সপ্রেস এবং দুরন্ত এক্সপ্রেসের মতো মর্যাদাপূর্ণ ট্রেনগুলি আইআরসিটিসি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং মালদা টাউন এবং আসানসোল স্টেশনগুলিতে বেস কিচেনও রয়েছে। পচনশীল উপাদান, প্রস্তুত খাবার এবং অন্যান্য তাপমাত্রা-সংবেদনশীল আইটেমগুলির দক্ষ এবং নিরাপদ স্টোরেজের জন্য আইআরসিটিসি-র বেস রান্নাঘরে ঠান্ডা ঘর রয়েছে। ঠান্ডা কক্ষগুলি কম তাপমাত্রা সহ একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ প্রদান করে, একটি বর্ধিত সময়ের জন্য সঞ্চিত আইটেমগুলির তাজা এবং গুণমান সংরক্ষণ করে। আইআরসিটিসি তাদের বেস রান্নাঘরে উন্নত সরঞ্জাম ব্যবহার করে চাল ফুটানোর মেশিনের মতো মানসম্পন্ন খাবারের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে যাতে প্রচুর পরিমাণে ভাত রান্নার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয় এবং অভিন্ন রান্না এবং তাপমাত্রা ও সময়ের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা যায়, যার ফলে খাবারের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে ভাত রান্না করা যায়। ট্রেনে পরিবেশন করা হয়। সময় বাঁচাতে এবং দক্ষতা বাড়াতে, আলু কাটার মেশিন ব্যবহার করে। এই মেশিনগুলি আলু কাটা এবং কাটার কাজকে স্বয়ংক্রিয় করে, আকার এবং আকৃতিতে অভিন্নতা নিশ্চিত করে। এই সরঞ্জামগুলি আলু, যেমন তরকারি, বিরিয়ানি এবং স্ন্যাকস অন্তর্ভুক্ত খাবারগুলিতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। খাবারগুলি স্বাস্থ্যবিধি, স্বাদ এবং উপস্থাপনার প্রয়োজনীয় মানগুলি পূরণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য বেস রান্নাঘরটি কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখে। প্রশিক্ষিত সুপারভাইজাররা খাদ্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলার গুণমান বজায় রাখার জন্য সার্বক্ষণিক চেক পরিচালনা করে সমগ্র খাদ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। আইআরসিটিসি দ্বারা নিযুক্ত তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলি খাদ্য তৈরির এলাকার গুণমান এবং পরিচ্ছন্নতা এবং সামগ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়া মূল্যায়নের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা পরিচালনা করে। আইআরসিটিসি তাদের খাবার তৈরিতে বাজরা চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় মিষ্টি অফার করে। এই মিষ্টির মধ্যে রয়েছে যেমন গুলাব জামুন, রসগুল্লা, জেলেবি, বরফি এবং আরও অনেক কিছু। আইআরসিটিসি যাত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব দেয় এবং ক্রমাগত তাদের খাদ্য অফার উন্নত করার চেষ্টা করে। তারা খাবারের গুণমান, স্বাদ এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে যাত্রীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে। এই প্রতিক্রিয়া আইআরসিটিসিকে তাদের মেনু সংশোধন করতে সাহায্য করে।

ছাত্রকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেল হেফাজত মাদ্রাসা শিক্ষকের

ঢাকা, ১২ জুলাই ঃ বাংলাদেশের কুমিল্লার লালমাইয়ে ১২ বছর বয়সী এক শিশুছাত্রকে যৌন নির্যাতের অভিযোগে ধৃত সফিকুল ইসলাম ওরফে সিদ্দিকুর রহমান সাগর (২২) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। বুধবার দুপুরে ওই শিক্ষককে কুমিল্লার আদালতে তোলা হয়। মঙ্গলবার (১১ জুলাই) বিকেলে উপজেলার পেরুল উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কার্যালয় থেকে ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। পরে ওই দিন রাতেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে শিশুটির পরিবার। অভিযোগে জানা যায়, কয়েক দিন ধরেই যৌন নির্যাতের শিকার হয় মাদ্রাসার ওই ছাত্র। পরে শিশুটি বাড়িতে গিয়ে তার মাকে ঘটনাটি জানায়। এরপর শিশুর মা এই ঘটনায় প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ দায়ের করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান এ এস এম কামাল হোসেন দুলাল ও স্থানীয় ইউপি সদস্যদের উপস্থিতিতে পুলিশকে বিষয়টি অবগত করলে লালমাই থানা পুলিশ অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে গ্রেফতার করে। লালমাই থানার ওসি মোহাম্মদ হানিফ সরকার বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ওই শিক্ষককে বুধবার দুপুরে আদালতে হাজির করলে বিচারক তাকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বনকর্তা গ্রেফতার

অসম, ১২ জুলাই ঃ ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন (ডিসিএ) গোয়েন্দারা মঙ্গলবার (১১ জুলাই) আসামরাজ্যের নগাঁও জেলার এক বনকর্তাকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তির নাম নেপাল চন্দ্র মন্ডল সহকারী বন সংরক্ষক। উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। টিপি (চালান) ইস্যু করার জন্য অভিযোগকারীর কাছ থেকে ঘুষ দাবি করার পর তাকে ধরা হয়।

Name Change

Shyamal Kumar Debnath (old name) S/O Late Kamal Debnath Residing at janai sasmal para , PS - Chanditala , PO- Janai, District - Hooghly, Pin- 712304 , West Bengal INDIA, I have Change my name to (shall Henceforth be known as) Shyamal debnath vide an affidavit sworn before the notary public, at Hooghly Janai 30/06/2023 Shyamal debnath and Shyamal Kumar Debnath both are same and one Identical person.

Name Change

I, Debisha Dey, D/O Debashish De and Manashi Hazra (De), residing at 33 Fakir Para Road, P.O- Behala, P.S- Parnasree, Kolkata- 700034, and Debisha De are same person (Affidavit No.- 2191 Date- 20/04/2023 Metropolitan Magistrate, Calcutta).

Name Change

I P P MUKHERJEE S/O S K MUKHERJEE R/O 283 NETAJI SUBHASH BOSE ROAD, JADAVPUR, KOLKATA- 700047 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTHA PRATIM MUKHERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/07/2023.P P MUKHERJEE AND PARTHA PRATIM MUKHERJEE ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BISWAJEET KUNDU (old name) S/O BIMAL KUNDU Presently residing at 16, Shibdurga Colony, Ram Kanai Goswami Street, PO & PS-Santipur, Pin- 741404 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) BISWAJIT KUNDU, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. BISWAJEET KUNDU and BISWAJIT KUNDU both are same and one identical person.

Name Change

I, LIAKAT MONDOL (old name) S/O IDRIS ALI MONDOL Presently residing at Vill & PO-Baratajpur, PS- Chanditala, Dist- Hooghly- 712306 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) LIYAKAT ALI MONDOL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. LIAKAT MONDOL and LIYAKAT ALI MONDOL both are same and one identical person.

Name Change

I, REHANA BIBI W/O SK MOHABBUBAR ALAM Presently residing at Vill- Kolupukur, PO-Hatni, PS-Pandua, Hooghly- 712134 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name MD REHAN instead of REHAN ALAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. REHAN ALAM and MD REHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, Debu guchait (old name) S/O Nimai chandra guchait Presently residing at 11, ramkrishna Acharya lane salkia howrah 711106 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Debasis guchait, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. Debu guchait and Debasis guchait both are same and one identical person.

Name Change

I, MAHABUB ALAM (old name) S/O SEKH JAMAL UDDIN Presently residing at Vill- Kolupukur, PO- Hatni, PS-Pandua, Hooghly-712134 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK MOHABBUBAR ALAM, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 10/05/2023. MAHABUB ALAM and SK MOHABBUBAR ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, AYUSHI KHAITAN (old name) D/O SATNARAIN AGARWAL Presently residing at 31/1/3 RAMKRISHNA SAMADHI ROAD P.S.PHOOLBAGAN KOLKATA PIN:700054 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AYUSHI AGARWAL, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 12/07/2023. AYUSHI KHAITAN and AYUSHI AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change

I, QURAISH BHILWARAWALA (old name) S/O ZAKIUDDIN BHILWARAWALA Presently residing at 27, Christopher Road, Ekta Floral, Block-2, Flat-D, 9 th Floor, PS- Tangra, Kolkata-700046 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) QURAISH Z BHILWARAWALA, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/07/2023. QURAISH BHILWARAWALA and QURAISH Z BHILWARAWALA both are same and one identical person.

Name Change

I, DEVRAJ DEB alias DEBRAJ DEB (old name) S/O LALA ABHIJIT DEB Presently residing at T28/4G, Genexx Valley, PO- Joka, PS- Haridevpur, Kolkata- 700104 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) LALA DEBRAJ DEB, vide an affidavit sworn before 1 ST Class Judicial Magistrate at Alipore on 12/07/2023. DEVRAJ DEB, DEBRAJ DEB and LALA DEBRAJ DEB both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJESH SHAW (old name) S/O KALICHARAN SHAW Presently residing at 50, North Station Bye Lane, Panihati, Agarpara, North 24 Pgs- 700109 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJESH KUMAR SHAW, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/07/2023. RAJESH SHAW and RAJESH KUMAR SHAW both are same and one identical person.

মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩ টি আসন দখল করল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই ঃ এবারের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচনে বিরোধী দল বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল শাসকদল তৃণমূল। মালদা জেলা পরিষদের মোট ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩ টি আসন দখল করল তৃণমূল। ৬ টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। বাকি ৪ টি আসন পেয়েছে বিজেপি। বুধবার সকালে সম্পন্ন হয় মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল। আর জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণা হতেই এখন থেকেই সভাধিপতি কি হবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে জোর আলোচনা। যেহেতু এবারে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নির্বাচনে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির আসনটি মহিলা তপশিলি জাতিসংরক্ষিত। সুতরাং জেলা পরিষদের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই সভাধিপতি হিসেবে নাম উঠে আসছে ইংরেজবাজারের ৩৩ নম্বর মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের বিজয় প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের। এছাড়াও সভাধিপতি দৌড়ে রয়েছে চাঁচোলের ২৪ নম্বর আসনের মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী মঙ্গলি চৌধুরী এবং মানিকচকের ২৮ নম্বর আসনের তৃণমূলের বিজয়ী প্রার্থী কবিতা মন্ডলের। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, যেহেতু তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির মনোনীত প্রার্থী ২৪ নম্বর আসনের লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং তিনি তপশিলি জাতিভুক্ত। সুতরাং তৃণমূলের ইংরেজবাজারের ৩৩ বিজয় প্রার্থী এখন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির দৌড়েই অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। এখন শুধু মালদা জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের অপেক্ষায় রয়েছে দলীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, মালদা জেলা পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় দখল করেছে তৃণমূল। ৪৩ টি আসনের মধ্যে ৩৩ টি আসন পেয়েছে তৃণমূল। যেহেতু এবারে মহিলা সংরক্ষিত তপশিলি জাতির সভাধিপতির পদটি রয়েছে। এক্ষেত্রে কয়েকজন মহিলা তৃণমূল প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিষয়টি ঠিক করবে রাজ্য নেতৃত্ব। আমরা বিজয়ী প্রার্থীদের তালিকা ইতিমধ্যে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সারারাত ধরে জেলা পরিষদ আসনের গননা হয় জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে। জেলার মোট জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৪৩ ইংরেজবাজার ব্লকের তিনটি আসনসহ মোট ৩৩ টি আসন দখল করেছে তৃণমূল। ৬ টি আসন দখল করেছে কংগ্রেস এবং ৪ টি আসন দখল করেছে বিজেপি। এর পাশাপাশি বহু পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছে তৃণমূল। রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি মালদা জেলাতেও তৃণমূলের জয়জয়কার। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে প্রতিটি ব্লকের গণনা কেন্দ্রে শুরু হয় গণনা প্রক্রিয়া। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের গণনা, এরপর পঞ্চায়েত সমিতির গণনা এবং সবশেষে গণনা শুরু হয় জেলা পরিষদ আসনের। ব্যালট গোনা হয় সারা রাত ধরে। প্রতিটি গণনা কেন্দ্রে মোতায়েন ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ। গণনা কেন্দ্রে কোনোরকম অশান্তির খবর পাওয়া যায় নি। তবে জেলা পরিষদ আসনের ফলাফল ঘোষণা করতে বুধবার সকাল হয়ে যায়। বুধবার সকালে জেলা পরিষদের জয়ী প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন ইংরেজবাজার ব্লকের বিডিও সৌগত চৌধুরী। জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নমূলক প্রকল্পের প্রচার করে জনসমর্থন পেয়েছেন তাঁরা। আগামী দিনে মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুকুর থেকে উদ্ধার বোমা ভর্তি ব্যাগ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ জুলাই ঃ নদীয়া জেলার ছাপরা থানার অন্তর্গত শিকরা স্কুল এলাকায় একটি পুকুরে স্নান করার সময় স্থানীয় এক মহিলা বোমা ভর্তি ব্যাগ দেখতে পায়। বুধবার সকালে বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই মহিলা যখন পুকুরে স্নান করছিলেন, তখন তিনি জলে একটি ব্যাগ দেখতে পান। ওই ব্যাগের ভিতরে পাঁচটি সুটলি বোমা ছিল। ঘটনার খবর এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমাগুলো উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের দিন এলাকায় প্রচুর বোমা উদ্ধার হয়।

বিকল ডিজিটাল এক্স-রে মেশিন, সমস্যায় রোগীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ মিটলো না জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডিজিট্যাল এক্সরে করার সমস্যা! কর্তৃপক্ষ নাম মোবাইল নম্বর লিখে রেখে দিচ্ছেন। মেশিন ঠিক হলেই রোগীদের ফোন করে ডেকে নেওয়া হবে। এখন ফোনের অপেক্ষায় রোগী ও রোগীর আত্মীয় স্বজনরা। কবে এই অসহায় মানুষ গুলো হাসপাতালের তরফে ফোন পান সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই দুরাবস্থা প্রসঙ্গে এক্সরে বিভাগের কর্মী জানান, অনেক দিন থেকেই খারাপ মেশিন ওপর মহলকেও জানানো হয়েছে। এদিকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কায়েত পাড়া থেকে এক্সরে করাতে আসা গৌরী রায় সহ অনেকে এসেই জানতে পারেন মেশিন খারাপ, ফোন নম্বর দিয়ে এখন অপেক্ষা কবে মেশিন ঠিক হবে। অ্যাডিশনাল মেডিকেল সুপার এনটেনডেন্ট ডাক্তার সুরজিত সেন জানান, ডিজিটাল এক্স-রে মেশিনের সমস্যা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী জনগণের জন্য কাজ করেন, তাই জনগণ তাকে আবারও উন্মুক্ত হৃদয়ে স্বাগত জানিয়েছেন - পাপিয়া ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ জুলাই ঃ নির্বাচনে কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি, মানুষ স্বইচ্ছায় ভোট দিয়েছে, শিলিগুড়িতে বললেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। নির্বাচনে কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি, মানুষ স্বইচ্ছায় ভোট দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের জন্য কাজ করেন তার জন্যই এই ফলাফল। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনি বললেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। বুধবার দুপুরে শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। তিনি বলেন, কয়েকদিন ধরে টিভিতে দেখা যাচ্ছে ছাপ্পা ভোটের কথা উঠছে। কোথাও কোনো ছাপ্পা ভোট হয় নি। মানুষ নিজের ইচ্ছায় ভোট দিয়েছে।

বিডিওকে নিগ্রহের অভিযোগ বিজেপির দেবশ্রীর বিরুদ্ধে, আলোড়ন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ১২ জুলাই ঃ পঞ্চায়েত ভোটের গণনা চলাকালীন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বনাম বিডিও-র তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর দেখা দেয় উত্তর দিনাজপুরে। বুধবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন হয়। অভিযোগ, তৃণমূলকে গণনায় কারচুপি করতে সাহায্য করছেন বিডিও। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ের মুখে এসেও হেরে গিয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থীদের জিতিয়ে দিচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। এই অভিযোগে ঘরে ঢুকে বিডিওকে মারধরের অভিযোগ ওঠে বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী এবং তাঁর কিছু সঙ্গীর বিরুদ্ধে। আহত বিডিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রায়গঞ্জের সাংসদ। অন্য দিকে, তাঁদের 'দৃষ্টান্তমূলক সাজা'র দাবি করেছে তৃণমূল। বুধবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ ব্লকের গণনাকেন্দ্রে উপস্থিত হন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী। তাঁকে সামনে পেয়ে ভোটের গণনা নিয়ে অভিযোগ জানাতে থাকেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। দেবশ্রী বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকারকে নিয়ে চলে যান গণনাকেন্দ্রে। খোঁজ নেন, বিডিও কোন ঘরে রয়েছেন। গণনায় কারচুপি, ব্যালট বাক্স বদল-সহ একাধিক অভিযোগে বিডিও শুভজিত মণ্ডলের ঘরে ঢুকে তীব্র বাদানুবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, বিডিওর সামনে থাকা টেবিল উল্টে দেন বিজেপি সাংসদের সঙ্গীরা। বিডিওর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা তাঁকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে ঘিরে ধরেন। যদিও তার পরেও বিডিও আহত হন বলে খবর। চিকিৎসার জন্য তাঁকে রায়গঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

অনুব্রত না থাকায়, তৃণমূল অনেক জায়গাই ব্যাকফুটে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ জুলাই ঃ ভোট বাক্সে ফল টেনে আনতে অনুব্রত স্টাইল বাংলায় মডেল ছিল। দলনেত্রী সেটা বুঝেই কোর কমিটি গঠন করেছিলেন। কিন্তু শূন্যতা থেকে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের ডাক সাইটে নেতা তথা নির্বাচনী ঘোড়া যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশি ঘেরাটোপে থেকেও পুরনির্বাচনে চকমা দিতে পারে। সেই অনুব্রত বর্তমানে তিহার জেলে বন্দী। স্বাভাবিকভাবে সেকারণেই, নলহাটি এক, দুই এবং রামপুরহাট মহকুমার কিছু জায়গাই বাম কংগ্রেস জোট মাথা চাড়া দিয়েছে, বলে মত ফবর প্রাক্তন বিধায়ক দীপক চট্টোপাধ্যায়ের। যদিও এদিন তিনি বলেন, এবারও ছাপ্পা হয়েছে, মনোনয়নে বাধা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল মাঠে নামে নি, তবে পুলিশ সেই কাজটা করেছে। তবে, তেরো সালে নির্বাচন কমিশনার মীরা পাণ্ডে সুদক্ষ বা কঠোরভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন চাইলেও, পারেন নি। তখন অনুব্রত মণ্ডল বিরোধীদের বোম মারার নিদান দেন। আঠারো সালে নির্বাচনই হতে দেওয়া হয় নি। মুখে কাপড় ও লাঠি হাতে নেমে পড়ে তৃণমূলের বাইকবাহিনী। তাই নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো, বলা যেতে পারে। তাই তেরো সালে নলহাটি বাই ইলেকশনে ফব প্রার্থী ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের আব্দুর রহমানকে হারিয়েও, মে মাসের নির্বাচনে নলহাটিতে বাম কিছু করতে পারে নি। তবে, এই পরম্পরা কিন্তু শুরু বাম আমলেই, এমন উদাহরণ আছে। দুই হাজার আট সালে দুই একটি ব্লকের উদাহরণ দেখলেই পরিষ্কার হবে। আট সালে বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকে চব্বিশটি আসনের মধ্যে চব্বিশটি যায় বামদের দখলে। তৃণমূল শূন্য। ২০১৩ সালে ওই ব্লকে পালাবদলের পর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। পঞ্চায়েত সমিতির বর্ধিত আসনে তৃণমূল পঁচিশে চব্বিশ এবং বামদল এক। নানুর ব্লকে বাইশের মধ্যে বাম উনিশ এবং তৃণমূল শূন্য। তেরোতে তৃণমূল বত্রিশে বত্রিশ এবং বাম শূন্য। ইলামবাজারেও বাইশ আসনে উনিশ বাম এবং তৃণমূল শূন্য। তেরোতে একই ঘটনার অভিযোগ, পঁচিশে পঁচিশ তৃণমূল এবং বাম শূন্য। অর্থা বামেদের ঐতিহ্য সর্বাত্বক এবং আরও ব্যাপক আকারে গৃহীত হয় জেলায়। আর সেটাই ছিল অনুব্রত মডেল। আর তাই ২০২৩ -র পঞ্চায়েত নির্বাচনে বীরভূমের কয়েকটি এলাকায় শাসক বিরোধী শক্তি জোট বাঁধতে সক্ষম হয়। তারমধ্যে নলহাটি অন্যতম। বাম কংগ্রেস ভালো ফল করে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই ব্লকের অধিকাংশ জায়গায় বাম কংগ্রেস জোট পঞ্চায়েত গঠন করবে। নলহাটি ২ নং ব্লকের অধীন মোট ৬ গ্রাম পঞ্চায়েত। ঘোষিত নির্বাচনী তথ্য অনুযায়ী, তার মধ্যে বারা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে ২২ টি আসনের মধ্যে বাম কংগ্রেস পেয়েছে ১২ টি। তৃণমূল কংগ্রেস দশটি। বারা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭ টি আসনের মধ্যে বাম কংগ্রেস জোট পেয়েছে ১৪ টি। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৩টি আসন। ব্লকের ভদ্রপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত, ভদ্রপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত, শীতলগ্রাম পঞ্চায়েত এবং নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস স্বস্তিতে। এখানে বোর্ড গঠন করার জায়গাই তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, নলহাটি ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি দখলে থাকলো কিন্তু শাসক দলের হাতেই। কারণ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সর্বমোট আসন সংখ্যা দাঁড়ালো ১০ টি। বাম কংগ্রেস জোটের আসন সংখ্যা দাঁড়ালো ৭ টি, বিজেপি ১টি। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যা ১৮ টি। ব্লকের প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি করে আসন। নলহাটি ২ নং ব্লকের বীরভূম জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ২টি। তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জোট প্রার্থীর চেয়ে আঠারোশোর বেশি ভোটে জয়ী হন জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য বেলুয়া গ্রামের বাসিন্দা নাগর চন্দ্র কোনাই। আরেকটি আসনে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী নলহাটি ২ নং ব্লক কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সাব্বির হোসেন জয় ৩ হাজার পঁইত্রিশ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রানাকে পরাজিত করেন।

অনন্ত মহারাজকে সঙ্গী করে কলকাতার পথে নিশীথ প্রমানিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ জুলাই ঃ গতকালই বার্তা স্পষ্ট হয়েছিল আজ তাতে শিলমোহর পড়ল। বুধবার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক অনন্ত মহারাজকে সঙ্গী করে রওনা দিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামীকাল রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেবেন জি সি পি এস সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনন্ত মহারাজ স্বীকার করে নেন পদ্মফুল শিবির তাকে রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাতে তার সায় রয়েছে। এমতাবস্থায় বুধবার সকালেই রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য তালিকা প্রকাশিত করে পদ্ম শিবির আর তাতেই জ্বলজ্বল করছিল অনন্ত মহারাজের নাম। একপ্রকার সবার অলক্ষেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অনন্ত মহারাজকে সঙ্গী করে পাড়ি দিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। আগামীকাল তার মনোনযন পত্র জমা দেওয়ার কথা। রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য এর আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মিঠুন চক্রবর্তী এমনকি সকলের প্রিয় দাদা তথা সৌরভ গাঙ্গুলীর নাম ও সামনে আসে তবে শেষ পর্যন্ত পদ্ম শিবির অনন্ত মহারাজের নাম ঘোষণা করে। রাজনৈতিক মহলের মতে এর নেপথ্যে মূল কারিগর কোচবিহারের সাংসদ তথা দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। কোচবিহার মূলত রাজবংশী প্রাধান্যভুক্ত জেলা যদিও উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের একটা বিপুল পরিমাণ ভোট রয়েছে। এই ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের ঝুলিতে রাখতেই পদ্ম শিবিরের মাস্টার্স স্ট্রোক এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের। এর আগে বারংবার বেশ কিছুদিন ধরেই অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব তবে শেষ পর্যন্ত অনন্ত মহারাজকে নিজেদের ঝুলিতে পুড়লো পদ্ম শিবির যার নেপথ্যে কারিগর নিশীথ প্রামাণিক। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন তার আগে রাজবংশী ভোট এক কথায় বিজেপির হাতেই রইল এমনটাই মত ওয়াকিবহুল মহলের। তবে বারবার অনন্ত মহারাজ দাবী করে এসেছেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজ্যসভার সাংসদ পদে তিনি যদি শেষ পর্যন্ত বসেন তবে কি সেই দাবিতে জল ঢাললো পদ্ম শিবির নাকি নতুন করে সাংসদে এ বিষয়ে আওয়াজ তুলবে অনন্ত মহারাজ এই প্রশ্ন এখন সর্বত্র। যদিও তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে আরো বেশ কিছুটা সময়। যদি এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসক শিবির এই প্রসঙ্গে কোচবিহার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ তথা রাজ্যের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন - তিনি খেটে খাওয়া রাজবংশী মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিজেকে মহারাজে ভূষিত করেছেন। বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য বারে বারে তাকে ব্যবহার করেছেন এবার সরাসরি রাস্তায় নামাচ্ছেন এবং মহারাজেরও ভন্ডামীর মুখোশ খুলে গিয়েছে। তিনি আরো বলেন মহারাজ কিছুদিন আগে বলেছিলেন আমি মানুষকে পুতুল বানাবো এবার তিনি নিজেই পুতুল হযে গেলেন রাজনৈতিক মঞ্চে। যদিও এই নিয়ে মহারাজের কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি তবে তিনি টেলিফোনে জানিয়ে দেন বাকি সব কথা ফিরে এসে হবে।

জলের তোড়ে ভাঙল বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ১২ জুলাই ঃ রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে ভেঙে গেল নির্মীয়মাণ মহাসড়কের বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন। মঙ্গলবার রাতেই ডাইভারশনের ওপর দিয়ে জল বইতে থাকে। বুধবার সকালেই জলের তোড়ে একাধিক জায়গায় ডাইভারশন ভেঙে যায়। তাই এদিন সকাল থেকেই ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কোনও যানবাহন চলাচল করতে পারছে না। স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির জেরে ডাইভারশন ভেঙে গেল। এখন কতদিন পর যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এখন স্কুলও খোলা। তাই পড়ুয়ারাও স্কুলে যেতে পারবে না। এই নিয়ে অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ। তবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে। জল কমলেই দ্রুত বুড়িতোর্ষা ডাইভারশন সারাই করা হবে।

সাতটারি গ্রামে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই ঃ ভোট পরবর্তী হিংসা এড়াতে তৎপর রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

বুধবার সকালে ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি গ্রামে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরদের নিয়ে সাতটারি এলাকার বিভিন্ন বুথ ও স্পর্শকাতর এলাকায় রুট মার্চ করেন মিল্কী ফাঁড়ি পুলিশের এ.এস.আই আরশেদ হোসেন। পাশাপাশি এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন জওয়ানরা। উল্লেখ্য পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির ছবি দেখা দিয়েছে সারা বাংলা জুড়ে। তাই এলাকায় কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতেই এই রুটমার্চ বলে পুলিশ সূত্রে খবর। যদিও ভোট পরবর্তী হিংসা এড়াতে পশ্চিমবঙ্গে আগামী আরও ১০ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

বিজয়ী প্রার্থীদের শংসাপত্র না দেওয়ায় রাস্তা অবরোধ করলেন সাংসদ, বিধায়করা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ জুলাই ঃ উইনিং প্রার্থীদের সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ ও ভোট গণনা কেন্দ্রের

সামনে অবস্থান বিক্ষোভ উত্তর মালদা এমপি, বিধায়ক সহ বিজেপি কর্মীরা, তৃণমূলের দালাল চোর বিডিও স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। উত্তর মালদা সংসদ খগেন মুর্মু জানিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৪ নং আসনের সোনালী টুডু ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় এই বিজেপি প্রার্থীদের উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার অভিযোগ তুলে বুধবার সকাল বেলা হবিবপুর ব্লকের মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মীরা ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী আসে এবং পথ অবরোধ উঠিয়ে দেয় এবং পরে বুলবুলচন্ডী জিএসভি হাই স্কুল ভোট গণনা কেন্দ্রের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কিরেন বিজেপি কর্মীরা এরপরে মালদা জেলা পরিষদের ৩ নং আসনের দিপালী বলা এবং ৫ নং আসনের তারাশঙ্কর রায় কে উইনিং সার্টিফিকেট তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মালদা ৪ নং আসনের সোনালী টুডুকে উইনিং সার্টিফিকেট না দেওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে অবস্থান বিক্ষোভ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/85/010/2023-2024/R
Name of the work: **Renovation of Bustee privies by installing of commode at 128, 129, 137 M. L. Nehru Road, 1/3, 1/4, 1/5 MP 2nd Lane etc. in Ward No. 85.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,49,622.91.** Earnest money: ₹ **9,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/011/2023-2024/R
Name of the work: **Repairs to Bustee passage (IP & Paver block) at 13, 16, 4 to 9 Panditiya Road, 122/1D, 128, 129, 137 MLN Road, 1/3, 1/4, 1/5 Monohar Pukur 2nd Lane, 16 to 20 Dover Terrace etc. in Ward No. 85.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,925.86.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/072/08/2023-2024/R
Name of the work: **Repairing of M.H., G.P., C.P. and maintenance of sewer line at various Roads within Ward No. 72.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,852.23.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/09/2023-2024/R
Name of the work: **Removal of chokage at 1/3, 1/4, 1/5 Monohar Pukur 2nd Lane, 11 to 16/2 Dover Terrace, 20, 22 Monohar Pukur Road etc. in Ward No. 85.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,164.96.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **90 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/085/012/2023-2024/R
Name of the work: **Maintenance of sewerage system at different locations in Ward No. 85.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99,953.97.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **27.07.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** Date of opening of tender: **31.07.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/112/006/2023-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Maintenance of road by providing hot mix. at Nilgopal Park & surrounding areas, 106 Brahmapur Battala etc. disturbed by Water Supply Department in Ward No.-112.** Estimated amount (Including GST & CESS): ₹ **1,67,635.53.** Earnest money: ₹ **3,400.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2023 - 12 noon.** The tender will be opened on: **27.07.2023.** The bid forms and other details are available on and from **18.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/001/23-24
Name of the work: **Development of Bhabendra Nath Roy Chowdhury Sishu Uddyan at Brojomoni Debya Road in Ward No.-126.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,61,135.93.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/019/23-24
Name of the work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Brojomoni Debya Road, Paris Para Road, K. K. Roychowdhury Road, Sarkar Hat Lane, Talpukur Road, Khan Md. Road in Ward No.-126.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,55,467.36.** Earnest money: ₹ **9,200.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/009/23-24
Name of the work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Nabalia Para Road, Kalipada Mukherjee Road, Prasanta Roy Road, Kailash Ghosh Road, Raja Ram Mohan Roy Road, Bose Para Road etc. in Ward No. 123.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,78,693.13.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.07.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The tender will be opened on: **24.07.2023 - 12 noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/VII/59/5/23-24/B
Name of the work: **Maintenance of sanitary latrine at Mahendra Roy Lane, 42, 53 Tiljala Road and its surroundings area (Bustee) in Ward No. 59.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,18,451.75.** Earnest money: ₹ **4,400.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **21.07.2023 up to 12 noon.** Tender will be opened on: **24.07.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2023 at 6.55 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : VI/047/005/2023-2024/D
Name of the work: **Restoration of IPS footpath & passage disturbed by Water Supply Department and CESC LTD. etc. at 219, B. B. Ganguly Street, 25/A, Chandni Chawk Street etc. and surrounding area in Ward No. 047.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,16,378.00.** Earnest money: ₹ **8,400.00.** Period of completion: **60 days.**

(2) NIT No. : VI/047/010/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Construction of pits at different Bustee area and adjoining Bustee premises in Ward No.-047.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,88,862.00.** Earnest money: ₹ **9,900.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : VI/047/011/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Improvement of Bustee passage & footpath by C. Conc. & Paver block near 1, Robert Street, 3, Malanga Lane etc. in Ward No. 47.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,61,451.00.** Earnest money: ₹ **9,300.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : VI/051/009/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Improvement of damaged Bustee I.P. passage by providing concrete from 21 Hidaram Banerjee Lane to 23/2 Jeliapara Lane and adjacent area in Ward No.-51.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,49,029.00.** Earnest money: ₹ **9,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(5) NIT No. : VI/053/008/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Construction of new pits between two existing long distance pit at different Bustee premises and adjacent Bustee area in Ward No.-53.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,73,358.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **90 days.**

(6) NIT No. : VI/053/009/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Renovation of Bustee latrine at 53/2, Taltala Library Row, 17, Smith Lane etc. and surrounding Bustee area in Ward No.-53.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,75,717.00.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **90 days.**

(7) NIT No. : VI/054/005/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee passage (I.P & Concrete) at different places such as 2D Haralal Das Street, 5, 16, 25, 33 Cantopher Lane, 10/A M.I. Lane, 1/1, 39, 40, 47, S.S.A. Road, 1C, 32, 44 Ismail Street and adjacent area in Ward No.-54.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,454.00.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : VI/054/006/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of toilet & bath room at different Bustee area such as 3, 47 S.S.A. Road, 1/1, 12, 32 M.I. Lane, 6/4, P.B. Lane, 1C, 32 Ismail Street, 33 H.K.K. Road and adjacent area in Ward No.-54.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,733.00.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(9) NIT No. : VI/054/008/2023-2024/R/BUSTEE
Name of the work: **Improvement of Bustee sewer line at different places such as 55E, 38E Ismail Street, 1/1/H/8 S.S.A. Road, 4C Gope Lane and adjacent area in Ward No.-54.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,59,883.00.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **22.07.2023- 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 9).** Tender opened on: **24.07.2023 - 1 p.m. (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **12.07.2023 (6 p.m.) (For Sl. No. 1 to 9).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/120/011/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road at Bhupen Roy Road Bye Lane near Premises Nos. 112, 70/4, 77/1 etc. by C.C. pavement in Ward No.-120, BR-XIII.** Work value: ₹ **2,53,994.57.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/119/006/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of C.C. pavement at D.H. Road Bye Lane near Premises No. 13/4 in Ward No.-119.** Work value: ₹ **1,99,483.22.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **22.07.2023 (Up to 11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **24.07.2023 (11 a.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **14.07.2023 (From 5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/014/B6/23-24 (1st Call)
Name of the work: **Renovation of Bustee passage at 16/1/1H/53, B.B. Ghosh Sarani, 1/1/H/30, 41C/H/9 M.P. Road and its surrounding areas in Ward No.-14.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,76,734.49.** Earnest money: ₹ **5,600.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **25.07.2023 - 12 noon.** Date and time of opening of bid: **27.07.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **15.07.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

Corrigendum of **NIT No. - KMC/SWM-II/HQ/001/2023-24,** Tender ID: **2023_KMC_543360_1** of **SWM Department** published in this Newspaper (Key No. 372/23-24) on **04.07.2023**. Last date and time of submission of bid should be read as **22.07.2023 up to 1 p.m.** instead of 10.07.2023 up to 1 p.m.

(420/23-24)

কলকাতা লিগে বিশাল জয় মোহনবাগান ও মহামেডানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ কলকাতা লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে বড় জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ব্যারাকপুরের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস বনাম টালিগঞ্জ অগ্রগামী ম্যাচ। বাস্তব রায়ের ছেলেরা কি আজ জিততে পারবেন? নজর ছিল সেদিকে। জুনিয়র দল হলেও এই ছেলেরা দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করেছেন সিনিয়র দলের ফুটবলারদের সঙ্গে। ফলে তাদের মধ্যে বোঝাপড়া এবং খেলার টেকনিক আগে থেকেই তৈরি। তবে প্রথমে গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ডানদিক থেকে উঠে আসে টালিগঞ্জ। পেনাল্টি বক্সে পাস। মানস সরকার কার্যত ফাঁকা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর প্রাথমিক টাচ ভালো ছিল না। দীপেন্দুর গায়ে লেগে বলটা তাঁর পায়ে ফিরে আসে। ফিরতি বলে ভুল করেননি মানস। ২৪ মিনিটের মাথায় গোল শোধ

করে দেয় মোহনবাগান। তিনজনকে কাটিয়ে গোল করলেন নাওরেম। বাঁ-দিক থেকে টালিগঞ্জের পেনাল্টি বক্সে ঢুকে আসেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়। পেনাল্টি বক্সের মাথার ঠিক কাছে তিনজনকে কাটিয়ে শরীরের দুলকি চালে একেবারে প্রথম পোস্টের কোণে শট। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল পেল মোহনবাগান! বাঁ-দিকে থেকে দারুণ ক্রস। টালিগঞ্জের গোলের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে নিখুঁত হেডার হামতের। এরপর ৫২ মিনিটে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন কাশ্মীরি স্ট্রাইকার সুহেল বাট। এরপর আর টালিগঞ্জকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবুজ মেরুন আক্রমণের সামনে একের পর এক ভুল করতে থাকে টালিগঞ্জ ডিফেন্স। হামতে হ্যাট্রিক করেন। পাঁচ গোলের ব্যবধানে জয় পেয়ে মাঠ ছাড়ে মোহনবাগান। শেষ ২৫ মিনিট যে ফুটবল উপহার দিয়েছে বাস্তব রায়ের ছেলেরা সেটা আটকানোর ক্ষমতা ছিল না টালিগঞ্জ ডিফেন্সের। উইং, মিডল করিডোর দিয়ে টানা একের পর এক বল এসেছে টালিগঞ্জ ডিফেন্সে। মোহনবাগানের গতির সঙ্গে পেরে ওঠেনি টালিগঞ্জ। এদিন মরসুম শুরু করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ঘরের মাঠে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে নেমেছিল তারা। প্রথম ম্যাচেই বিশাল জয়। মহমেডান মাঠে গোলের পর গোল। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৪ গোল। হ্যাটট্রিক করেন বেনেস্টোন ব্যারেটো। হ্যাটট্রিক ডেভিডেরও। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবকে ৭-০ বিশাল ব্যবধানে হারাল মহমেডান।

‘চার নম্বরে রিঙ্কুকে খেলাও’

বিশ্বকাপের আগে কেন এমন যুক্তি যুবির?

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ দেশের মাঠে বিশ্বকাপ। রোহিত শর্মার ভারতীয় টিম যে অন্যতম ফেভারিট, তাতে আর আশ্চর্য কী! সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেশের প্রথম সারির সব প্রাক্তন ক্রিকেটারই বিরাট কোহলিদের ফেভারিট বলে ধরছেন। বলেই দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা যে, ভারত অন্তত সেমিফাইনাল যাবে। সত্যিই তা সম্ভব? কেউ কেউ কিন্তু উল্টো কথাও বলছেন। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁরা যে যুক্তি তুলে ধরছেন, তা মানলে কিন্তু ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কে বলছেন এমন? কেনই বা বলছেন এমন কথা? ২০১১ সালে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হয়েছিল। সে বার মহেন্দ্র সিং ধোনির টিম দ্বিতীয় বার বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেই টিমেরই এক সদস্য কিন্তু জোরের সঙ্গে বলে দিচ্ছেন, রোহিতের টিমের পক্ষে বিশ্বকাপ জেতা বেশ কঠিন। কোন যুক্তি তুলে ধরছেন ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার? ২০১১ সালের বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন যুবরাজ সিং। সেই তিনিই এ বার কিন্তু ততটা জোরের সঙ্গে বলতে পারছেন না যে, ঘরের মাঠে রোহিতের টিম চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। কী যুক্তি তাঁর? যুবির কথায়, ‘‘সততার সঙ্গে যদি বলতে হয়, আমি একেবারেই নিশ্চিত নই যে, ভারত এ বারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে। যে কোনও দেশভক্তের মতো আমিও বলতে পারি যে, ভারত এ বারের বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভাবলে কিন্তু দেখা যাবে, অনেক আশঙ্কা কাজ করছে। বিশেষ করে ভারতের মিডল অর্ডার চোটে জর্জরিত। ভারত বিশ্বকাপ জিততে না পারলে হতাশ হবই। কিন্তু এটাই বাস্তব ছবি।’’ ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ার, লোকেশ রাহুলদের মতো প্রথম সারির তিন ব্যাটারই চোটে ভুগছেন। বিশ্বকাপের আগে তাঁরা ফিট হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেরা ছন্দে কি দেখা যাবে? প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। জসপ্রীত বুমরার মতো কার্যকর বোলারেরও

রয়েছে চোট। তাঁরও মাঠে ফিরতে সময় লাগবে। বিশ্বকাপে কতটা ভয়ঙ্কর ফর্মে দেখা যাবে তাঁকে, তার উপর নির্ভর করছে ভারতের সাফল্য। শুধু তাই নয়, টিম কম্বিনেশনও এখন দাঁড়ায়নি ভারতের। সব মিলিয়ে ভারত স্বপ্ন দেখাতে পারছেন না যুবরাজের মতো ক্রিকেটারকে। টিম কম্বিনেশন নিয়ে যুবি বলছেন, ‘‘আমাদের হাতে রোহিতের মতো অভিজ্ঞ নেতা রয়েছে। ওকে কিন্তু টিম কম্বিনেশন ঠিক করতে হবে। ভারতের অন্তত ২০ জনের একটা পুল থাকা দরকার। যেখান থেকে সেরা ১৫ জনকে নেওয়া হবে বিশ্বকাপ টিমে। টপ অর্ডার নিয়ে তেমন চাপ নেই। কিন্তু মিডল অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন আছে। ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে ৪ ও ৫ নম্বর জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পন্থ আইপিএল টিমের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাট করে। জাতীয় টিমের হয়েও চার নম্বরে ওকে খেলানো উচিত। কিন্তু যা পরিস্থিতি তাতে, বিশ্বকাপে হয়তো খেলতেই পারবে না ও।’’ পন্থ যদি ফিট হতে না পারেন, তা হলে ৪ নম্বরে কাকে খেলানো যেতে পারে? যুবির মন্তব্য, ‘‘রিঙ্কু সিংকে চার নম্বরে খেলানো যেতে পারে। ওই জায়গাতে রিঙ্কু চমকার ব্যাটিং করে। একটা ম্যাচকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং স্ট্রাইক ঠিক রাখার কাজটা রিঙ্কু করতে পারে। আর সেই ভাবনা যদি টিম ম্যানেজমেন্টের থাকে, তা হলে কিন্তু রিঙ্কুকে আন্তর্জাতিক লেভেলে দ্রুত খেলাতে হবে। সুযোগ পেলে তবেই ও নিজেকে মেলে ধরতে পারবে।

মায়ামিতে পৌঁছে মেসি বললেন, ‘আমি বদলাব না’

আগেও অনেকবার মায়ামিতে এসেছেন লিওনেল মেসি। এই শহরে তার বাড়িও আছে। তবে এবারের আসা অন্যরকম। এখন তিনি স্রেফ অতিথি নন, এবার অবসর কাটাতেও আসেননি। এই শহরকেই তিনি এখন আপন করে নিয়েছেন, এই শহরের ক্লাবই তার বর্তমান ঠিকানা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের এবারের আগমণ পেশার টানে। গত দেড় যুগের বেশি সময় ধরে তার মধ্যে যে পেশাদারিত্ব দেখে আসছে ফুটবলবিশ্ব, ইন্টার মায়ামিতেও তা সবটুকু মেলে ধরতে চান এই মহাতারকা।

মায়ামি, ১২ জুলাইঃ পিএসজি থেকে বিদায়ের পর পরিবারসহ এতদিন ছুটি কাটাচ্ছিলেন মেসি। মঙ্গলবার তিনি পরিবার নিয়েই পা রাখেন মায়ামিতে। নিজেদের মাঠ ফোর্ট লডারডেইলের ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে আগামী রবিবার বিশেষ একটি আয়োজনে সাতবারের ব্যালন দ’র বিজয়ীকে বরণ করে নেবে ইন্টার মায়ামি। ইউরোপের ফুটবলে ১৯ বছর দাপিয়ে অবিশ্বাস্য সব কীর্তি ও রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে, আর্জেন্টিনার হয়ে কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ জয়ের পর, বর্ণাঢ্য কেরিয়ারে ব্যক্তিগত ও দলীয় সম্ভাব্য সব অর্জন ধরা দেওয়ার পর নিজেকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করা কঠিন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে, যেখানে চ্যালেঞ্জ অনেক কম, পারিপার্শ্বিকতা ভিন্ন। তারকা ফুটবলাররা তো এখানে আসেন মূলত কেরিয়ারের গোধূলিতে। তবে মেসির দৃষ্টিভঙ্গি এখানে ভিন্ন। কেরিয়ারের নতুন অধ্যায়েও আগের মতোই তাড়না নিয়ে মাঠে নামবেন, মঙ্গলবার আর্জেন্টিনার একটি টিভি চ্যানেলকে বললেন ৩৬ বছর বয়সি মহাতারকা। ‘‘আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা নিয়ে আমি খুশি। নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে আমি প্রস্তুত ও মুখিয়ে আছি। এখানেও আমি বদলাব না। আমার মানসিকতা ও ভাবনা একটুও বদলাবে না। আমি যেমনই হই না কেন, অবশ্যই চেষ্টা করব নিজের জন্য ও ক্লাবের জন্য আমার সবটুকু ঢেলে দিতে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করে যেতে।’’ ইন্টার মায়ামি বিবৃতিতে জানায়, মেসিকে বরণ করে নেওয়ার রাতে স্টেডিয়ামের দর্শকদের জন্য বিনোদনের নানা আয়োজন থাকবে। ক্লাবের মরসুমি টিকিটধারীদের জন্য এই আয়োজন থাকবে উন্মুক্ত। ইন্টার মায়ামিতে মেসি সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন বার্সেলোনায় অনেক লড়াইয়ের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী সের্হিও বুসকেতস ও কোচ হিসেবে পাচ্ছেন বার্সেলোনা ও আর্জেন্টিনার প্রাক্তন কোচ জেরোর্দো মার্তিনোকে। নতুন ক্লাবের হয়ে মেসি প্রথম মাঠে নামতে পারেন আগামী ২১ জুলাই, লিগস কাপের ম্যাচে মেক্সিকান ক্লাব ক্রুস আসুলের বিপক্ষে।

পাকিস্তানে খেলতে যাবে না ভারত

কড়া বার্তা বিসিসিআইয়ের, শীঘ্রই প্রকাশ হবে এশিয়া কাপের সূচি

মুম্বই, ১২ জুলাইঃ এশিয়া কাপে পাকিস্তানে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ভারতীয় বোর্ড। এখনও এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশিত না হওয়ায় নানা জল্পনা চলছিল। এশিয়া কাপ আর ওডিআই বিশ্বকাপকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টায় ছিল পিসিবি। পাক ক্রিকেট বোর্ডের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেল মেনেই এ বারের এশিয়া কাপ হবে। আগে পিসিবি জানিয়েছিল, বিনা শর্তে তারা ভারতে এ বছরের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে আসবে। পরবর্তীতে যদিও বেঁকে বসে বাবর আজমের দেশের ক্রিকেট বোর্ড। তারা দাবি তোলে টিম ইন্ডিয়া যদি এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে না আসে, তা হলে বাবরদেরও ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপে না খেলাই উচিত। যদিও পিসিবির কোনও চালই কার্যত মেনে নেয়নি বিসিসিআই। বরং রজার বিনির বোর্ড পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে এশিয়া কাপে খেলতে পাকিস্তানে কোনও মতেই যাবে না ভারত। মঙ্গলবার, ১১ জুলাই আইসিসির বৈঠক ছিল। তারই ফাঁকে সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল জানিয়েছেন এশিয়া কাপের সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তা প্রকাশ্যে আসবে। বর্তমানে ডারবানে রয়েছেন অরুণ ধুমাল। সেখান থেকেই তিনি জানিয়েছেন, পিসিবির প্রধান জাকা আশরফের সঙ্গে কথা হয়েছে বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহর। এবং তাঁদের মধ্যে এশিয়া কাপের সূচি নিয়ে কথা হয়েছে। অরুণ ধুমাল আরও জানান, লিগ পর্বের ৪টি ম্যাচ পাকিস্তানে হবে। বাকি ৯টি ম্যাচ হবে

শ্রীলঙ্কায়। সেখানেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে। আর যদি ভারত ও পাকিস্তান ফাইনালে ওঠে তা হলেও সেই ম্যাচটি হবে শ্রীলঙ্কায়। কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের ক্রীড়ামন্ত্রী এহসান মাজারি বলেছিলেন যে ভারত পাকিস্তানে খেলতে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি। যদিও সেই মন্তব্য উড়িয়ে দিয়েছেন অরুণ ধুমাল। তিনি বলেন, ‘‘এমন কোনও আলোচনাই হয়নি। ভারতীয় দল বা বিসিসিআই সচিব কেউই পাকিস্তানে যাচ্ছে না। যেটা প্রচারিত হয়েছে, সেটা সত্যি নয়।’’ শ্রীলঙ্কার ডাম্বুলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। ঘরের মাঠে পাকিস্তান খেলবে নেপালের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানে হওয়া বাকি তিনটি ম্যাচ হল আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ বনাম শ্রীলঙ্কা এবং শ্রীলঙ্কা বনাম আফগানিস্তান।

‘পঞ্জাব দা পুত্তর’ প্রভসুখন গিল এ বার ইস্টবেঙ্গলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ জুলাইঃ লাল-হলুদে এ বার বড় চমক। কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে বিরাট অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে প্রভসুখন সিং গিলকে দলে নিল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে এই খবর খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। ২২ বছরের এই পঞ্জাব তনয়ের সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তি করল লাল-হলুদ। লাল-হলুদে যোগ দিয়ে প্রভসুখন সিং গিল জানান, এই শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে যোগ দিয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্যবাহী জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন প্রভসুখন। তাই তিনি আপ্লুত। একইসঙ্গে প্রভসুখন জানান, তিনি মাঠে নামলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেবেন এবং ফ্যানেদের আনন্দ দেবেন। এক সময় ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সিনিয়র স্তরে ডেবিউ হয়েছিল প্রভসুখনের। সেই কথা মনে করে তিনি জানান, ২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধ তাঁর সিনিয়র স্তরে অভিষেক হয়েছিল। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। তখন প্রভসুখন সিং গিল মনে মনে ভেবেছিলেন, যদি ইস্টবেঙ্গলে খেলার সুযোগ পেতেন.. এখন পঞ্জাব তনয়ের সেই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। এ বার দেখার মশালবাহিনীতে তিনি কেমন

পারফর্ম করেন। ২০১৯ সালে বেঙ্গালুরু এফসিতে প্রভসুখনের আইএসএল ডেবিউয়ের সময় তাঁকে কাছ থেকে দেখিছিলেন কার্লোস কুয়াদ্রাত। এখন তিনি ইস্টবেঙ্গলের হেড কোচ। প্রভসুখনের লাল-হলুদে যোগ দেওয়ার পর কোচ কার্লোস জানান, গোলকিপার হিসেবে প্রভসুখনের উন্নতি দেখে তিনি আপ্লুত। ২০২১-২২ মরসুমের আইএসএলে প্রভসুখন গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছিলেন। সে কথা উল্লেখ করে কার্লোস বলেন, ‘‘ও যে গোল্ডেন গ্লাভস জিতেছে, সেটাই প্রমাণ করে গোলকিপার হিসেবে ও কতটা উন্নতি করেছে। আমি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার পর থেকে ওর সঙ্গে কাজ করতে চাইছিলাম। আমি ক্লাব ও ইনভেস্টরদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যে তারা ওকে দলে নিয়ে এসেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ও ইস্টবেঙ্গলের ভবিষ্যতের প্লেয়ার। আর ফ্যানেদের ও হতাশ করবে না।’’

নেটে ফিরলেন, এশিয়া কাপেই কি কামব্যাক শ্রেয়সের?

বেঙ্গালুরু, ১২ জুলাইঃ এ বছরের এশিয়া কাপ নাকি ওডিআই বিশ্বকাপ? টিম ইন্ডিয়ার তারকা ক্রিকেটার শ্রেয়স আইয়ারের ২২ গজে কামব্যাক হবে কখন? এই প্রশ্ন দিন দিন জোরাল হচ্ছে। এরই মাঝে শ্রেয়সকে নিয়ে স্বস্তি ভারতীয় শিবিরে। বর্তমানে শ্রেয়স আইয়ার বেঙ্গালুরুর এনসিএতে রিহ্যাবে রয়েছেন। সেখানেই এ বার নেটে ব্যাট হাতে দেখা গিয়েছে শ্রেয়সকে। যা দেখে তাঁর ভক্তরা বেজায় খুশি। চোট সারিয়ে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন শ্রেয়স। আর তাঁর এই নেটে ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো দেখে অনেকেই বলছেন এশিয়া কাপেই হয়তো ২২ গজে কামব্যাক হতে চলেছে শ্রেয়সের। এ বার দেখার সত্যি সত্যি তিনি কবে মাঠে ফেরেন। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করছেন শ্রেয়স আইয়ার। যা দেখে শ্রেয়সের ভক্তরা রীতিমতো খুশি হয়েছেন। তাঁর অনেক ফ্যান টুইটারে

এই ভিডিয়ো শেয়ার করে এশিয়া কাপে তাঁর কামব্যাক হতে চলেছে বলে লিখেছেন। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের এপ্রিলে লন্ডনে শ্রেয়স আইয়ারের পিঠের চোটের অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপর থেকে ২২ গজে আর ফেরা হয়নি তাঁর। ভারতের হয়ে এখনও অবধি ৪২টি ওডিআই ম্যাচে খেলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। তাতে তিনি করেছেন ১৬৩১ রান। এতে শ্রেয়সের গড় ৪৬.৬০। ভারতের মিডল অর্ডরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন শ্রেয়স। তিনি যদি ওডিআই বিশ্বকাপের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে যান তা হলে তাঁকে ভারতের হয়ে ৪ নম্বরে নামতে দেখা যেতে পারে। যদিও বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে এখনও অবধি শ্রেয়সের ফিটনেস নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

‘সেরা’ হলেন দীপা

ভুবনেশ্বর, ১২ জুলাইঃ নির্বাসন শেষ হবার পর নিজস্ব ভঙ্গিমায় ফিরে এলেন আগরতলার বাঙালি মেয়ে দীপা। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের জিমন্যাস্টিক সেন্টারে এশিয়ান গেমসের জন্য ট্রায়াল শুরু হয়েছে। সদ্য নির্বাসন থেকে ফিরে এসে প্রথম দিনেই চিত্তাকর্ষক পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। প্রথম দিনের ট্রায়ালের শেষে দীপা ব্যক্তিগত ৪৭.০৫ পয়েন্ট নিয়ে নিজের বিভাগের সবার থেকে এগিয়ে ছিলেন। বাংলার মেয়ে প্রণতি দাস মোট ৪৫.৮০ নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন।

‘আমি ট্রফি জয়ের দাবিদার’, উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠে বললেন জকোভিচ

লন্ডন, ১২ জুলাইঃ সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচকে চলতি উইম্বলডনে থামানো যাচ্ছে না। উইম্বলডনের ইতিহাসে এই নিয়ে ১২ বার সেমিফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। চলতি উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম সেটে হেরে গিয়েও শেষ অবধি জয় ছিনিয়ে নেন জকোভিচ। একইসঙ্গে আন্দ্রে রুবেলভের বিরুদ্ধে এই জয়ের ফলে জকোভিচ স্পর্শ করলেন কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামের সেমিফাইনালে ওঠার রেকর্ড। এ বারের উইম্বলডনের সেমিফাইনালে উঠে জোকার জানিয়ে দিলেন, তিনি মনে করেন এ বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের দাবিদার তিনিই। শেষ চারে উঠে আর কী কী বললেন জকোভিচ? অষ্টম উইম্বলডন ট্রফির লক্ষ্যে এক ধাপ করে এগোচ্ছেন নোভাক জকোভিচ। একদিকে নোভাক ১২ বার উইম্বলডনের সেমিতে উঠলেন। অন্যদিকে সকল গ্র্যান্ড স্লাম মিলিয়ে মোট ৪৬ বার সেমিফাইনালে উঠে নোভাক ছুঁয়ে ফেললেন রজার ফেডেরারকে। রুশ টেনিস তারকা আন্দ্রে রুবেলভকে হারিয়ে জকোভিচ বলেন, ‘‘আমি অহঙ্কারের সুরে বলতে চাই না, কিন্তু এ বারের উইম্বলডনে আমি নিজেকেই ট্রফি জয়ের দাবিদার মনে করছি। আমার কেরিয়ারজুড়ে এই ঘাসের কোর্টে যে পরিসংখ্যান রয়েছে সেটা বিচার করেই এ কথা বলছি। শেষ চার বার উইম্বলডনে খেলে আমি জিতেছি। তাই নিঃসন্দেহে এ বারও নিজেকে ট্রফি জয়ের ব্যাপারে এগিয়ে রাখব।’’ এ বারের উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালে ৪০০তম গ্র্যান্ড স্লাম ম্যাচ খেললেন জকোভিচ। শেষ চারে ওঠার পর জকোভিচ জানান, তিনি ভালো মতোই জানেন সকলে তাঁকে হারাতে চায়। যত গ্র্যান্ড স্লামই তিনি জিতুন না কেন, এখনও কোর্টে নামলে একটা চাপ থাকেই। তবে তিনি কখনও স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেন না। উল্লেখ্য, সেমিফাইনালে নোভাক জকোভিচ খেলবেন ইতালিয়ান তারকা ইয়ানিক সিনারের বিরুদ্ধে।

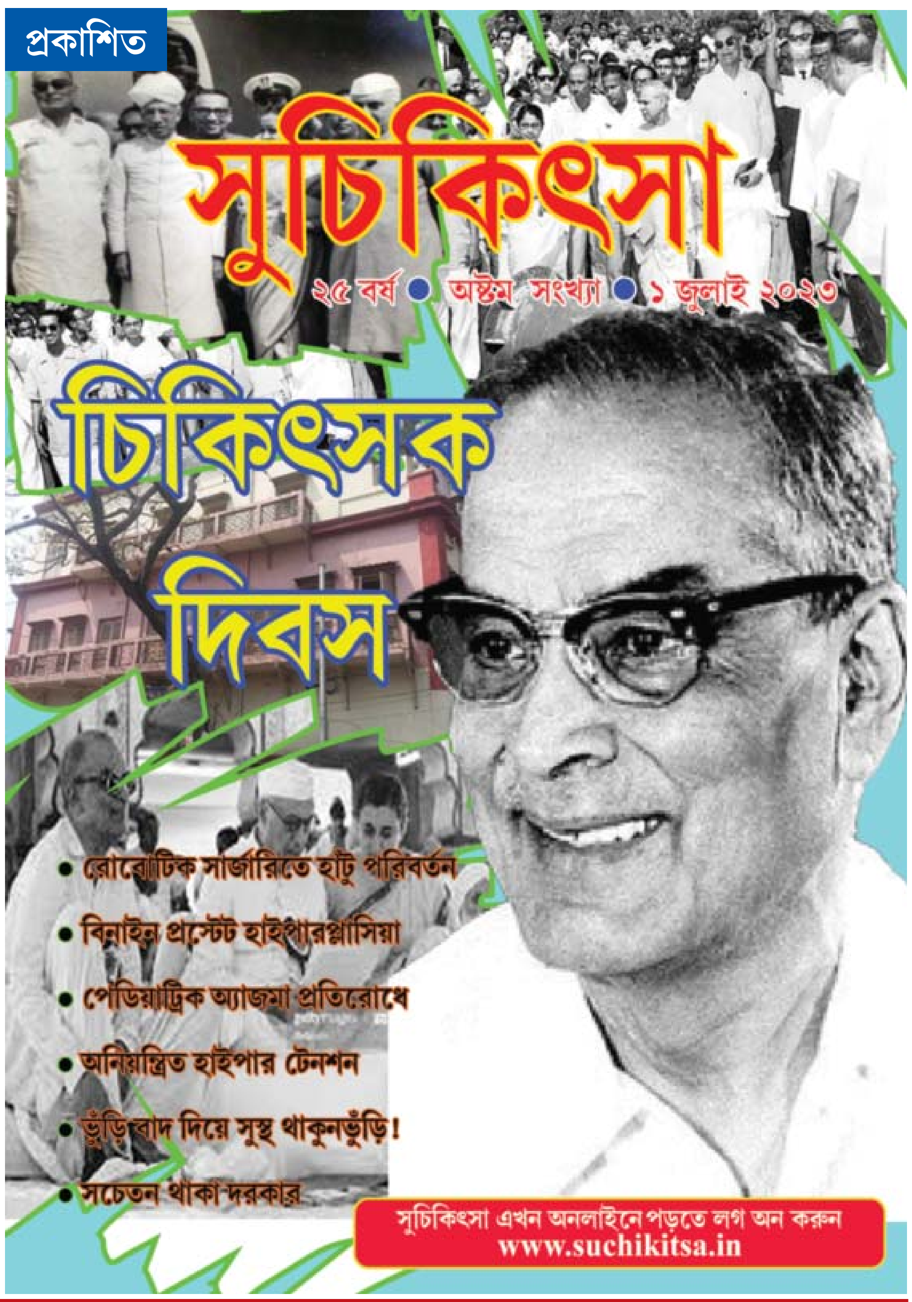

ফিরছে ফুটবলের অ্যাশেজ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৮৮২ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে হারের পর ইংলিশ ক্রিকেটের ‘মৃত্যু’ হয়েছে বলে শোকগাথা লেখা হয়েছিল এক ব্রিটিশ পত্রিকায়। অ্যাশেজ বললে শুধুই ক্রিকেট ম্যাচ বোঝাত না। ফুটবলেও যে অ্যাশেজ সিরিজ ছিল। যে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড নয়, তাসমান প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ড। কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া সেই ফুটবল অ্যাশেজই আবার মাঠে গড়াতে

অস্ট্রেলিয়া ফুটবল দল

ভেতর ছোট একটি রুপালি রঙের রেজর কেস। সেটির মধ্যে আছে ১৯২৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের প্রথম ফুটবল ম্যাচের দুই অধিনায়কের সিগারেটের পোড়া ছাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলি রণক্ষেত্রের এক

এপ্রিল ‘অ্যানজাক ডে’ পালন করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল ইতিহাসবিদ ট্রেভর টম্পসন সেদিন খুঁজে পাওয়া ৭০ বছরের পুরোনো ভস্মাধারটিকে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলেছিলেন। নিউজিল্যান্ড ফুটবলের প্রধান অ্যান্ড্রু প্র্যাগনেল

নিউজিল্যান্ড ফুটবল দল

ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যুর প্রতীক হিসেবে বেল পুড়িয়ে ভস্মাধার পূর্ণ করা হয়েছিল। সেই ভস্ম থেকেই তো ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দ্বৈরথটা অ্যাশেজের আগুনে লড়াই হয়ে গেছে। ক্রিকেটের অ্যাশেজ রোমাঞ্চ ছড়িয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের টেস্ট লড়াই ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা কিংবদন্তি। ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় টেস্ট দ্বৈরথ। তবে একটা সময় যাচ্ছে। এ বছরের অক্টোবরে এই ফুটবলের অ্যাশেজ মাঠে গড়াবে বলে জানা গেছে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার এই লড়াইয়ের মঞ্চ লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম। ফুটবলের অ্যাশেজ এক হারিয়ে যাওয়া দ্বৈরথের নাম। গত এপ্রিলে ৭০ বছর পর খুঁজে পাওয়া যায় সেই দ্বৈরথের ভস্মাধার। অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল কর্তারা খুঁজে পান অলংকৃত কাঠের একটি বাক্সের

সৈনিকের রেজর কেস এটি। ১৯৫৪ সালে হারিয়ে গিয়েছিল ফুটবলের ‘অ্যানজাক সকার ট্রফি’ নামে পরিচিত এই অ্যাশেজ। গত ২৫ এপ্রিল এই ‘ফুটবলের অ্যাশেজ’ খুঁজে পাওয়ার ঘোষণা দেয় ফুটবল অস্ট্রেলিয়া। তারিখটি বেশ ঐতিহাসিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলিতে যুদ্ধ করেছিলেন অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সৈনিকেরা। তাঁদের স্মরণে ২৫ বলেছেন, ‘‘ঐতিহাসিক এক লড়াই-ই হতে যাচ্ছে এটি। এ বছরই অনুষ্ঠিত হবে এই লড়াই। আশা করছি, এটি সামনের দিনগুলোয়ও আয়োজিত হবে। ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই লড়াই।’’ ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাহী জেমস জনসন বলেন, এই ট্রফি হচ্ছে ফুটবল ইতিহাসের দারুণ একটা অংশ। এই ট্রফি দুই দেশের সামরিক সখ্যের প্রতীক।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501